সূচীপত্র

সাপ্তাহিক আরাফাত

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

www.weeklyarafat.com

৬৬ বর্ষ

সংখ্যা: ০৭-০৮
১৮ নভেম্বর-২০২৪
সোমবার

উসমানীয়া বিশ্ববিদ্যালয়, হায়দ্রাবাদ, ভারত

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক
আরাফাত
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়ার যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ১০০/- (একশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নাম্বারে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

বিকাশ নম্বর
০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়তে চান?
তাহলে নিয়মিত পড়ুন : মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ও কুরআন- সুন্নাহ'র আলোকে রচিত জমঈয়ত প্রকাশিত বইসমূহ

যোগাযোগ | ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা- ১২০৪
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪, মোবইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
www.jamiyat.org.bd

সূচীপত্র

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড,
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

✱ বর্ষ : ৬৬
✱ সংখ্যা : ০৭-০৮
✱ বার : সোমবার

◈ ১৮ নভেম্বর-২০২৪ ঈসায়ী
◈ ০৩ অগ্রহায়ণ-১৪৩১ বঙ্গাব্দ
◈ ১৫ জমাদিউল আউয়াল-১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
রবিউল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	: ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১	টেলিফোন	: ০২-৭৫৪২৪৩৪

weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com
jamiyat1946.bd@gmail.com

মূল্য : ২৫/-
(পঁচিশ) টাকা মাত্র।

www.jamiyat.org.bd
f/shaptahikArafat
f/group/weeklyarafat

©AH

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف: ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال: ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة:

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة:

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير: أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা: (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল): ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০৩
- **আল কুরআনুল হাকীম:**
  - ❖ **ঈমানের অসার দাবি ও প্রকৃত মু'মিনের পরিচয়**
    আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৪
- **হাদীসে রাসূল ﷺ:**
  - ❖ **জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন**
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৭
- **প্রবন্ধ:**
  - ❖ **আল কুরআন ও ধ্বনিবিজ্ঞান**
    ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী- ১২
  - ❖ **প্রতারণার কুটজাল: বিব্রত নাগরিক সমাজ**
    আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী- ১৪
  - ❖ **বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ইসলামের অবদান**
    ইবনু মাসউদ- ১৬
  - ❖ **দুনিয়া ও আখিরাতে গুনাহের পরিণাম**
    হাফেয মুহাম্মাদ আইয়ূব বিন ইদু মিয়া- ২০
  - ❖ **রিয্ক সংকীর্ণ হওয়ার কারণসমূহ**
    মূল: আল-খানসা হামিদ সালিহ
    ভাষান্তর: শুয়াইব বিন আহমাদ- ২৫
- **সাহাবা চরিত:**
  - ❖ **রিবঈ ইবনু আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু)**
    আব্দুল্লাহ বিন শাহেদ আল মাদানী- ২৭
- **ক্বাসাসুল কুরআন:**
  - ❖ **দুই বাগান মালিকের ঘটনা**
    আবূ তাহসীন মুহাম্মদ- ২৯
- **প্রাসঙ্গিক ভাবনা:**
  - ❖ **বসরার শাসকের কাছে 'উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র চিঠি**
    মো. আ. সাত্তার ইবনে ইমাম- ৩১
- **অভিব্যক্তি:**
  - ❖ **সেলফি ও ভাইরালের আচার সমাচার...**
    সাইফুল্লাহ ত্রিশালী- ৩৩
- **সমাজচিন্তা:**
  - ❖ **রাষ্ট্র সংস্কার: এখন সময়ের দাবি**
    মো. কায়সার আলী- ৩৬
- **আলোর পরশ** ৩৮
- **অভিমত** ৪২
- **জমঈয়ত সংবাদ** ৪৩
- **শুব্বান সংবাদ** ৪৫
- **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** ৪৬
- **প্রচ্ছদ রচনা** ৪৮

সম্পাদকীয়

সামাজিক নিরাপত্তা: একটি প্রেক্ষিত আলোচনা

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি একটি শান্তিপূর্ণ ও ন্যায্য সমাজ গঠনে সাহায্য করে, যেখানে প্রত্যেকে একে অপরের সাথে সমান আচরণ করে এবং একে অপরকে সাহায্য করে। ইসলামে অভাবী লোকদের যত্ন নেওয়া একটি বড়ো বিষয়। এর মানে হলো যারা দরিদ্র তাদের সাহায্য করার দায়িত্ব প্রত্যেকের। সাহায্য করার বিশেষ উপায় আছে, যেমন দাতব্য অর্থ প্রদান (যাকে যাকাত এবং সাদাক্বাহ্ বলা হয়) এবং সম্প্রদায় প্রকল্পগুলোকে সমর্থন করা (যাকে ওয়াকফ বলা হয়)। এই ধারণাগুলো নিশ্চিত করে যে প্রত্যেকে তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা পায় এবং দেখায় যে একে অপরের যত্ন নেওয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষা হলো সাম্য, ন্যায়বিচার এবং পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল সমাজ গঠন করা এটি ইসলামের অন্যতম মূল শিক্ষা। সামাজিক নিরাপত্তার ধারণা ইসলামী সমাজব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা সমাজের সকল স্তরের মানুষের মৌলিক অধিকার এবং কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে। প্রতিটি সক্ষম ব্যক্তির নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব হলো সমাজের দরিদ্র, অসহায় এবং সুবিধাবঞ্চিতদের সহায়তা করা। কল্যাণমূলক ব্যবস্থা যেমন জাকাত, সাদাক্বাহ্ ইসলামের দাতব্য ও ওয়াক্ফ সামাজিক নিরাপত্তার ভিত্তি স্থাপন করেছে, যা একটি অনুকরণীয় ও কার্যকরী মডেল হিসেবে দৃশ্যমান।

সমকালীন বিশ্বের প্রেক্ষাপটে, যেখানে অর্থনৈতিক বৈষম্য, দারিদ্র্য এবং সামাজিক অসামঞ্জস্যতার প্রকোপ বাড়ছে, সেখানে ইসলামের সামাজিক নিরাপত্তার নীতি ও শিক্ষা নতুন করে আলোচনায় এসেছে। আজকের সমাজে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এই আদর্শিক কাঠামো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ইসলামের দৃষ্টিতে সামাজিক নিরাপত্তা শুধু অর্থনৈতিক সহায়তা নয়; বরং এটি একটি সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা, সম্মান এবং অধিকারের সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গবেষণায় ইসলামের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং এর সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা বিশ্বের প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করা হবে, যা বর্তমানে বিশ্ব সমস্যা মোকাবিলায় একটি সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করবে।

এ বিষয়টি নিয়ে আমাদের ভাবনা সীমিত। আমরা সামাজিক নিরাপত্তাকে সামগ্রিক অর্থে বিশ্লেষণ করি না। বিশেষ বিশেষ কয়েকটি পয়েন্টে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখি। ফলে মানুষ ইসলামকে সর্বব্যাপী ও কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে নারাজ। এজন্য ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করা এখন সময়ের দাবি। পত্র-পত্রিকা, ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও সেম্পুজিয়াম ইত্যাদি বেশি বেশি আয়োজন করা জরুরি। তা না হলে মানুষ ইসলামের এ মৌলিক বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞাত থেকে যাবে। তাই বিষয়টিকে সার্বজনীন করে তুলতে আমরা এ বিষয়ে "সাপ্তাহিক আরাফাত"-এ গবেষণাধর্মী লেখা আহব্বান করছি। যা আমাদের ভাবনার জগতকে প্রসারিত করতে সহায়কের ভূমিকা পালন করবে ইন্শা-আল্লাহ। [X]

আল কুরআনুল হাকীম

ঈমানের অসার দাবি ও প্রকৃত মু'মিনের পরিচয়

–আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ؕ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾

গুরুত্বপূর্ণ কিছু শব্দার্থ

قَالَتِ -সে বলল, اَلْاَعْرَابُ -মরুবাসী (বেদুঈন), اٰمَنَّا -আমরা ঈমান এনেছি, قُلْ -আপনি বলুন, لَّمْ تُؤْمِنُوْا -তোমরা ঈমান আননি, وَلٰكِنْ -কিন্তু/বরং, قُوْلُوْٓا -তোমরা বলো, اَسْلَمْنَا -আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি, وَ -আর/এবং, لَمَّا يَدْخُلِ -এখনো প্রবেশ করেনি اَلْاِيْمَانُ -ঈমান, فِيْ -মধ্যে, قُلُوْبِكُمْ -তোমাদের অন্তরসমূহ, وَ -আর/এবং, اِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ -যদি তোমরা আল্লাহর অনুসরণ করো, وَرَسُوْلَهٗ -এবং তাঁর রাসূলের, لَا يَلِتْكُمْ -তোমাদের কম করা হবে না, مِّنْ -হতে/থেকে, اَعْمَالِكُمْ -তোমাদের কর্মসমূহ, شَيْـًٔا -কিছুই/সামান্য পরিমাণ, اِنَّ -নিশ্চয়ই, اللّٰهَ -আল্লাহ, غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

সরল বঙ্গানুবাদ

"মরুবাসী (বেদুঈন)গণ বলে, আমরা ঈমান আনলাম। (হে রাসূল! আপনি) বলুন: তোমরা ঈমান আননি; বরং তোমরা বলো: আমরা ইসলাম গ্রহণ (আত্মসমর্পণ) করেছি; কারণ এখনো তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি। যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো তাহলে তোমাদের কর্মফল সামান্য পরিমাণও কম করা হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।"[১]

সূরা ও আয়াতের পরিচয়

দারসে উল্লেখিত আয়াতটি মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীমের ৪৯ নম্বর সূরা, সূরা আল হুজুরাত-এর ১৪ নং আয়াত।

আলোচ্য বিষয়

দারসে উল্লেখিত আয়াতটি কুরআনুল কারীমের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আয়াত। এ আয়াতে মরুবাসী বেদুঈনদের অসার বক্তব্য উপস্থাপন করত: তা খণ্ডন করা হয়েছে এবং তাদের ঈমানের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا﴾

"মরুবাসী (বেদুঈন)গণ বলে, আমরা ঈমান আনলাম।"

ব্যাখ্যা: কোনো কোনো মুফাস্সিরের মতে এখানে মরুবাসী (বেদুঈন)গণ বলে বানু আসাদ এবং খুযাইমাহ্ গোত্রের মুনাফিক্বদেরকে বুঝানো হয়েছে। যারা দুর্ভিক্ষের সময় শুধু সাদাক্বাহ্ পাওয়ার উদ্দেশ্যে অথবা হত্যা ও বন্দী হওয়া থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে মৌখিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করার কথা ব্যক্ত করেছিল। কিন্তু তাদের অন্তর ঈমান শূন্য ছিল।[২] কেউ কেউ আবার মনে করেন এখানে বেদুঈন বলে এমন লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা নতুন মুসলমান হয়েছে এবং ঈমান এখনো তাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে স্থান পায়নি। অথচ তারা দাবি করেছিল ততটা ঈমানের, যতটা তাদের অন্তরে ছিল না। ফলে তাদেরকে শিখানো হলো যে, প্রথমেই ঈমানের দাবি করা ঠিক নয়; বরং ধীরে ধীরে উন্নতি লাভের পরই তোমরা ঈমানের সেই কাংখিত স্তরে পৌঁছতে পারবে।[৩]

---

* *এমফিল গবেষক, জগন্নাত বিশ্ববিদ্যালয়।*

[১] *সূরা আল হুজুরাত: ১৪।*

[২] *তাফসীর ফাতহুল কাদীর।*

[৩] *তাফসীর ইবনু কাসীর।*

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ﴾

"(হে রাসূল! আপনি) বলুন: তোমরা ঈমান আননি; বরং তোমরা বলো, আমরা ইসলাম গ্রহণ (আত্মসমর্পণ) করেছি; কারণ এখনো তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি।"

ব্যাখ্যা: আলোচ্য আয়াতাংশে সে সকল বেদুঈনদের কথা বলা হয়েছে, যারা ইসলামে দাখিল হওয়া মাত্রই বাড়িয়ে বাড়িয়ে নিজেদের ঈমানের দাবি করতে শুরু করেছিল, অথচ প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তরে ঈমান দৃঢ় হয়নি। তাই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাদেরকে এই দাবি করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (ﷺ)-কে বলছেন, হে নবী (ﷺ)! আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন যে, যেহেতু ঈমান তাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে প্রবেশ করেনি সেহেতু তারা ঈমান এনেছে একথা যেন না বলে; বরং তারা যেন বলে, তারা ইসলামে প্রবেশ করেছে এবং নবী (ﷺ)-এর অনুগত হয়েছে। এ আয়াত দ্বারা এটা জানা যায় যে, ঈমান ইসলাম হতে মাখসূস বা বিশিষ্ট, আর এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাযহাব। হাদীসে জিবরাঈলও এটাই প্রমাণ করে। তিনি (জিবরাঈল [আলাইহিস সালাম]) প্রথমে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন এবং পরে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করেন ইহসান সম্পর্কে। এভাবে তিনি ক্রমান্বয়ে বিশিষ্টের দিকে উঠতে থাকেন। সুতরাং বুঝা গেল ইসলাম থেকে ঈমান খাস বা বিশিষ্ট। কেউ ইসলাম গ্রহণ করলেই প্রকৃত মু'মিন হয়ে যায় না; বরং মু'মিন হতে হলে তাকে ধীরে ধীরে ঈমানের পথে এগিয়ে যেতে হয়। ঈমানের কয়েকটি স্তর রয়েছে পর্যাক্রমে সকল স্তর অতিক্রম করে ঈমানের প্রকৃত স্তরে পৌঁছতে হয়। আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (ﷺ) বলেছেন: দুনিয়ায় তিন প্রকারের মু'মিন রয়েছে। যথা- **এক.** যারা আল্লাহর উপর ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর উপর ঈমান এনেছে অতঃপর কোনো সন্দেহ পোষণ করেনি এবং নিজেদের মাল-ধন ও জীবন দিয়ে মহান আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে। **দুই.** যাদের থেকে লোকেরা নিরাপত্তা লাভ করেছে। তারা না তাদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করে, না তাদেরকে হত্যা করে। **তিন.** যারা লোভনীয় বস্তুর দিকে ঝুঁকে পড়ার পর মহামহিমান্বিত মহান আল্লাহর ভয়ে তা পরিত্যাগ করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾

"আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো তাহলে তোমাদের কর্মফল সামান্য পরিমাণও কম করা হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।"

ব্যাখ্যা: এ আয়াতাংশে ইসালামে প্রবেশকারী আরব-বেদুঈনদের ঈমানকে পরিপূর্ণ করার পরামর্শ দিয়ে মহামহিমান্বিত আল্লাহ তা'আলা বলেন, যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর আনুগত্য করো তবে তোমাদের কর্ম সামান্য পরিমাণও লাঘব করা হবে না। যেমন- অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ كُلُّ امْرِئٍۢ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ﴾

অর্থাৎ- "আমি তাদের 'আমল হতে কিছুই কমিয়ে দেইনি। প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী থাকবে।"[৪]

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন: যারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে থাকেন এবং তাদের প্রতি দয়া করেন। কেননা, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

ঈমানের অসার দাবি ও প্রকৃত মু'মিনের পরিচয়: দরসে উল্লেখিত আয়াতে কারীমাতে আরব-বেদুঈনদের ঈমানের অসার দাবির কথা উল্লেখ করে প্রকৃত মু'মিন হওয়ার জন্য তাদের করণীয় কি তার বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তারা দাবি করেছিল যে, তারা মু'মিন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মু'মিন কারা সে জ্ঞান তাদের ছিল না। তারা মনে করেছিল, ইসলাম গ্রহণ করলেই বুঝি প্রকৃত মু'মিন হওয়া যায়। তাই তারা নিজেদের ঈমানের দাবি করেছিল, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের সে ঈমানের দাবিকে গ্রহণ করেননি। আল্লাহ বলেন–

﴿قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ﴾

[৪] *সূরা আত্ তূর: ২১।*

অর্থাৎ- "(হে রাসূল! আপনি) বলুন: তোমরা ঈমান আননি; বরং তোমরা বলো, আমরা ইসলাম গ্রহণ (আত্মসমর্পণ) করেছি; কারণ এখনো তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি।"

এরপর তিনি তাদেরকে প্রকৃত মু'মিন কীভাবে হওয়া যায় তার দিক-নির্দেশনা দিয়ে বলছেন–

﴿وَإِنْ تُطِيْعُوا اللهَ وَرَسُوْلَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْئًا﴾

অর্থাৎ- "আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো তাহলে তোমাদের কর্মফল সামান্য পরিমাণও কম করা হবে না।"

সুতরাং প্রকৃত মু'মিন হতে হলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণের মধ্য দিয়ে একজন মানুষ নিজেকে প্রকৃত মু'মিন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তাছাড়া মু'মিন হওয়ার জন্য আরো কয়েকটি বিশেষ গুণের কথা এভাবে পরের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ﴾

অর্থাৎ- মু'মিন তো কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর তাতে কখনো কোনোরূপ সন্দেহ পোষণ করেনি। আর তারা তাদের নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে।"[৫]

অতএব বুঝা গেল, এ সকল কাজ সম্পন্ন করার মধ্য দিয়েই একজন মুসলিম নিজেকে ঈমানের সাজে সজ্জিত করতে পারে। কেউ যখন ঈমানের স্বাদ প্রকৃতরূপে অনুভব করে তখন সে আর ঈমান ও আমলের পথে কোনো বাঁধাকেই পরোয়া করে না। সকল বাঁধাই তখন তার কাছে তুচ্ছ মনে হয়। সে সকল কিছুর উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে স্থান দিয়ে থাকে। প্রকৃত ঈমানের স্বাদ পেতে চাইলে এর কোনো বিকল্প নেই। হাদীসে এসেছে–

عَنْ أَنَسٍ (رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُوْدَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ كَمَا يكره أَن يلقى فِي النَّار.

অর্থাৎ- আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যে লোকের মধ্যে তিনটি গুণের সমাবেশ ঘটে, সে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ পায়। **(১)** তার মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা দুনিয়ার সকল কিছু হতে অধিক প্রিয় হয়। **(২)** যে লোক কোনো মানুষকে শুধুমাত্র মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ভালোবাসে। **(৩)** যে কুফ্‌রী হতে মুক্তি পেয়ে ঈমান ও ইসলামের আলো গ্রহণ করার পর পুনরায় কুফ্‌রীতে ফিরে যাওয়াকে এতটা অপছন্দ করে যতটা অপছন্দ সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে করে।[৬]

আয়াতের শিক্ষাসমূহ

এক- ঈমান শুধু মৌখিক দাবিতে নয়; বরং ঈমানের পথে প্রতিনিয়ত চেষ্টা-সাধনা করতে হয়।

দুই- প্রকৃত মু'মিন হওয়ার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোনো বিধান-বর্ণনায় কোনোরূপ সন্দেহ পোষণ না করা এবং জান-মাল দিয়ে জিহাদের জন্য সদা প্রস্তুত থাকা আবশ্যিক।

তিন- ঈমানদারদের সকল কর্মেরই প্রতিফল দেওয়া হয়, তা যত সামান্যই হোক না কেন, তার প্রতিফল বিনষ্ট করা হয় না।

চার- যারা ঈমান ও ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান রাখে না তারাই কেবল ঈমানের অসার দাবি করতে পারে। প্রকৃত ঈমানদারেরা নিজেদেরকে ঈমানদার বলে দাবি করে না; বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে তারা তাদেরকে সমর্পণ করে ঈমানের পরিচয় দেয়।

পাঁচ- একজন মু'মিনের নিকট ঈমান শুধু মৌখিক দাবি নয়; বরং ঈমান হলো মৌখিক স্বীকৃতি, অন্তরের সত্যায়ন ও কর্মে বাস্তবায়নের নাম। ☒

---

[৫] *সূরা আল হুজুরা-ত: ১৫।*

[৬] *বুখারী- হা. ২১; সহীহ মুসলিম- হা. ৪৩; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৪৯৮৮; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৬২৪; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৪০৩৩; মুসনাদে আহমাদ- হা. ১২৭৬৫।*

হাদীসে রাসূল ﷺ

জামা‘আতবদ্ধ জীবন যাপন

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক★

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) أَنَّهُ قَالَ "مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً.

সরল বাংলায় অনুবাদ

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর সূত্রে নবী (ﷺ) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি আমিরের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেল এবং জামা‘আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।[৭]

শাব্দিক অনুবাদ

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ -যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেল, وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ -এবং জামা‘আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً -সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।

হাদীসের ব্যাখ্যা

জামা‘আত বা সংগঠন কি?

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

اَلْجَمَاعَةُ هِيَ الْاِجْتِمَاعُ وَضِدُّهَا الْفُرْقَةُ وَإِنْ كَانَ لَفْظُ الْجَمَاعَةِ قَدْ صَارَ إِسْمًا لِنَفْسِ الْقَوْمِ الْمُجْتَمِعِيْنَ.

অর্থ: জামা‘আত হচ্ছে একত্রিত হওয়া। এটি দলাদলির বিপরীত। যদিও জামা‘আত শব্দটি যে কোনো ঐক্যবদ্ধ সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।[৮]

ইসলামে সংগঠনের গুরুত্ব: মহাগ্রন্থ আল কুরআনে সংঘবদ্ধ হওয়ার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেছে। যেমন-

﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ؕ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ﴾

অর্থ: “তোমরা কেমন করে কুফ্‌রী করতে পারো, অথচ তোমাদের সামনে পাঠ করা হয় আল্লাহর আয়াত এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর রাসূল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরবে, সে অবশ্যই সঠিক পথ লাভ করবে।”[৯]

﴿وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۠ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ﴾

অর্থ: “আর তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রশিকে (দ্বীন) আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না আর তোমাদের উপর আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতকে স্মরণ করো। যখন তোমরা একে অপরের শত্রু ছিলে এবং তিনি তেমাদের অন্তরের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ফলে তোমরা তার অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা তো ছিলে এক আগুনের গর্তের কিনারায়, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের সেখান থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবে আল্লাহ তাঁর নিদর্শন তোমাদের সামনে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা হিদায়াত লাভ করতে পার।”[১০]

﴿وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ○ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۙ○﴾

অর্থ: “তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা আবশ্যিক যারা কল্যাণের দিকে মানুষকে ডাকবে এবং সৎকাজের আদেশ দিবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। আর

★ *প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, গাইবান্ধা।*

[৭] *মুসলিম- বাং ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হাদীস নং- ৪৬৩৩।*

[৮] *মাজমূউ ফাতাওয়া- ৩/১৫৭।*

[৯] *সূরা আ-লি ‘ইমরান: ১০১।*

[১০] *সূরা আ-লি ‘ইমরান: ১০৩।*

তারাই হবে সফলকাম। তোমরা তাদের মত হয়ো না যাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং আপোষে মতভেদে লিপ্ত হয়েছে। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।"[১১]

﴿فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ ۙ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا﴾

অর্থ: "যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে তাদেরকে তিনি অবশ্যই তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের মধ্যে শামিল করবেন এবং তাদেরকে সরল পথে তাঁর দিকে পরিচালিত করবেন।"[১২]

﴿وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ؕ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ؕ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ؕ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ؕ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ﴾

অর্থ: "এবং জিহাদ করো আল্লাহর পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি। এটা তোমাদের পিতা ইব্‌রা-হীমের মিল্লাত। তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম' এবং এ কিতাবেও; যাতে রাসূল (ﷺ) তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হন মানব জাতির জন্যে। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে আঁকড়ের ধরো; তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি!"[১৩]

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ؕ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ؕ اَللّٰهُ يَجْتَبِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ﴾

অর্থ: "তিনি তোমাদের জন্যে নির্ধারণ করেছেন সেই দ্বীন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-কে আর যা আমি ওয়াহী করেছিলাম তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম), মূসা (আলাইহিস সালাম) ও 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে, এই বলে যে, তোমরা এই দ্বীনকে (তাওহীদকে) প্রতিষ্ঠিত করো এবং ওতে মতভেদ করো না। তুমি মুশরিকদেরকে যার প্রতি অহ্বান করছো তা তাদের নিকট কঠিন মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তার অভিমুখী তাকে দ্বীনের দিকে পরিচালিত করেন।"[১৪]

প্রত্যেক রাসূল সকল মানুষকে দীনের দাওয়াত দেওয়ার পর যারা সাড়া দিয়েছেন তাদেরকে (মহান আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো) বলে সাংগঠনিক দাওয়াতও দিয়েছেন। এর দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, রাসূলের প্রতি ঈমান আনা যেমন ফর্‌য ঈমানদারদের জামা'আতবদ্ধ হওয়াও তেমনি ফর্‌য। বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করলে শয়তান সহজে তাকে বশীভূত করে এবং পথভ্রষ্ট করে দেয়। সেজন্য সাংগঠনিক জীবন যাপনের আদেশ দিয়ে রাসূল (ﷺ) বলেন,

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ.

অর্থ: তোমরা অবশ্যই জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করবে। সর্বদা বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা শয়তান একজনের সঙ্গী হয়, দু'জন থেকে বহুদূরে অবস্থান করে। যে ব্যক্তি জান্নাতের প্রশস্ত স্থান চায়, সে যেন সংগঠনকে আঁকড়ে ধরে।[১৫]

আরফাজা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "ভবিষ্যতে অনেক বিচ্যুতি-অন্যায় সংঘটিত হবে। যদি এমন ঘটে যে, এ উম্মাতের ঐক্যবদ্ধ থাকা অবস্থায় কেউ এসে সে ঐক্য বিনষ্ট করে বিভক্তি সৃষ্টি করতে চায় তবে সে যেই হোক না কেন তোমরা তাকে তরবারী দিয়ে আঘাত করবে। অন্য বর্ণনায়: তোমাদের বিষয়টি একব্যক্তির বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকা অবস্থায় (একজন রাষ্ট্রপ্রধানের অধীনে থাকা অবস্থায়) কোনো একব্যক্তি যদি

[১১] *সূরা আ-লি 'ইমরান: ১০৪-১০৫।*
[১২] *সূরা আন নিসা: ১৭৫।*
[১৩] *সূরা আল হাজ্জ: ৭৮।*
[১৪] *সূরা আশ্ শূরা-: ১৩।*
[১৫] *সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ২১৬৫।*

এসে তোমাদের ঐক্য বিনষ্ট করতে বা জামা'আতকে বিভক্ত করতে চায় তবে তাকে হত্যা করবে।"[১৬]

হারিস আল আশ'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ: بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ.

অর্থ: আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের প্রতি নির্দেশ দিচ্ছি। তা হলো– শ্রবণ, আনুগত্য, জিহাদ, হিজরত ও জামা'আত। কেননা, যে ব্যক্তি জামা'আত বা দল থেকে অর্ধহাত বিচ্ছিন্ন থাকল, সে আপন গর্দান হতে ইসলামের রশি খুলে ফেলল; যদি পুনরায় দলে ফিরে আসে (তাহলে ভিন্ন কথা)। যে জাহিলি বা বর্বর যুগের মতো আহ্বান করবে, সে আসলে জাহান্নামের অধিবাসীদের একজন। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল– হে আল্লাহর রাসূল! যদিও সে সালাত এবং সাওম পালন করে? উত্তরে রাসূল (ﷺ) বললেন– যদিও সে সালাত এবং সাওম পালন করে এবং নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে।[১৭]

ইসলামী সংগঠনে নেতৃত্ব ও আনুগত্য: নেতৃত্ব ও আনুগত্য ছাড়া সংগঠন টিকতে পারে না। এ বিষয়ে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যথার্থই বলেছেন। তিনি বলেন,

لَاإِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَارَةٍ وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِطَاعَةٍ.

অর্থ: 'ইসলাম হয় না জামা'আত ছাড়া, জামা'আত হয় না আমীর ছাড়া, ইমারত হয় না আনুগত্য ছাড়া।'[১৮]

সংগঠন প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে আনুগত্যের প্রতিও ইসলাম সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ﴾

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলুল্লাহর আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যকার আমীরের আনুগত্য করো। তবে যদি কোনো ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়, তাহলে সেটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।"[১৯]

এ আয়াতে স্পষ্টভাবে আমীরের আনুগত্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য শর্তহীন, পক্ষান্তরে আমীরের আনুগত্য শর্ত সাপেক্ষ। আমীরের আনুগত্যের বিষয়ে নবী (ﷺ) বলেন,

مَنْ يُطِعِ الْأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِيْ وَمَنْ يُعْصِ الْأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِيْ.

অর্থ: 'যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল, সে যেন আমার আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমার অবাধ্যতা করল।'[২০]

সাহাবায়ে কিরাম আনুগত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ রাসূল (ﷺ)-এর নিকট বায়আত বা অঙ্গীকার করতেন। যেমন- একটি হাদীসে 'উবাদাহ্ ইবনু সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন– আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকটে বায়আত করেছিলাম এই মর্মে যে, আমরা আমীরের আদেশ শুনব ও মেনে চলব, কষ্টে হোক স্বাচ্ছন্দ্যে হোক, আনন্দে হোক অপছন্দে হোক, আমাদের উপরে কাউকে প্রাধান্য দেওয়া হোক। বায়আত করেছিলাম এই মর্মে যে, নেতৃত্ব নিয়ে আমরা কখনো ঝগড়া করব না। যেখানেই থাকি সর্বদা সত্য কথা বলব এবং আল্লাহর হুকুম মেনে চলার ব্যাপারে কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করব না। (অন্য বর্ণনায় রয়েছে) আমীরের মধ্যে প্রকাশ্য কুফ্‌রী না দেখা পর্যন্ত আনুগত্য করে যাব।[২১] অন্য হাদীসে রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ يَقُوْدُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ فَاسْمَعُوْا لَهُ وَأَطِيْعُوْا.

অর্থ: যদি নাক-কান কর্তিত কোনো ক্রীতদাসকেও তোমাদের আমির নিযুক্ত করা হয়, আর সে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদেরকে মহান আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করে, ততক্ষণ তোমরা তার কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে।[২২]

---

[১৬] *সহীহ মুসলিম- ৩/১৪৭৮, হা. ১৮৫১।*
[১৭] *সুনান আত্ তিরমিযী- আস্ সুনান, ৫/১৪৮।*
[১৮] *আদ্ দারেমী।*
[১৯] *সূরা আন নিসা: ৫৯।*
[২০] *বুখারী; সহীহ মুসলিম; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৩৬৬৯।*
[২১] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।*
[২২] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৭৩৭।*

রাসূল (ﷺ) আরও বলেন,

اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيْبَةٌ.

অর্থ: যদি তোমাদের জন্য নিগ্রো দাসকেও আমীর হিসেবে নিযুক্ত করা হয়, যার মাথা কিসমিসের ন্যায় (চ্যাপ্টা)। তবুও তোমরা তার কথা শুনবে ও তার আনুগত্য করবে।[২৩]

আনুগত্যহীনতার পরিণতি সম্পর্কে তিনি বলেন,

مَنْ رَاَى مِنْ أَمِيْرِهِ شَيأً يِكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةِ شِبْرًا فَيَمُوْتُ إِلَّا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً.

অর্থ: যদি কেউ তার আমীরের মধ্যে অপছন্দনীয় কিছু দেখে, সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি সংগঠন থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল এবং এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হলো, সে জাহেলী হালতে মৃত্যুবরণ করল।[২৪]

সাংগঠনিক জীবনের উপকারিতা

আল্লাহর রহমত লাভ: জামা'আত বা সংগঠনের উপরে মহান আল্লাহর রহমত থাকে। রাসূল (ﷺ) বলেন,

يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ.

অর্থ: জামা'আতের উপরে আল্লাহর হাত রয়েছে।[২৫]

অন্যত্র তিনি বলেন,

اَلْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ.

জামা'আতবদ্ধ থাকা রহমত এবং বিচ্ছিন্নতা আজাব।[২৬]

সুসম্পর্ক বৃদ্ধি: সংগঠনভুক্ত কর্মীদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾

অর্থ: "মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আর যারা তার সাথী, তারা অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর ও নিজেদের মধ্যে রহমদিল।"[২৭]

রাসূল (ﷺ) বলেন,

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا.

অর্থ: একজন মু'মিন আরেকজন মু'মিনের জন্যে প্রাসাদস্বরূপ, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে থাকে। এ বলে তিনি তার হাতের আঙ্গুলগুলো একটার মধ্যে আরেকটা প্রবেশ করালেন।[২৮]

সুতরাং সংগঠন একে অপরের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করে।

শক্তি বৃদ্ধি করা: পার্থিব জীবনে সংগঠন একটি বিশাল শক্তি। ঐক্যবদ্ধ জনবল না থাকলে অস্ত্রশক্তিও কোনো কাজে আসে না। এজন্য মহান আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে–

﴿وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾

"কাফিরদের মুকাবিলার জন্য তোমরা সাধ্যমত শক্তি ও সদা সজ্জিত অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখো, যা দিয়ে তোমরা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদের ভীত করবে।"[২৯]

ফলে সংগঠনের কারণে আল্লাহ বিরোধীরা সমীহ করে। জামা'আতবদ্ধ জীবনের আরেকটি উপকার হলো, এর মাধ্যমে সমাজে অনেক যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়। সকলে মিলে কাজ করার মধ্যে এক অসাধারণ আনন্দ ও উৎসাহ পাওয়া যায়। একে অপরের দুঃখে-বিপদে এগিয়ে আসার মানসিকতা তৈরি হয়। সংগঠন না থাকলে এসব গুণাবলী মানুষের মধ্যে বিকাশ লাভ করে না। অতএব সুন্দর সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার পূর্বশর্ত হচ্ছে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা।

শয়তানের কবল থেকে রক্ষা: শয়তান মানুষকে বিচ্ছিন্ন রাখতে চায়। কারণ তারা ঐক্যবদ্ধ হলে শক্তিতে পরিণত হবে। এটা সে চায় না। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّوْنَ فِيْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ.

অর্থ: 'শয়তান এ বিষয়ে নিরাশ হয়ে গেছে যে, আরব উপদ্বীপে মুসল্লিরা তার 'ইবাদত করবে। তবে সে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির ব্যাপারে নিরাশ হয়নি।'[৩০]

---

[২৩] *সহীহুল বুখারী; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৩৬৬৩।*
[২৪] *সহীহ মুসলিম; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৩৬৬৮।*
[২৫] *আত্ তিরমিযী- হা. ২১৬৫; ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৯৫০; সহীহুল জামে'- হা. ১৮৪৮; মিশকাত- হা. ১৭৩।*
[২৬] *সহীহাহ্- হা. ৬৬৭; সহীহুল জামে'- হা. ৩১০৯।*
[২৭] *সূরা আল ফাতহ: ২৯।*
[২৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৮১; সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৮৫; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৪৯৫৫।*
[২৯] *সূরা আল আনফাল: ৬০।*
[৩০] *মুসলিম- হা. ২৮১২; আবূ দাঊদ- হা. ৩৩৭৪; আহমাদ- হা. ১৪৩৬৮; সহীহাহ্- হা. ১৬০৮; সহীহুল জামে'- হা. ১৬৫১।*

আর একাকী থাকলে শয়তান সঙ্গী হয় এবং সংঘবদ্ধ থাকলে শয়তান দূরে থাকে। রাসূল (ﷺ) বলেন,

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْاِثْنَيْنِ أَبْعَدُ.

অর্থ: তোমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বসবাস করো। বিচ্ছিন্নতা হতে সাবধান থাকো। কেননা শয়তান একক ব্যক্তির (বিচ্ছিন্নজনের) সাথে থাকে এবং সে দু'জন হতে অনেক দূরে অবস্থান করে।[৩১]

সামাজিক শৃংখলা: সংগঠন সমাজজীবনে শৃংখলা শেখায়। স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করে। মানুষের জন্য ভাবতে শেখায়। আত্মকেন্দ্রিক না করে বহুকেন্দ্রিক করে। রাসূল (ﷺ) বলেন,

ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ صَدْرُ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمُنَاصَحَةُ أُوْلِي الْأَمْرِ وَلُزُوْمُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيْطُ مِنْ وَرَائِهِمْ.

কোনো মুসলিম ব্যক্তির অন্তর তিনটি বিষয়ে খিয়ানত করে না– ১. একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য 'আমলকে খালেস করা, ২. মুসলিমদের নেতৃবৃন্দকে সদুপদেশ দান, ৩. মুসলিমগণের জামা'আতকে আঁকড়ে থাকা। কেননা তাদের দু'আ তাদের পেছনের সকলকে বেষ্টন করে নেয়।[৩২]

ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَهٰذِهِ الثَّلَاثُ تَجْمَعُ أُصُوْلَ الدِّيْنِ وَقَوَاعِدَهُ وَتَجْمَعُ الْحُقُوْقَ الَّتِيْ لِلّٰهِ وَلِعِبَادِهِ، وَتَنْتَظِمُ مَصَالِحَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

অর্থ: এ তিনটি বিষয় দ্বীনের মূলনীতি ও বিধানকে একত্রিত করেছে এবং আল্লাহ ও তাঁর বান্দার হক্বসমূহকে জমা করেছে। আর এতে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে।[৩৩]

দ্বীনের হিফাযাত: সংগঠন ছাড়া বা জামা'আতবদ্ধ জীবন ব্যতিরেকে ইসলামের অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্ভব নয়। ইসলামী আদর্শের প্রথম ও প্রধান উৎস মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এবং দ্বিতীয় উৎস সুন্নাতে রাসূল। এতদুভয়ের শিক্ষা ও দর্শন আলোচনা করলে কোথাও ব্যক্তিগতভাবে ইসলামী জীবন যাপনের সুযোগ দেখা যায় না। কুরআন-সুন্নাহর আহবান হয় গোটা মানবজাতির জন্যে, আর না হয় মানুষের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে তাদের সকলের জন্যে। কেবলমাত্র আখিরাতের হিসাব-নিকাশ ও জবাবদিহিতা হবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। কিন্তু সেই জবাবদিহিতা থেকে বাঁচতে হলেও এই দুনিয়াতে সামষ্টিকভাবে দ্বীন মেনে চলার ও দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন আছে। এছাড়া শির্ক ও বিদআত থেকে সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রকে বাঁচাবার জন্য ইসলামী সংগঠনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। এর থেকে দূরে থাকার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۭ اُولٰۗىِٕكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ﴾

অর্থ: "মু'মিন নর ও মু'মিন নারী একে অপরের বন্ধু, এরা সৎকার্যের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকার্য নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে; এদেরকেই আল্লাহ কৃপা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৩৪]

এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো ভালো কাজের আদেশ করা এবং মন্দ কাজের প্রতিরোধ করা। এর থেকে দূরে থাকার কোনো সুযোগ নেই। আর এ কাজ করতে গেলেই সংগঠনের প্রয়োজন। কাজেই ইসলামী সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া আবশ্যক।

হাদীসের শিক্ষা

১. জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা আবশ্যক এবং তা থেকে বেরিয়ে যাওয়া হারাম।

২. দুনিয়া ও আখিরাতে জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার উপকারিতা অনেক এবং তা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কুফলও ভয়াবহ। ☒

---

[৩১] *আত্ তিরমিযী- হা. ২১৬৫; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২৩৬৩।*
[৩২] *আহমাদ- হা. ১৩৩৭৪; সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ২৬৫৮।*
[৩৩] *মাজমূ ফাতাওয়া- ১/১৮।*
[৩৪] *সূরা আত্ তাওবাহ: ৭১।*

৬৬ বর্ষ ॥ ০৭-০৮ সংখ্যা ❖ ১৮ নভেম্বর- ২০২৪ ঈ. ❖ ১৫ জামাদিউল আউয়াল- ১৪৪৬ হি.

প্রবন্ধ

আল কুরআন ও ধ্বনিবিজ্ঞান

–ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী*

আল কুরআন কেবল একটি ধর্মীয় গ্রন্থ নয়। এটি মহান আল্লাহর অমীয় বাণী। এতে রয়েছে মানব জীবনের সার্বিক দিক নির্দেশনা।

আল কুরআন সালাতে তারতিলসহ তিলাওয়াত বাধ্যতামূলক। বিশুদ্ধ তিলাওয়াত ছাড়া সালাতের বিশুদ্ধতা আদায় অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

আল কুরআনের বহু জায়গায় আল কুরআন শব্দের অর্থ পাঠ, আবৃত্তি, তিলাওয়াত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

আল কুরআন মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ বাণী যা আরবি ভাষায় অবতীর্ণ। আল কুরআনের বর্ণনায় আল কুরআন বিশ্বের সবচাইতে সহজ ভাষা হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ قُرۡءَٰنًا عَرَبِيّٗا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ﴾

“আমি আরবি ভাষায় আল কুরআন অবতীর্ণ করেছে যাতে তোমরা বুঝতে পারো।”[৩৫]

আরো ইরশাদ হচ্ছে–

﴿إِنَّا جَعَلۡنَٰهُ قُرۡءَٰنًا عَرَبِيّٗا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ﴾

“আমি আল কুরআনকে আরবি ভাষায় (অবতীর্ণ) করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো।”[৩৬]

সুতরাং আরবি ভাষার রয়েছে আলাদা অবস্থান, মর্যাদা, গুরুত্ব এবং তিলাওয়াতের আলাদা স্টাইল ও বৈশিষ্ট্য। আল কুরআন সালাতে তিলাওয়াত অত্যাবশ্যক হওয়ায় এর সুর লয় উচ্চারণ সুন্দর হওয়া অত্যাবশ্যক। আবার ইরশাদ হচ্ছে–

﴿وَرَتِّلِ ٱلۡقُرۡءَانَ تَرۡتِيلًا﴾

“আপনি তারতিলের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করুন।”[৩৭]

﴿لَوۡلَا نُزِّلَ عَلَيۡهِ ٱلۡقُرۡءَانُ جُمۡلَةٗ وَٰحِدَةٗۚ كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِۦ فُؤَادَكَۖ وَرَتَّلۡنَٰهُ تَرۡتِيلٗا﴾

“কাফিররা বলে, তার প্রতি পুরো কুরআন একবারে নাযিল হলো না কেন? আমি কুরআনকে আপনার অন্তরে মজবুত করতেই এরূপ করেছি। আর তারতিলের সাথে তিলাওয়াত করেছি।”[৩৮]

আল কুরআনে তারতিল শব্দটি উপরে উল্লেখিত দু’টো আয়াতে তিনবার বর্ণিত হয়েছে। যার অর্থ হলো ধীরে ধীরে আবৃত্তি করা, যাতে উচ্চারণ স্পষ্ট ও সুন্দর হয় এবং শব্দগুলো ভালোভাবে বুঝা যায়।

সূরা আল মুযযাম্মিলে তারতিল শব্দটি আদেশাজ্ঞা বাচক। যার মানে আল-কুরআন অবশ্যই ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে তিলাওয়াত করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ হুকুম বরাবর পালন করে এসেছেন। কখনো এতে তারতম্য করেননি। ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খুবই ধীরে ধীরে ও থেমে থেমে আল কুরআন পাঠ করতেন। ফলে খুব দেরিতে সূরা পাঠ শেষ হত।[৩৯]

এ কারণে ছোটো সূরাও যেন বড়ো হয়ে যেত।

সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কিরআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন: ‘রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খুব টেনে টেনে পাঠ করতেন।’ তারপর তিনি بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم পড়ে শুনিয়ে দেন, যাতে তিনি اللهُ، رَحۡمٰنِ এবং رَحِيۡمِ শব্দের উপর মদ করেন অর্থাৎ- দীর্ঘ করে পড়েন।[৪০]

ইবনু জুরায়েজ (রাহিমাহুল্লা-হ) বর্ণনা করেন যে, উম্মু সালমাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কিরআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: ‘রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রত্যেকটি আয়াতের উপর পূর্ণ ওয়াকফ করতেন বা থামতেন। যেমন- بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ পড়ার পর

জমঈয়ত উপদেষ্টা, *সাবেক ডিন ও প্রফেসর- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।*

[৩৫] *সূরা ইউসুফ: ২।*

[৩৬] *সূরা আয্ যুখরুফ: ৩।*

[৩৭] *সূরা আল মুয্যাম্মিল: ৩২।*

[৩৮] *সূরা আল ফুরক্বা-ন: ৩২।*

[৩৯] *সহীহ মুসলিম- ১/৫০৭।*

[৪০] *ফাতহুল বারী- ৮/৭০৯।*

ওয়াক্ফ করতেন। এরপর الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ, এরপর مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ পড়ে থামতেন।'[৪১]

তাফসীরের শুরুতে ঐ সব হাদীস আনয়ন করা হয়েছে যেগুলো ধীরে ধীরে পাঠ মুস্তাহাব এবং ভালো ও মিষ্টি সুরে কুরআন পাঠ করার কথা বলে দেয়। যেমন- ঐ হাদীসটি, যাতে রয়েছে– আল কুরআনকে স্বীয় সুর দ্বারা সৌন্দর্য্য মণ্ডিত করো এবং ঐ ব্যক্তি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় যে মিষ্টি সুরে কুরআন পাঠ করে না।[৪২]

আর আবূ মূসা আশ'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'তাকে দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর বংশধরের মধুর সুর দান করা হয়েছে।'[৪৩]

আপনি আমার কুরআন পাঠ শুনছিলেন তাহলে আমি আরও উত্তম ও মধুর সুরে পাঠ করতাম।

আর 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র এ কথা বর্ণনা করা– 'বালুকার মতো কুরআনকে ছড়িয়ে দিও না এবং কবিতার মতো কুরআনকে তাড়াহুড়া করে পাঠ করো না, ওর চমৎকারিত্বের প্রতি খেয়াল রেখ এবং অন্তরে তা ক্রিয়াশীল করো। আর সূরা তাড়াতাড়ি শেষ করার পিছনে লেগে পড়ো না।'[৪৪]

ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) আবূ ওয়াইল (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণনা করেন: এক লোক এসে ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলল, 'আমি মুফাসসাল (সূরা ক্বা-ফ থেকে সূরা আন্ না-স পর্যন্ত)-এর সমস্ত সূরা গত রাতে একই রাকআতে পাঠ করেছি।' তার এ কথা শুনে ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বললেন: 'তাহলে তো সম্ভবত তুমি কবিতার মতো তাড়াহুড়া করে পাঠ করেছ। ঐ সূরাগুলো আমার বেশ মুখস্থ আছে যেগুলো রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিলিয়ে পড়তেন।' তারপর তিনি মুফাস্সাল সূরাগুলোর মধ্যে বিশিষ্ট সূরার নাম উল্লেখ করেন যেগুলোর দু'টি করে সূরা মিলিত করে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক এক রাকআতে পাঠ করতেন।[৪৫]

আমাদের দেশে অধিকাংশ ইমাম সাহেব এ হাদীসগুলোর প্রতি লক্ষ্য করেন না, এমনকি তারা সূরা আল ফাতিহাহ্ সম্পর্কে সহীহুল বুখারীতে যে হাদীসটি এসেছে 'প্রতিটি আয়াত আলাদা আলাদা করে পড়তে হবে' সে হাদীসটির উপরও 'আমল করেন না। তারা দুই টানে সূরা আল ফাতিহাহ্ এবং একটানে সূরা আল ইখলাস শেষ করেন। এতে প্রতি সূরায় সুন্নত তরক হচ্ছে। সুন্নতের রীতি অনুযায়ী আমাদের নামায অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে এ বিষয়ে আমরা কেউই কখনো খেয়াল করছি না। বিশেষ করে তারাবির সময় তো মোটামুটি একরকম বিশিষ্ট সূরাগুলোও এক নিঃশ্বাসে হাফিযগণ শেষ করে থাকেন।

আমারা উপরের হাদীসগুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখব এবং সবাই সালাত আদায় করব ধীর-স্থিরে থেমে থেমে সুস্পষ্ট উচ্চারণে আয়াত তিলাওয়াতের মাধ্যমে। তাহলে আমাদের সালাত কবুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে অন্যথায় নয়। ☒

কবিতা

ঐক্যের আহ্বান

শেখ শান্ত বিন আব্দুর রাজ্জাক*

মুসলিম মোরা একে অপরের ভাই
লক্ষ্য সবার জান্নাতে যেতে চাই,
কুরআন সুন্নায় সহীহ 'আক্বিদায়,
হাতে হাত রেখে, এসো এক হয়ে যাই।
তাক্বলিদে শাকছি, ছেড়ে দাও গোরামী,
ছুড়ে ফেলো সুফিবাদ, যতো আছে ভণ্ডামী।
মাজার দরগাহ ভেঙেচুরে দাও,
মসজিদ মাদ্‌রাসায় ফিরে যাও, ফিরে যাও।
লিল্লাহি তাকবির, সমস্বরে এসো গাই,
লক্ষ্য সবার জান্নাতে যেতে চাই।

স্বপ্নের তরিকা, মানুষের গড়া দ্বিন
ভুলে যাও তোমরা ভুলে যাও,
সব নেতা ছেড়ে দিয়ে রাসূলুল্লা (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে
মন থেকে মেনে নাও, মেনে নাও।
চলো মোরা একসাথে, সহীহ সুন্নার পথে,
ছুটে যাই সকলে ছুটে যাই–
মুসলিম মোরা একে অপরের ভাই।

সমাপ্ত

---

[৪১] *সুনান আবূ দাঊদ- ৪/২৯৪; জামে' আত্ তিরমিযী- ৮/২৪১; মুসনাদ আহমাদ- ৬/৩০২।*
[৪২] *ফাতহুল বারী- ১৩/৫১০, ৫২৭।*
[৪৩] *ফাতহুল বারী- ৮/৭১০।*
[৪৪] *ইমাম বগভী- ৮/২১৫।*
[৪৫] *ফাতহুল বারী- ২/২৯৮।*

* *বামনাছড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।*

প্রতারণার কুটজাল: বিব্রত নাগরিক সমাজ

–আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

[২য় পর্ব]

আজকাল বাংলাদেশে 'ভুয়া'র রমরমা বাণিজ্য-বেসাতি। ভুয়া সিল তৈরি করে সত্যায়ন চলছে। ভুল লিখে ভুল তথ্য সংবলিত কাগজে সত্যায়নের ফলে সত্যতা নিশ্চয়নে বিভ্রাট দেখা দিয়েছে। ভুয়া সিল দিয়ে সত্যায়নই নয়; হাইকোর্টের স্বাক্ষর-সীল জাল করে ভুয়া জামিন আদেশ তৈরিও হয়েছে। এই অভিযোগে রংপুর আদালতের এক মোহরারসহ দুই প্রতারক ধরা পড়েছে। জালিয়াতির এমনিতরো উদাহরণ বিশ্বের ইতিহাসে বিরল।

দুদকের কাজ হলো দুর্নীতি গোচরীভূত হলে অনুসন্ধান করে আইনের আওতায় নিয়ে আসা। কিন্তু দুদকেই দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে। এ যেন 'সর্ষের মধ্যে ভূত'। মতিউর রহমান, ছাগল কাণ্ডের অনুঘটক ইফাতের পিতা। বড়োই ক্ষমতাবান। রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তা। দুর্নীতিগ্রস্ত এই মতিউর রহমান ছিলেন বড়োই ধুরন্ধর। সব সরকারের আমলেই নানা অপরাধে সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি দুদকের কাছ থেকে ক্লিন সার্টিফিকেট যোগাড় করেছেন। 'নির্দোষ' হিসেবে চিঠি পেয়েছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনালের সদ্য সাবেক প্রেসিডেন্ট এই মতিউর রহমান। এছাড়া একটি পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা করে প্রেস কাউন্সিল থেকে ক্লিন সার্টিফিকেট বাগিয়ে ছিলেন। তাহলে কী এখানেও টাকার খেলা কিংবা ভুয়া পরিবেশনা!

পরিমাণে কম ও ভেজাল দিয়ে ক্রেস্ট প্রদানের চাঞ্চল্যকর তথ্য নাগরিক সমাজকে হতবিহবল করে তোলে। হস্তান্তরিত ওই সকল ক্রেস্টের ১২ আনাই মিছে বা ভুয়া। সদাশয় বন্ধুপ্রতীম আওয়ামী সরকার(?) কর্তৃক স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখার জন্য বিদেশি বন্ধু ও সংগঠনকে কয়েক পর্বে সম্মাননা জানানো হয়। এঁদের মধ্যে ছিলেন রাষ্ট্রনায়ক, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, বিশিষ্ট নাগরিক। ছিল বেশকিছু সংগঠনও। এদের দেওয়া ক্রেস্টে যে পরিমাণ সোনা থাকার কথা ছিল, তা দেওয়া হয়নি। আর ক্রেস্টে রূপার বদলে দেওয়া হয় পিতল তামা ও দস্তা মিশ্রিত সংকর ধাতু। প্রতিটি ক্রেস্টে ১ ভরি সোনা (১৬ আনা) ৩০ ভরি রূপা থাকার কথা। কিন্তু বি এস টি আই-এর পরীক্ষায় মিলেছে ২ দশমিক ৩৬৩ গ্রাম (সোয়া তিন আনা) অর্থাৎ- ১ ভরির মধ্যে ১২ আনাই নেই। আর রূপার বদলে ৩০ ভরি বা ৩৫১ গ্রাম পিতল, তামা ও দস্তা মিশ্রিত সংকর ধাতু পাওয়া গেছে।

ইন্দিরাগান্ধীকে (মরণোত্তর) দেওয়া স্বাধীনতা সম্মাননা ক্রেস্টটি ২৪ ক্যারেটের ২০০ ভরি সোনা দিয়ে তৈরি করার কথা ছিল। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরমাণু কমিশনে ওই ক্রেস্টটি পরীক্ষা করে দেখতে পায় তাতে ১০ দশমিক ১১ ভরি সোনা রয়েছে। বাকিটা খাদ। সুপ্রিয় পাঠক! রাষ্ট্রযন্ত্রের অভ্যন্তরে এত সোনা-রূপার কুন্তিলক বৃত্তি মেনে নেয়া যায় না। ৩৩৮টি পদকে কী পরিমাণ সোনা-রূপা চুরি হতে পারে? তাও আবার রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায়!

তাহলে জ্ঞানচর্চা, গবেষণা, সনদ সত্যায়ন এমনকি প্রদত্ত ক্রেস্টে সোনা-রূপার চুরি কি সাধারণ বিষয়! ঔষধ কিংবা ক্রিমিনোলজী বিভাগের অধ্যাপকদের অপরাধ তো রাষ্ট্রের নৈতিকতার মানদণ্ডের সাথে জড়িত। ভুয়া সত্যায়নের মতো পাঁচ বারের ক্লিন সনদধারী মতিউর রহমানের বিশাল বিত্ত-বৈভব তা সাক্ষ্য দেয় না।

আওয়ামী আমলে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রবর্তন একটি নজীরবিহীন ঘটনা। যারা এ সনদ গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে কতটা শুদ্ধাচারিতা আছে? আর যিনি শুদ্ধাচার পুরস্কারে ভূষিত হবেন তিনিই কতটা আচারের শুদ্ধিতা অর্জন করেছেন?

শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ বুঝায়। এর দ্বারা একটি

* **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। **প্রফেসর ও সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদণ্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্য বুঝানো হয়। ব্যক্তিপর্যায়ে এর অর্থ হলো কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা তথা চরিত্রনিষ্ঠা। আমাদের সমাজে এর বড়োই অভাব। ২০১৭ সালে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রবর্তিত হয়। তন্মধ্যে ২০২২ সালে জাতীয় পর্যায়ে শুদ্ধাচার পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন তৎকালীন আইজিপি বেনজীর আহমদ!

বাংলাদেশ সরকারের ৩০তম মহাপরিদর্শক পুলিশ বেনজীরের নজীরবিহীন দুর্নীতি ও অঢেল সম্পত্তি অর্জন দেশবাসীকে হতবাক করে দিয়েছে। সাভার, কক্সবাজার, গোপালগঞ্জ ও মাদারীপুরে কয়েকশ বিঘা জমি। মালিকানায় থাকা ৮টি প্রতিষ্ঠান ও ১৫টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার রয়েছে। নিজ জেলা কিশোরগঞ্জে যত্রতত্র জমি দেখে মনে হয়েছে তার পূর্ব পুরুষেরা জমিদার ছিল। নাহ! তার বাবা ছিলেন চাল ব্যবসায়ী। জমিদার নয়। আর এমন মানুষ শুদ্ধাচার পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন! তাহলে আমরা আমজনতা ধরেই নিতে পারি কথিত শুদ্ধাচার পুরস্কার ছিল জাল সত্যায়ন কিংবা তৈল মর্দনের ফল। চরম মিথ্যাচারকে পুরস্কৃত করে সমাজকে ধোঁকা দেওয়া হয়েছে। প্রাপ্যতার কমতিকে কুরআনুল কারীমের ভাষায় বলা হয়েছে, 'মুতাফ্ফিফীন'। কিন্তু যদি বেশি দেওয়া হয়? অর্জিত যোগ্যতার মানবিচার না করে পুরস্কৃত করা হলে তা হবে নির্ঘাত অন্যায়-অবিচার ও মিথ্যার বেসাতি।

পরিচয় লুকিয়ে সাতটি পাসপোর্ট বানান বেনজীর আহমেদ। একটি পাসপোর্ট পাওয়ার প্রক্রিয়া যে কত জটিল ভুক্তভোগীরাই বলতে পারবেন। আশির দশকের একেবারে শুরুর কথা। তখন আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আব্বা হজ্জে যাবেন। বৃহত্তর দিনাজপুর অঞ্চলের পাসপোর্ট ভিসা রাজশাহী অফিস থেকে ইস্যু হতো। আব্বা সশরীরে এসে পাসপোর্ট আবেদন জমা দিলেন। উত্তোলনে বিড়ম্বনা দেখা দিলো। কোনোভাবেই পাসপোর্টের আবেদনকারী ছাড়া উত্তোলন করা যাবে না। বিষয়টি আমার এক শিক্ষক শুনলেন। তখন ঠাকুরগাঁও থেকে রাজশাহী যাতায়াত ২ দিনের ব্যাপার ছিল। স্যার তাঁর স্নেহভাজন ছাত্র হিসেবে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে নিজে পাসপোর্ট অফিসে আসলেন। কাহাতক রাজী করা যায়! যতদূর মনে পড়ে, আরো দু'একজনকে বিভিন্ন সূত্রে অনুরোধ করে পাসপোর্টটি উত্তোলন করতে পেরেছিলাম। আর কি-না সাত-সাতটি পাসপোর্ট একই ছবিতে কোন ক্ষমতাবলে তিনি পাসপোর্ট অফিসে পাসপোর্ট বানালেন? অর্থাৎ- তা বানানোর প্রতিটি বাঁকে ছিল মিথ্যাচার। মিথ্যা সার্টিফিকেশন। আর তিনি পেলেন শুদ্ধাচার সনদ! আমাদের ধারণা শুদ্ধাচার সনদ প্রদানকারীরাও সম্ভবত বিশুদ্ধ ছিলেন না। তা-না হলে আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত বেনজীর কীভাবে শুদ্ধাচার সনদ অর্জন করলেন।

শিক্ষা ও চাকরি জীবনের অধিকাংশ সময়ই কেটেছে বাস ও রেলে চড়ে। ১৮৫৫ সালে ৩ ফেব্রুয়ারি পূর্ববঙ্গে রেল চালু হলেও পুরো সচল হতে আরো বছর সাতেক সময় লেগে যায়। ১৮৬২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর কোলকাতা থেকে রানাঘাট এবং ১৫ নভেম্বর রানা ঘাট থেকে কুষ্টিয়ার জগতি পর্যন্ত বাণিজ্যিক ট্রেন চলাচল শুরু হয়। ব্যস! বিংশ শতকের শেষ অব্দি সারা বাংলায় রেল ছড়িয়ে পড়ে। অল্প সময়ে নিরুপদ্রব উপায়ে বহুদূর যাত্রার সুবিধা একমাত্র রেলেই পাওয়া যায়। ঠাকুরগাঁওয়ের ভোমবাদহ স্টেশনে উঠে পার্বতীপুর হয়ে রাজশাহীয়ে কতবার যাতায়াত করেছি তার ইয়ত্তা নেই। চাকরি জীবনে, দিনাজপুর-ঢাকা, দিনাজপুর-কুড়িগ্রাম তথা সমগ্র দেশেই নির্বিঘ্ন চলাচল ছিল। অধূনা দিনাজপুর পীরগঞ্জ, খুলনা-পার্বতীপুর হরহামেসা যাতায়াত আছে। হালে রেল বিভাগে বিপ্লব ঘটেছে। নিত্য নতুন স্টেশনের স্থাপতিক শৈলী যাত্রীদের সুখানুভূতিকে বাড়িয়েছে। কিন্তু পরিকল্পনার সীমাহীন খামখেয়ালী আমাদের মতো মানুষকেও দিশেহারা করে তোলে। যেমন ধরুন, বিস্তীর্ণ পথে লাইন বসিয়েছেন রেল কর্তৃপক্ষ। আগের মিটার কিংবা ব্রড গেজে শুধুমাত্র একটি লাইন বসিয়ে উভয় গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা করেছে। অথচ আর মাত্র ২০% টাকা বাড়িয়ে খরচ করে ডবল লাইন চালু করা যেত। ব্যাপক চলাফেরার কারণে শীর্ষ পর্যায়ে কিছু রেল কর্মকর্তার সাথে আলাপচারিতায় এর সত্যতা মিলেছে। রেলপথে পার্বতীপুর থেকে পীরগঞ্জের দূরত্ব প্রায় ৭০ কি.মি.।

[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]

বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ইসলামের অবদান

–ইবনু মাসউদ★

ভূমিকা: ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে অনেক গবেষণা আছে। গবেষণার ফলশ্রুতিতে কয়েক হাজার বই প্রকাশ হয়েছে। আমার দেখায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়েই কবিতা, গল্প, উপন্যাসের সংখ্যা প্রায় ৮ হাজার। ১৯৭১ সালের বীর সেনানী, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ সকলকে নিয়ে অনেক বই প্রকাশ হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মুক্তিযুদ্ধের সকল দলিল দস্তাবেজ থেকে ইসলাম শব্দটিকে প্রায় মুছে ফেলা হয়েছে। বক্ষমান প্রবন্ধে স্বাধীনতার সময়ে ইসলামের অবদান সম্পর্কে জানাব ইন্‌শা-আল্লাহ।

স্বাধীনতার সময়ে ইসলাম: ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ইসলামকে পুঁজি বানিয়ে স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। ইতিহাসে এমন অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কিছু মৌলিক প্রমাণ নিচে উল্লেখ করছি।

১. আওয়ামীলীগের রাজনীতিতে ইসলাম: স্বাধীনতা অর্জনে আওয়ামীলীগের অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৭০ সালে নির্বাচনে বিজয় লাভের পরে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে রমনায় একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ কুরআন তিলাওয়াত দিয়ে শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার বক্তব্যে বলেন: মহান আল্লাহর ধর্মকে রাজনৈতিক কার্ড হিসেবে ব্যবহার করা থেকে সতর্ক হোন। সমাবেশে আন্দোলনে নিহতদের মাগফিরাত কামনায় সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠ করা হয়। এর মধ্যেই আসরের আযান শুরু হলে শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই সভার কাজ মুলতবি রাখার পরামর্শ দেন। তিনি আরো বলেন: আওয়ামী লীগ নয়; বরং যারা তাদের জন্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ইসলামকে ব্যবহার করেছে তারা ইসলামের ক্ষতি করছে। সভা শেষে শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই "নারায়ে তাকবীর" স্লোগান তোলেন।[৪৬]

আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক "মূল দাবি শীর্ষক" একটি পুস্তিকা পাঠ করেন। এই পুস্তিকায় সুস্পষ্ট করে বলা হয়:

'রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব মহান আল্লাহর প্রতিভূ হিসেবে জনগণের উপর ন্যস্ত থাকবে। গঠনতন্ত্র হবে নীতিতে ইসলামী, গণতান্ত্রিক ও আকারে রিপাবলিকান।'[৪৭]

আওয়ামীলীগের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রের ১নং ধারায় 'দুনিয়ার মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন শক্তিশালী করার' কথা বলা হয়। গঠনতন্ত্রের ১০নং ধারায় বলা হয়:

To dissseminate true knoweledge of islam and its high morals and relegious principles among the people.

অর্থাৎ- জনগণের মধ্যে ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান, তার উচ্চ নৈতিক শিক্ষা ও ধর্মীয় নীতিমালার বিস্তার করা।[৪৮]

মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগে নির্বাচনী ইশতেহারে আওয়ামীলীগ ঘোষণা করে, ৬ দফা বা আমাদের অর্থনৈতিক কর্মসূচি ইসলামকে বিপন্ন করে তুলেছে বলে যে মিথ্যা প্রচারণা চালানো হচ্ছে, সেই মিথ্যা প্রচারণা থেকে বিরত থাকার জন্য আমি শেষবারের মতো আহ্বান জানাচ্ছি। অঞ্চলে অঞ্চলে এবং মানুষ ও মানুষে সুবিচারের নিশ্চয়তা প্রত্যাশী কোনো কিছুই ইসলামের পরিপন্থী হতে পারে না। আমরা এই শাসনতান্ত্রিক নীতির প্রতি ওয়াদাবদ্ধ যে, কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশিত নীতির পরিপন্থী কোনো আইনই এই দেশে পাশ হতে বা চাপিয়ে দেওয়া যেতে পারে না।[৪৯]

পশ্চিম পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) চালানো গণ হত্যাকে ইসলামের মাধ্যমে জায়িয করার অপপ্রয়াস চালালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন:

জনগণকে ইসলাম ও মুসলমানের নামে স্লোগান দিয়ে ধোঁকা দেওয়া যায় না। ধর্মপ্রাণ বাঙালি মুসলমানরা

★ *তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী, গাজীপুর।*

[৪৬] *মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম- লেখক: পিনাকী ভট্টাচার্য, প্রকাশনা: গার্ডিয়ান পাবলিকেশন, পৃ. ১৭।*

[৪৭] *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি- প্রথম খণ্ড, বদরুদ্দীন উমর, আনন্দধারা প্রকাশন কল, কলিকাতা, ১৯৭০, পৃ. ২৬২।*

[৪৮] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র ল- ১ম খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, হাক্কানী পাবলিশার্স, ২০১০, পৃ. ১২১।*

[৪৯] *বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও নির্বাচিত দলিল- নূহ উ-ল আলম লেনিন সম্পাদিত, সময় প্রকাশন, ২০১৫, পৃ. ২৬৫।*

তাদের ধর্ম ভালোবাসে; কিন্তু ধর্মের নামে ধোঁকা দিয়ে রাজনৈতিক কার্যসিদ্ধ করতে তারা দেবে না।[৫০]

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচির মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়:

কুরআন-সুন্নাহর মৌলিক নীতির খেলাফ কোনো আইন প্রণয়ন করা হবে না এবং ইসলামী সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকদের জীবনধারণের ব্যবস্থা করা হবে।[৫১]

আওয়ামী লীগের সভাপতি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর পক্ষ থেকে সাংগঠনিক প্রচার পত্র বের হয়, তার ১৭ ও ১৮ নং দাবি ছিল এরকম:

(১৭) মদ, গাঁজা, ভাং বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদি হারাম কাজ আইন করিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করিতে হইবে।

(১৮) মুসলমানগণ যাহাতে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, ইত্যাদি শরীয়তসম্মত কাজে অবহেলা না করেন এবং নাগরিকগণের চরিত্র গঠনের জন্য প্রচার (তাবলীগ) বিভাগ খুলিতে হইবে। হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।[৫২]

২. তৎকালীন সরকারি নির্দেশনাবলীতে ইসলাম: ৭ মার্চ ১৯৭১ সালে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা UNESCO ৩০ অক্টোবর ২০১৭ এ ভাষণকে ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টারি হেরিটেজ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।[৫৩]

ঐতিহাসিক ভাষণের শেষ বাক্যটি ছিল– ইন্‌শা-আল্লাহ। এই ভাষণের পর থেকে বাঙালি মরণপণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণে যুদ্ধ শুরু হলো। কিন্তু কার ভাষণে যুদ্ধ শেষ হয়? অথবা সেই ভাষণটি কি? সেটা আমরা জানি না।

সত্যিকার্থে সেকুলাররা এ ইতিহাস উল্লেখ করে না। উল্লেখ করলে মুসলিমরা বলবে– এ যুদ্ধে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল ইসলাম। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বেতারে ভাষণ দিয়ে বিজয় ঘোষণা করেন এই বলে,

আমি মুসলমান হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টানসহ সব দেশবাসীকে মহান আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপনের জন্য ও একটি সুখী সমৃদ্ধশালী সমাজ গঠনে মহান আল্লাহর সাহায্য ও নির্দেশ কামনা করার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।[৫৪]

প্রিয় পাঠক! আমরা বলতে পারি, আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছে ইন্‌শা-আল্লাহ দিয়ে, আর শেষ হয়েছে মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করে। ফালিল্লাহিল হামদ।

২৬ মার্চের পাল্টা যুদ্ধ ঘোষণার পর বাংলা বেতারে ঘোষণা দেওয়া হয়। যে ঘোষণাটি দেন কবি আব্দুস সালাম সে ঘোষণাটি নিম্নরূপ:

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

আসসালামু আলাইকুম,

প্রিয় বাংলার বীর জননীর বিপ্লবী সন্তানেরা! জীবনকে ইসলাম ধিক্কার দিয়েছে। আমরা আজ শোষক প্রভুত্বলোভীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছি। এই গৌরবোজ্জ্বল স্বাধিকার আদায়ের যুদ্ধে, আমাদের ভবিষ্যৎ জাতির মুক্তিযুদ্ধে, মরণকে বরণ করে যে জান মাল কুরবানী দিচ্ছি ঘোষণা তারা মৃত নহে, অমর।

দেশবাসী, ভাই-বোনেরা! আজ আমরা বাংলার স্বাধীনতার সংগ্রাম করছি। মহান আল্লাহর ফজল করমে আপামর নর-নারী আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করে চলেছেন। আর সবখানে আমাদের কর্তৃত্ব চলছে। আমরা যারা সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছি তাদের আপনারা সকল প্রকার সহযোগিতা দিন। এমনকি খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও সহায়তা দিন। স্মরণ রাখবেন দুশমনরা মরণকামড় দিয়েছে। তারা এ সোনার বাংলাকে সহজে তাদের শোষণ থেকে মুক্তি দিতে চাইছে না। কোনো অবাঙালি সৈনিকের কাজেই সাহায্য করবেন না। মরন তো মানুষের একবার। বাংলার বীর সন্তানেরা শৃগাল কুকুরের মতো মরতে জানে না। মরলে শহীদ, বাঁচলে গাজী।

কোনো গুজবে কান দেবেন না। কয়েকজন মিলে কোনো পশ্চিমা মিলিটারির মোকাবেলা করবেন না। ওরা আমাদের দেশে এসে আমাদের খেয়েই শক্তি জুগিয়ে আমাদের নির্বিচারে হত্যা করবে তা হতে পারে না। দশজন মিলে হলেও একজনকে খতম করুন। সমস্ত

---

[৫০] *শেখ মুজিবুর রহমান: অসমাপ্ত আত্মজীবনী- ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড ঢাকা, ২০১২, পৃ. ২৫৮।*

[৫১] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র- প্রথম খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, হাক্কানী পাবলিশার্স, ২০১০, পৃ. ৩৭০।*

[৫২] *প্রাগুক্ত- পৃ. ৪১৮-৪২০।*

[৫৩] *সূত্র: ইন্টারনেট।*

[৫৪] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র- তৃতীয় খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, হাক্কানী পাবলিশার্স, ২০১০, পৃ. ৩১৪।*

প্রকার অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। যারা নিরস্ত্র তারা অন্তত সোডার বোতল, বাজি প্রস্তুতকারীরা মরিচের গুঁড়ার ঠোঙ্গা বানিয়ে ওদের প্রতি নিক্ষেপ করলে টিয়ার গ্যাসের কাজ করবে। বিজলী বাতির বাল্বে এসিড ভরে তাও নিক্ষেপ করুন। একেবারে খালি হাতে থাকবেন না। মরবেন তো মেরেই ইতিহাস সৃষ্টি করুন।

নাসরুম মিনাল্লাহে ওয়া ফাতহুন কারীব। মহান আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় নিকটবর্তী।[৫৫]

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে বক্তব্য প্রচারিত হয়। তার কিছু অংশ নিচে উল্লেখ করা হলো– মসজিদের মিনারে আযান প্রদানকারী মোয়াজ্জেন, মসজিদে গৃহে নামাযরত মুসল্লী, দরগাহ মাজারে আশ্রয় প্রার্থীগুলো থেকে বাঁচেনি। এ সংগ্রাম আমাদের বাঁচার সংগ্রাম। সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর বিশ্বাস রেখে ন্যায়ের সংগ্রামে অবিচল থাকুন। অতীতের চাইতে ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই সুখকর। বিশ্বাস রাখুন "মহান আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় নিকটবর্তী।" জয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, জয় বাংলা।[৫৬]

বিশ্লেষণ: প্রিয় পাঠক! আপনার বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে যে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সকলকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে ইসলামের দ্বারা। প্রতিটি সভা-সমাবেশ, বক্তব্য, মসজিদ-মক্তবে ইসলামের কথা দ্বারা সকলকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আমাদেরকে জানতে হবে– কোন চেতনাকে ধারণ করে, কোন চেতনার বাণী আওড়িয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে?

এক কথায় আমরা ইতিহাসের বরাত দিয়ে বলতে পারি স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়লাভের অন্যতম কারণ ইসলাম।

সেকুলারিজম কোথা থেকে আসলো?

প্রশ্ন থেকে যায়– এ যুদ্ধের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ইসলামকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তাহলে সেকুলারিজম কোথা থেকে আসলো?

সেকুলারিজম-এর কথা জানতে হলে আমাদেরকে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল প্রবাসী সরকার গঠনের কাহিনীটা জানতে হবে। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল প্রবাসী সরকার ঘোষণার কথা জানা গেলে ও আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ হয় ১৭ এপ্রিল। সে শপথ গ্রহণের ঘোষণায় সেকুলারিজম-এর কথা বলা হয়নি; বরং স্বাধীনতার লক্ষ্য হিসেবে বলা হয়েছে– in order to ensure for the peoples of Bangladesh equality human dignity and Social Justice। অর্থাৎ- স্বাধীনতার লক্ষ্য ছিল সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা; বর্তমান সংবিধানের চার নীতি নয়।[৫৭]

২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পর প্রতিবেশী হিসেবে ভারতের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পাওয়ার বিষয়টি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই ২৪ এপ্রিল ১৯৭১ সালে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি চেয়ে ভারতের কাছে চিঠি পাঠান প্রবাসী সরকার।[৫৮]

উল্লেখ্য যে, এ চিঠিতে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি তথা পরে যে নতুন চারটি নীতি পাই তা নিয়ে কিছু উল্লেখ ছিল না। প্রথম চিঠি দেওয়ার পর তৎকালীন ভারত সরকার কোনো সাড়া দেয়নি। তখন পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ চলছে। ভারত সরকার স্বীকৃতির বিষয়টি নিয়ে গড়িমসি করছিল। এভাবে ছয় মাস কেটে যায়। তারপর প্রবাসী সরকার আবার ভারতের কাছে একটি চিঠি পাঠায়। সে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়– সংখ্যালঘুদের উপর (হিন্দুদের) পশ্চিম পাকিস্তানীরা নির্মম নির্যাতনের বিষয়টি। ইতিহাসবিদরা বলছে– ভারত থেকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির জন্য এটা কৌশল ছিল।

ভারত সরকার দ্বিতীয় চিঠির কোনো সাড়া দেয়নি। ঠিক এভাবে আরও এক মাস চলে যাচ্ছিল। নভেম্বরের মাঝামাঝিতে চলে আসলো।

ভারত চেয়েছিল ভারতের মতো রাষ্ট্রীয় মূলনীতি যেন বাংলাদেশে হয়। সর্বশেষ ভারতকে চিঠি দেওয়া হয়। ওই চিঠিতে বুঝানো হয় যে, ভারতের রাষ্ট্রীয় মূলনীতির সাথে বাংলাদেশের তেমন কোনো পার্থক্য হবে না। সেই ঐতিহাসিক চিঠিটি নিম্নরূপ:

You have shown unflinching support to the principles of democracy, secularism, socialism and a non-aligned foreign policy. We should like to reiterate here what we have alereadly proclaimed as the basic principles of our state policy, i.e., democracy, secularism, socialism and the establishment of an egalitarian society. where there would be no discrimination on the basis of race, religion, sex or creed. in our foreign relations, we are determined to follow a policy of non- alignment.

[৫৫] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র- পঞ্চম খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, হাক্কানী পাবলিশার্স, ২০১০, পৃ. ১১।*

[৫৬] *প্রাগুক্ত- ৩য় খণ্ড,পৃ. ১৬-১৮।*

[৫৭] *প্রাগুক্ত- ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৪৩।*

[৫৮] *প্রাগুক্ত- ৩য় খণ্ড, পৃ ৭৪১।*

Peaceful coexistence and opposition to colonialism, racialism and imperialism in all its forms and manifestations. against this background of this community of ideals and principles, we are unable to understand why the government of india has not yet responded to our plea for recognization.

আপনারা গণতন্ত্র, সেকুলারিজম, সমাজতন্ত্র এবং জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির পক্ষে আপনাদের অকাতর সমর্থন জানিয়ে গেছেন।

আমরা এখানে এটা আবার পুনর্ব্যক্ত করতে চাই যে আমরা, রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ইতোমধ্যেই ঘোষণা করেছি এবং তা হচ্ছে গণতন্ত্র, সেকুলারিজম, সমাজতন্ত্র ও সমান অধিকারের সমাজ প্রতিষ্ঠা। যেখানে জাত, ধর্ম, লিঙ্গ বা বর্ণ বিশ্বাসের কারণে কাউকে বৈষম্যের শিকার হতে হবে না। আমরা আমাদের পররাষ্ট্রনীতিতে জোট নিরপেক্ষতা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, উপনিবেশ, বর্ণবাদ, ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতার নীতি অনুসরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এমন একটি সমাজের নীতি ও আদর্শের পটভূমিকায় আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না কেন ভারত সরকার স্বীকৃতির বিষয়ে আমাদের অনুরোধে এখনো সাড়া দিলো না।[৫৯]

আমাদের রাষ্ট্রীয় ডকুমেন্টে এর আগে কোথাও সেকুলারিজম শব্দটি ছিল না। এ চিঠি অনুযায়ী কে, কখন রাষ্টীয় মূলনীতিতে সেকুলারিজম, ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে আসলো। সে ব্যাপারে কোনো তথ্য জানা যায়নি।

উল্লেখ্য যে, ভারতকে চিঠি দেওয়ার আগে ১৮ নভেম্বর আওয়ামীলীগ একটা সমাবেশ করে। সমাবেশটি অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার সল্ট লেক শরণার্থী শিবিরে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন তৎকালীন আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মীজানুর রহমান চৌধুরী। তিনি বলেন:

বিশ্বে একটি মাত্র ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আছে, তা হলো– ভারত।

আওয়ামীলীগের মেনুফেস্টোও তাই। আমরা ইতোমধ্যেই মুক্ত এলাকায় ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সম্রাজবাদ কায়েমের কাজ শুরু করে দিয়েছি।[৬০]

ঠিক এভাবেই ভারতের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি আমাদের হয়ে যায়। তারপরের গল্প সবার জানা। ডিসেম্বরে ভারত আমাদের সহযোগিতা করে। সব কিছু মিলিয়ে আল্লাহর রহমতে আমাদের বিজয় হয়। আলহামদুলিল্লাহ।

ইসলামের ভাবমূর্তি কিভাবে ক্ষুণ্ন করা হয়?

স্বাধীনতার পর ইসলাম শব্দটিকে মুছে ফেলার অপচেষ্টা চালানো হয়। সকল ইসলামী দলগুলোর বেশির ভাগ দলকে আইন ও অধ্যাদেশ জারী করে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। জামায়াতে ইসলামী ও মুসলীম লীগের অনেক নেতাকর্মীকে রাজাকার, আল বদর, আল শামস সংগঠনে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়।

সেকুলার সমর্থিত সকলে রাজাকার শব্দটি দিয়ে ইসলামকে ধাবাতে চায়। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক, ছায়াছবিসহ নানান জায়গায় আমরা দেখতে পাই রাজাকার। আমরা জেনে আসছি রাজাকার মানি, যার মুখে দাঁড়ি, মাথায় টুপি, পড়নে আলখেল্লা কিংবা পাঞ্জাবী, মাথায় টুপি। উল্লেখযোগ্য সৈয়দ শামসুল হক রচিত মঞ্চনাটক 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'-এ দেখা যায় এক রাজাকার। যার পড়নে ইসলামী লেবাস তথা সুন্নতী পোষাক।

মোদ্দা কথা হলো– আমি রাজাকারদের আইডি কার্ড দেখেছি, রাজাকারদের আত্মসমর্পণের ছবি দেখেছি, রাজাকারদের সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় রাজাকাররা হলো পশ্চিম পাকিস্তানী বাহিনীর প্যারা মিলিটারি বাহিনী। আমরা যা জানি– রাজাকার মানিই ইসলামী লেবাস পরিহিত ব্যাক্তি; এটা মিথ্যা।

ঠিক এভাবেই ইসলামী লেবাসকে ঘৃণার পাত্র বানাতে সেকুলাররা রাজাকারদের এ চিত্র ফুটিয়ে তোলে। রাজাকারদের আত্মসমর্পণের একটি ছবির লিংক দেওয়া হলো। প্রয়োজনে আপনি দেখুন: আসলেই কি রাজাকাররা ইসলামী লেবাসে রাইফেল নিয়ে মানুষ হত্যা করে কিনা?[৬১]

উপসংহার: সর্বোপরি আমরা বলতে পারি– বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ইসলামের রয়েছে যথেষ্ট অবদান। কেননা, ইসলামী চেতনা দ্বারা বাঙালী জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার ফলেই বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। আল্লাহ সকলকে সঠিক ইতিহাস জানার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ☒

---

[৫৯] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র- তৃতীয় খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, হাক্কানী পাবলিশার্স, ২০১০, পৃ. ৮৬০।*

[৬০] *জয় বাংলা: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাপ্তাহিক মুখপত্র- ২৮শ সংখ্যা, শুক্রবার, ১৯ নভেম্বর-১৯৭১, মুজিব নগর, পৃ. ৭।*

[৬১] *https://news.wikinut.com/img/2vuxg7c5-b- chm8y/Razakars-surrending।*

দুনিয়া ও আখিরাতে গুনাহের পরিণাম

সংকলনে: হাফেয মুহাম্মাদ আইয়ূব বিন ইদু মিয়া★

ভূমিকা: আমরা সকলেই তো গুনাহগার। আর দুনিয়া ও আখিরাতে যত অকল্যাণের মূলে রয়েছে গুনাহ ও পাপাচার। বহু জাতির ধ্বংস, বহু পরিবারের অধঃপতন, সর্বত্র মত ও পথের দ্বন্দ্ব, অন্তরের কঠিনতা ও বিনাশ, রিয্কের অপবিত্রতা, মহান আল্লাহর রাগ, মানুষের মধ্যকার ভয় ভীতি ও অস্থিরতা, জাহান্নাম ও শাস্তির ব্যবস্থা সবই তো গুনাহর কারণেই। তাই গুনাহের কারণ, পরিণাম ও এ থেকে বেঁচে থাকতে করণীয়সমূহ জানা জরুরি।

গুনাহ ও তার পরিণাম সম্পর্কে জ্ঞান রাখা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾

অর্থাৎ- "তোমরা যদি সকল মহাপাপ থেকে বিরত থাকো যা থেকে তোমাদেরকে (কঠিনভাবে) বারণ করা হয়েছে তাহলে আমি তোমাদের সকল (ছোট) পাপ ক্ষমা করে দেবো এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবো খুব সম্মানজনক স্থান তথা জান্নাতে।"[৬২]

আর তা এ কারণেই যে, ছোট পাপগুলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, জুমু'আর সালাত এবং রমাযানের সিয়াম পালনের মাধ্যমেই ক্ষমা হয়ে যায়। কবীরা গুনাহ থেকে রক্ষা পাওয়া এবং এরই পাশাপাশি হারাম কাজগুলো থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুসলিমেরই একান্ত কর্তব্য। তবে কবীরা গুনাহ ও হারাম সম্পর্কে পূর্বের কোনো ধারণা না থাকলে তা থেকে বাঁচা কারোর পক্ষে কখনোই সম্ভবপর হবে না। তাই সর্বপ্রথম সে সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞানার্জন করতে হবে এবং তারপরই 'আমল। নতুবা আপনি না জেনেই তা করে ফেলবেন অথচ সে কাজটি করার আপনার আদৌ ইচ্ছে ছিল না।

গুনাহ থেকে সাবধান: আল্লাহ তা'আলা বলেন, তুমি যখন দেখবে যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দাকে তাঁর অবাধ্যতা সত্ত্বেও পার্থিব সম্পদ থেকে সে যা চায় তাই দিচ্ছেন তাহলে এ কথা মনে করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ঢিল দিচ্ছেন। তিনি দেখছেন যে, সে এভাবে কতদূর যেতে পারে। অতঃপর রাসূল (ﷺ) উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন যার মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন: অতঃপর যখন তারা সকল নসীহত (অবহেলাবশতঃ) ভুলে গেলো তখন আমি তাদের জন্য (রহমাত ও নিয়ামতের) সকল দরজা খুলে দিলাম। পরিশেষে যখন তারা সেগুলো নিয়ে উল্লাসে মেতে উঠলো তখন আমি হঠাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম। তখন তারা একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়লো।[৬৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: অর্থাৎ- মানুষ তো এমন যে, যখন তাকে পরীক্ষামূলক সম্মান ও সুখ সম্পদ দেওয়া হয় তখন সে বলে– আমার রব আমাকে সম্মান করেছেন। আর যদি তাকে পরীক্ষামূলক রিয্কের সঙ্কটে ফেলা হয় তখন সে বলে– আমার রব আমাকে অসম্মান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন: না, কখনো ব্যাপারটি এমন নয়।[৬৪]

মানুষের গুনাহের কারণে দুনিয়াতে বড়ো বিপদ আসে: আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমাদের ওপর যে বিপদই উপনীত হয় তা তোমাদের হাতের উপার্জনের কারণেই, তিনি অনেক অপরাধই ক্ষমা করে দেন।[৬৫] গুরুতর শাস্তির আগে আমি তাদেরকে অবশ্য অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব যাতে তারা (অনুশোচনা নিয়ে) ফিরে আসে।[৬৬] মানুষের কৃতকর্মের কারণে জলে স্থলে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে যাতে তিনি তাদেরকে তাদের কোনো কোনো কাজের শাস্তি আস্বাদন করান, যাতে তারা (অসৎ পথ হতে) ফিরে আসে।[৬৭]

তাফসীরে রূহুল-মা'আনীতে বলা হয়েছে, 'বিপর্যয়' বলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অগ্নিকাণ্ড, পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার ঘটনাবলীর প্রাচুর্য, সব কিছু থেকে বরকত উঠে যাওয়া, উপকারী বস্তুর উপকার কম এবং ক্ষতি বেশি হয়ে যাওয়া ইত্যাদি আপদ-বিপদ বুঝানো হয়েছে।

তাই কোনো কোনো 'আলিম বলেন, যে ব্যক্তি কোনো গুনাহ করে, সে সারা বিশ্বের মানুষ, চতুষ্পদ জন্তু ও পশু-পক্ষীদের প্রতি অবিচার করে। কারণ, তার গুনাহের কারণে অনাবৃষ্টি ও অন্য যেসব বিপদাপদ দুনিয়াতে আসে, তাতে

★ *সভাপতি, আহলে হাদীস লাইব্রেরি ঢাকা।*

[৬২] *সূরা আন্ নিসা: ৩১।*

[৬৩] *সূরা আল আন্'আম: ৪৪।*

[৬৪] *সূরা আল্ ফাজ্র: ১৫-১৭।*

[৬৫] *সূরা আশ্ শূরা-: ৩০।*

[৬৬] *সূরা আস্ সাজদাহ্: ২১।*

[৬৭] *সূরা আর্ রূম: ৪১।*

সব প্রাণীই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই কিয়ামতের দিন এরা সবাই গুনাহগার ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে।

কুকর্মের কারণে দুনিয়াতে বিপদাপদ প্রেরণ করাও মহান আল্লাহর কৃপা ও অনুগ্রহই। কেননা, পার্থিব বিপদের উদ্দেশ্য হচ্ছে গাফিল মানুষকে সাবধান করা, যাতে সে গুনাহ থেকে বিরত হয়।

ছোট গুনাহকে তুচ্ছ মনে না করা: আল্লাহ তা'আলা বলেন, পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর।[৬৮]

আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে সে তাও দেখবে।[৬৯]

যারা কবীরা গুনাহ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা করেছেন।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এমন সব কাজ তোমরা করে থাকো তোমাদের দৃষ্টিতে যেগুলো চুল থেকেও অধিক হালকা-পাতলা। কিন্তু আমরা সেগুলোকে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জামানায় ধ্বংসাত্মক বলে গণ্য করতাম।[৭০]

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: নিশ্চয়ই মু'মিন গুনাহকে এমন মনে করে যে, যেন সে পাহাড়ের নিচে। ভয় পাচ্ছে পাহাড়টি কখন যে তার মাথার উপর ভেঙ্গে পড়ে। আর ফাসিক (মহান আল্লাহর অবাধ্য) গুনাহকে এমন মনে করে যে, যেমন কোনো একটি মাছি তার নাকে বসলো আর সে হাত দিয়ে মাছিটিকে তাড়িয়ে দিলে তা উড়ে গেলো।

তুমি গুনাহর সময় ডানেবামের লেখক মালায়িকাদের লজ্জা পাচ্ছো না। তুমি গুনাহ করে এখনো হাসছো অথচ তুমি জানো না যে, আল্লাহ তা'আলা তোমার সাথে কিয়ামতের দিন কি ব্যবহার করবেন। তুমি গুনাহ করতে পেরে খুশি হচ্ছো। গুনাহর সময় বাতাস তোমার ঘরের দরোজা খুলে ফেললে মানুষ দেখে ফেলবে বলে ভয় পাচ্ছো অথচ আল্লাহ তা'আলা যে তোমাকে দেখছেন তা ভয় করছো না।

ইমাম আওযায়ী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: গুনাহ যে ছোট তা দেখো না; বরং কার শানে তুমি গুনাহ করছো তাই ভেবে দেখো।

ফুযাইল ইবনু ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: তুমি গুনাহকে যতই ছোট মনে করবে আল্লাহ তা'আলার নিকট তা ততই বড়ো হয়ে দেখা দিবে। আর যতই তুমি তা বড়ো মনে করবে ততই তা আল্লাহ তা'আলার নিকট ছোট হয়ে দেখা দিবে।

গুনাহের বাহ্যিক প্রভাব: কখনো কখনো গুনাহর প্রতিক্রিয়া দ্রুত দেখা যায় না। তখন গুনাহগার মনে করে থাকে যে, এর প্রতিক্রিয়া আর দেখা যাবে না। তখন সে উক্ত গুনাহর কথা একেবারেই ভুলে যায়। এ সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় তুলে ধরা হলো–

১) গুনাহগার ব্যক্তি ধর্মীয় জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়। কারণ, ধর্মীয় জ্ঞান হচ্ছে নূর বা আলো যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী যে কারোর অন্তরে ঢেলে দেন। আর গুনাহ সে নূরকে নিভিয়ে দেয়।

২) গুনাহগার ব্যক্তি গুনাহের কারণে রিয্ক থেকে বঞ্চিত হয়।

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তি গুনাহের কারণেই রিয্ক থেকে বঞ্চিত হয়।[৭১]

ঠিক এরই বিপরীতে আল্লাহভীরুতাই রিয্ক বর্ধনের কারণ হয়। সুতরাং রিয্ক পেতে হলে গুনাহ অবশ্যই ছাড়তে হবে।

৩) গুনাহের কারণে গুনাহগারের অন্তরে এক ধরনের বিক্ষিপ্ত ভাব সৃষ্টি হয়। যার দরুন আল্লাহ ও তার অন্তরের মাঝে এমন এক দূরত্ব জন্ম নেয় যার ক্ষতিপূরণ আল্লাহ তা'আলা না চান তো কখনোই সম্ভব নয়।

৪) গুনাহের কারণে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে নেককার লোকদের মাঝে ও গুনাহগারের মাঝে বিরাট এক দূরত্ব জন্ম নেয়। যার দরুন সে কখনো তাদের নিকটবর্তী হতে চায় না; বরং সর্বদা সে শয়তান প্রকৃতির লোকদের সাথেই উঠা বসা করা পছন্দ করে। কখনো এ দূরত্ব এমন পর্যায়ে পৌঁছোয় যে, তার স্ত্রী সন্তান, আত্মীয়-স্বজন কিছুই তার ভালো লাগে না।

৫) গুনাহের কারণে গুনাহগারের অন্তর ধীরে ধীরে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। কারণ, মহান আল্লাহর আনুগত্য হচ্ছে এক ধরনের নূর। আর গুনাহ হচ্ছে এক ধরনের অন্ধকার। উক্ত অন্ধকার যতই বাড়বে তার অস্থিরতাও ততই বাড়বে। তখন সে বিদআত, শির্ক, কুফর সবই করে ফেলবে অথচ সে তা একটুও টের পাবে না। কখনো কখনো উক্ত অন্ধকার তার চোখেও ছড়িয়ে পড়ে। তখন তা কালো হতে থাকে এবং তার চেহারাও। 'আব্দুল্লাহ ইবনু

[৬৮] *সূরা আল মায়িদাহ: ২।*
[৬৯] *সূরা আয্ যিলযা-ল: ৮।*
[৭০] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৪৯২।*
[৭১] *মুস্তাদরাক হাকিম- হা. ১৮১৪, ৬০৩৮; মুসনাদ আহমাদ- হা. ২২৪৪০, ২২৪৬৬, ২২৪৯১; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৮৯, ৪০৯৪।*

'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: কোনো নেক কাজ করলে চেহারায় উজ্জলতা ফুটে উঠে। অন্তরে আলো জন্ম নেয়। রিয্‌কে সচ্ছলতা, শরীরে শক্তি ও মানুষের ভালোবাসা অর্জন করা যায়। আর গুনাহ করলে চেহারা কালো, অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। রিয্‌কে ঘাটতি আসে এবং মানুষের অন্তরে তার প্রতি এক ধরনের বিদ্বেষভাব জন্ম নেয়।

৬) গুনাহর কারণে গুনাহগারের অন্তর শরীর জীর্ণশীর্ণ হয়ে পড়ে। অন্তরে শীর্ণতা তো একেবারেই সুস্পষ্ট। আর শরীরের জীর্ণতা তো এভাবেই যে, মু'মিনের সত্যিকার শক্তি তো অন্তরেই।

গুনাহগার ব্যক্তি তাকে দেখতে যতই শক্তিশালী মনে হোক না কেন কাজের সময় ঈমানদারদের সম্মুখে সে অত্যন্তই দুর্বল। তাই ইসলামী ইতিহাস পড়লে দেখা যায়, পারস্যবাসী ও রোমানরা খুবই শক্তিশালী থাকা সত্বেও তারা ঈমানদারদের সম্মুখে টিকতে পারেনি।

৭) একটি গুনাহ আরেকটি গুনাহের জন্ম দেয়। পরিশেষে গুনাহ করতে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে দাঁড়ায় যে, গুনাহ থেকে বের হওয়া তার পক্ষে আর সম্ভব হয় না যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি এ ব্যাপারে দয়া করেন।

গুনাহের কারণে মানুষের যা ক্ষতি হয়:

১) গুনাহ করতে করতে গুনাহগারের অন্তর থেকে ইসলামী চেতনায় লালিত মানুষের আত্মসম্মানবোধ একেবারেই বিনষ্ট হয়ে যায়। যার ঈমান যতই দুর্বল তার এই আত্মমর্যাদাবোধও ততই দুর্বল।

২) যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে ভালোবাসে সে এ দুনিয়াতে তিন প্রকারের শাস্তি ভোগ করে। সে জিনিস পাওয়ার আগে তা পাচ্ছে না বলে মানসিক শাস্তি, তা পাওয়ার পর হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কাগত শাস্তি এবং তা হাতছাড়া হয়ে গেলে বিরহের শাস্তি। কবরের জীবনেও তার জন্য অনেকগুলো শাস্তি রয়েছে। দুনিয়ার ভোগ বিলাস থেকে বঞ্চিত হওয়ার শাস্তি, তা আর কখনো ফিরে আসবে না বলে আফসোসের শাস্তি এবং মহান আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার শাস্তি।

৩) গুনাহ গুনাহগারের অন্তরকে হীন, লাঞ্ছিত ও কলুষিত করে দেয়।

৪) গুনাহগার সর্বদা শয়তান ও কু-প্রবৃত্তির বেড়াজালে আবদ্ধ থাকে।

৫) গুনাহের কারণে আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যকার দৃঢ় সম্পর্ক একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

৬) গুনাহ বয়স, রিয্‌ক, জ্ঞান, 'আমল ও আনুগত্যের বরকত কমিয়ে দেয়। তথা দীন দুনিয়ার সকল বারকাতে ঘাটতি আসে।

৭) গুনাহের কারণে গুনাহগার উঁচু স্থান থেকে নিচু স্থানে নেমে আসে।

৮) গুনাহের কারণে গুনাহগারের ক্ষতি করতে এমন ব্যক্তিও সাহসী হবে যে ইতিপূর্বে তা করতে সাহস পায়নি।

৯) গুনাহ করতে করতে গুনাহগারের অন্তরে গুনাহের জংয়ের এক আস্তর পড়ে যায়। তখন বিপদের সময়ও তার অন্তর তা কাটিয়ে উঠতে তাকে সহযোগিতা করে না। আল্লাহ তা'আলার নিকট ফরিয়াদ করতে চায় না। একমাত্র তাঁরই উপর ভরসা করতে রাজি হয় না।

১০) গুনাহের কারণে গুনাহগারের অন্তর অন্ধ হয়ে যায়। তখন সে আর হিদায়াতের দিশা পায় না। আর পেলেও তা বাস্তবায়নের ক্ষমতা রাখে না।

গুনাহের প্রভাব দুনিয়ায়: গুনাহের প্রভাব সকল বস্তুর উপরই পড়ে। যেমন-

১. গুনাহের কারণেই দুনিয়াতে ভূমিধ্বস ও ভূমিকম্প সংঘটিত হয়।

২. ভূমি থেকে বরকত একেবারেই উঠে যায়।

৩. ইতিপূর্বে এখনকার চাইতেও ফলমূল আরো বড়ো ও আরো সুস্বাদু হতো।

৪. এমনকি হাজরে আসওয়াদ একদা সূর্যের ন্যায় জ্বলজ্বলে এবং সাদা ছিল। অথচ মানুষের গুনাহের কারণেই তা আজ আসওয়াদ বা কালো।

৫. রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন সামূদ সম্প্রদায়ের এলাকায় পৌঁছলেন তখন তিনি সহাবাদেরকে তাদের কুয়া থেকে পানি পান ও তা সংগ্রহ করতে নিষেধ করেছেন।

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: আল্লাহ আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সৃষ্টি করেছেন। তখন তিনি ছিলেন ষাট হাত লম্বা। এরপর থেকে এখন পর্যন্ত মানুষ খাটো হতেই চলেছে।[৭২]

তবে কিয়ামতের দিন পূর্বে আবারো যখন 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) দুনিয়াতে অবতরণ করে বিশ্বের বুকে পুরো শরীয়ত বাস্তবায়ন করবেন তখন আবারো আকাশ থেকে বরকত নেমে আসবে। তখন এক আনারের খোসার ছায়া দশ থেকে চল্লিশজন মানুষ গ্রহণ করতে পারবে এবং তা সকলের খাদ্যের জন্যও যথেষ্ট হবে। আঙ্গুরের একটি খড়া একটি উটের বোঝাই হবে। গুনাহের কারণে শুধু

---

[৭২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৩২৬; সহীহ মুসলিম- হা. ২৮৪১।*

গুনাহগারই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না; বরং তাতে অন্য পশু এবং অন্য মানুষও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মুজাহিদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: যখন এলাকায় দুর্ভিক্ষ বা অনাবৃষ্টি দেখা দেয়, তখন পশুরা গুনাহগারদের প্রতি লানত করে এবং বলে– এটি আদাম সন্তানের গুনাহেরই অপকারিতা।

গুনাহের কারণে যারা ধ্বংস হয়েছে–

১. জান্নাত থেকে বের করে দেওয়া: গুনাহের কারণে আদম ও হাউওয়াই' বা হাওয়া (আলাইহিমাস সালাম) একদা জান্নাত থেকে বের হতে বাধ্য হন। গুনাহের কারণে শয়তান ইবলীস আল্লাহ তা'আলার রহমাত থেকে চিরতরে বঞ্চিত হয়।

২. প্লাবনের শাস্তি: গুনাহের কারণে নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর যুগে বিশ্বব্যাপী মহাপ্লাবন দেখা দেয় এবং কিছু সংখ্যক ব্যক্তি ও বস্তু ছাড়া সবই ধ্বংস হয়ে যায়।

৩. ধ্বংসাত্মক বায়ুর শাস্তি: গুনাহের কারণে 'হূদ (আলাইহিস সালাম)-এর যুগে ধ্বংসাত্মক বায়ু প্রবাহিত হয় এবং সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যায়।

৪. ভয়ংকর আওয়াজের শাস্তি: গুনাহের কারণে সালিহ (আলাইহিস সালাম)-এর যুগে ভয়ঙ্কর চিৎকার শুনে সবাই হৃদয় ফেটে অথবা হৃদয় ছিঁড়ে মারা যায়।

৫. জমি উল্টিয়ে পাথর নিক্ষেপের শাস্তি: গুনাহের কারণে লূত্ব (আলাইহিস সালাম)-এর যুগে তাঁরই আবাসভূমিকে উল্টিয়ে তাতে পাথর নিক্ষেপ করা হয় এবং শুধু একজন ছাড়া তাঁর পরিবারের সকলকেই রক্ষা করা হয়। আর অন্যরা সবাই দুনিয়া থেকে একেবারেই নির্মূল হয়ে যায়।

৬. আগুন বর্ষণের শাস্তি: গুনাহের কারণে শু'আইব (আলাইহিস সালাম)-এর যুগে আকাশ থেকে আগুন বর্ষিত হয়।

৭. সাগরে ডুবিয়ে মারার শাস্তি: গুনাহের কারণে ফিরআউন ও তার বংশধররা লোহিত সাগরে ডুবে মারা যায়।

৮. ভূমিধ্বসের শাস্তি: গুনাহের কারণে ক্বারূন তার ঘর, সম্পদ ও পরিবারসহ ভূমিতে ধসে যায়।

গুনাহগারদের পরকালে শাস্তির ঘটনা: সামুরাহ্ ইবনু জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূল (ﷺ) বেশির ভাগ সময় ভোর বেলায় সাহাবিদেরকে জিজ্ঞাসা করতেন, তোমরা কি কেউ গত রাতে কোনো স্বপ্ন দেখেছো? তখন সাহাবাদের যে যাই দেখেছেন তাঁর নিকট তা বলতেন। এক সকালে তিনিই ভোর বেলায় সাহাবিদেরকে বললেন: গত রাত আমার নিকট দু'জন ব্যক্তি এসেছে তারা আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বললো– চলুন, তখন আমি তাদের সাথেই রওয়ানা করলাম। যেতে যেতে আমরা এমন এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছলাম যে এক পাশে অথবা চিৎ হয়ে শায়িত। অন্য আরেকজন তার পাশেই দাঁড়িয়ে একটি প্রকাণ্ড প্রস্তর হাতে। লোকটি পাথর মেরে শায়িত ব্যক্তির মাথা গুঁড়িয়ে দিচ্ছে এবং পাথরটি মাথায় লেগে দূরে ছিটকিয়ে পড়ছে। লোকটি ছিটকে পড়া পাথর খণ্ড নিয়ে ফিরে আসতে আসতেই শায়িত ব্যক্তির মাথা পূর্বাবস্থায় ফিরে যাচ্ছে। অতঃপর দাঁড়ানো ব্যক্তি আবারো শায়িত ব্যক্তির মাথায় পূর্বের ন্যায় আঘাত হানছে।

রাসূল (ﷺ) বললেন: আমি আমার সাথীদ্বয়কে বললাম: আশ্চর্য! এরা কারা? আমার সাথীদ্বয় বললো: সামনে চলুন। তখন আমরা সামনে চললাম। যেতে যেতে আমরা আবারো এমন এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছলাম যে বসা অথবা চিত হয়ে শায়িত। অন্য আরেকজন তার পাশেই দাঁড়িয়ে একটি মাথা বাঁকানো লোহা হাতে। লোকটি বাঁকানো লোহা দিয়ে শায়িত ব্যক্তির একটি গাল, নাকের ছিদ্র এবং চোখ ঘাড় পর্যন্ত চিড়ে ফেলছে। এরপর সে উক্ত ব্যক্তির অন্য গাল, নাকের ছিদ্র এবং চোখটিকেও এমনিভাবে চিরে ফেলছে। লোকটি শায়িত ব্যক্তির এক পার্শ্ব চিরতে না চিরতেই তার অন্য পার্শ্ব পূর্বাবস্থায় ফিরে যাচ্ছে এবং লোকটি বসা অথবা শায়িত ব্যক্তিটির সাথে সে ব্যবহারই করছে যা পূর্বে করেছে।

রাসূল (ﷺ) বলেন: আমি আমার সাথীদ্বয়কে বললাম, আশ্চর্য! এরা কারা? আমার সাথীদ্বয় বললো: সামনে চলুন। তখন আমরা সামনে চললাম। যেতে যেতে আমরা চুলার ন্যায় একটি বড়ো গর্তের মুখে পৌঁছলাম। গর্ত থেকে খুব চিৎকার শুনা যাচ্ছে। তখন আমরা গর্তের ভেতরে তাকালে দেখলাম, সেখানে অনেকগুলো উলঙ্গ পুরুষ ও মহিলা নিট থেকে কঠিন লেলিহান আগুন তাদেরকে ধাওয়া করছে এবং তা তাদের নিকট পৌঁছতেই তারা খুব চিৎকারে ফেটে পড়ছে।

রাসূল (ﷺ) বলেন: আমি আমার সাথীদ্বয়কে বললাম, আশ্চর্য! এরা কারা? আমার সাথীদ্বয় বললো: সামনে চলুন। তখন আমরা সামনে চললাম। যেতে যেতে আমরা একটি রক্তের নদীর পার্শ্বে পৌঁছলাম। নদীকে জনৈক ব্যক্তি সাঁতার কাটছে। নদীর পার্শ্বে অন্য আরেকজন অনেকগুলো পাথরখণ্ড সামনে নিয়ে বসে আছে। লোকটি সাঁতার কাটতে কাটতে পাথরওয়ালার নিকট এসে হা করতেই সে তার মুখে একটি পাথর গুঁজে দেয়। অতঃপর সে আবারো সাঁতার কাটতে যায় এবং সাঁতার কাটতে কাটতে আবারো পাথরওয়ালার নিকট আসলে সে পূর্বের ন্যায় আরেকটি পাথর তার মুখে গুঁজে দেয়।...

রাসূল (ﷺ) বলেন: আমি আমার সাথীদ্বয়কে বললাম, আজ রাত তো আমি অনেকগুলো আশ্চর্যজনক ব্যাপারই

দেখলাম তা তোমরা আমাকে খুলে বলবে কি? তখন তারা আমাকে বললো: অবশ্যই আমরা আপনাকে ব্যাপারগুলো এখনই খুলে বলছি। তাই শুনুন। প্রথম ব্যক্তির দোষ এই যে, সে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করে সে মতে 'আমল করে না এবং ফার্য সালাত না পড়ে সে ঘুমিয়ে থাকে। দ্বিতীয় ব্যক্তির দোষ এই যে, সে ভোর বেলায় ঘর থেকে বের হয়েই মিথ্যা কথা বলে বেড়ায় যা দুনিয়ার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ে। আর উলঙ্গ পুরুষ ও মহিলাদের দোষ এই যে, তারা ছিল ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী। আর চতুর্থ ব্যক্তিটি হচ্ছে সুদখোর।[৭৩]

সাহাবি (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-দের গুনাহ ও আখিরাতের ভয়:

● আবূ বাকার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বেশি বেশি কাঁদতেন এবং সবাইকে বলতেন: অর্থাৎ- কাঁদো; কাঁদতে না পারলে কাঁদার ভান করো[৭৪]।

● একদা 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূরা আত্ তূর পড়তে পড়তে যখন নিম্নোক্ত আয়াতে পৌঁছলেন তখন কাঁদতে শুরু করলেন। এমন কি কাঁদতে কাঁদতে তিনি রুগ্ন হয়ে গেলেন এবং মানুষ তাঁর শুশ্রূষা করতে আসলো। আয়াতটি নিম্নরূপ: অর্থাৎ- নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী[৭৫]। বেশি কান্নার কারণে তাঁর চেহারায় কালো দু'টি দাগ পড়ে যায়। তাঁর মৃত্যুর সময় তিনি তাঁর ছেলেকে বললেন: আমার গণ্ডদেশকে জমিনের সাথে লাগিয়ে দাও। তাতে হয় তো আল্লাহ তা'আলা আমার উপর দয়া করবেন। আহ! আল্লাহ তা'আলা যদি আমাকে ক্ষমা না করেন। অতঃপর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। একদা 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন: আপনার মাধ্যমেই দুনিয়ার অনেকগুলো শহর আবাদ হয়েছে এবং অনেকগুলো এলাকা বিজয় হয়েছে, আরো আরো। তখন তিনি বললেন: আমি শুধু জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাই। না চাই কোনো পুণ্য।

● 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যে কোনো কবরের পাশে দাঁড়িয়েই কেঁদে ফেলতেন। এমন কি তাঁর সমস্ত দাড়ি কান্নার পানিতে ভিজে যেতো। তিনি বলতেন: আমাকে যদি জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে রাখা হয় এবং তখন আমি জানি না যে, আমাকে কোন দিকে যেতে বলা হবে। তখন আমি আমার গন্তব্য জানার আগেই চাইবো ছাই হয়ে যেতে।

● 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সর্বদা দু'টি বস্তুকে ভয় করতেন। দীর্ঘ আশা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ। কারণ, দীর্ঘ আশা আখিরাতকে ভুলিয়ে দেয় এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষকে সত্য গ্রহণ থেকে দূরে রাখে।

● আবূ দারদা' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: আমি আখিরাতে যে ব্যাপারে ভয় পাচ্ছি তা হচ্ছে, আমাকে বলা হবে– হে আবূ দারদা! তুমি অনেক কিছু জেনেছো। তবে সে মতে কতটুকু 'আমল করেছো? তিনি আরো বলেন: মৃত্যুর পর তোমাদের কি হবে তা যদি তোমরা এখন জানতে পারতে তা হলে তোমরা খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করতে পারতে না। এমনকি নিজ ঘরেও অবস্থান করতে পারতে না; বরং তোমরা খালি ময়দানে নেমে পড়তে, ভয়ে বুকে থাপড়াতে এবং শুধু কাঁদতেই থাকতে। তিনি আফসোস করে বলেন: আহ! যদি গাছ হতাম মানুষ আমাকে কেটে কাজে লাগাতো।

● আবূ যর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন: আহ! আমি যদি গাছ হতাম মানুষ আমাকে কেটে কাজে লাগাতো। আহ! আমি যদি জন্মই না নিতাম। একদা কেউ তাঁকে খরচ বাবদ কিছু দিতে চাইলে তিনি বললেন: আমার নিকট একটি ছাগল আছে যার দুধ আমি পান করি। কয়েকটি গাধা আছে যার উপর চড়ে আমি এদিক ওদিক যেতে পারি। একটি আযাদ করা গোলাম আছে যে আমার খিদমত আঞ্জাম দেয় এবং গায়ে দেওয়ার মতো একটি বাড়তি আলখাল্লাও রয়েছে। আমি এগুলোর ব্যাপারেই হিসাব-কিতাবের ভয় পাচ্ছি। আর এর বেশির আমার কোনো প্রয়োজন নেই।

গুনাহ থেকে বাঁচার উপায়:

১. গুনাহ করা হলে এর পরপরই পরিণাম সম্পর্কে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে আন্তরিকভাবে তাওবাহ্ করা। **২.** গুনাহ মোচনের জন্য উত্তম বা ভালো কিছু কাজ করা। **৩.** মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করা। **৪.** গুনাহ করার পর হতাশ না হয়ে মহান আল্লাহর ক্ষমার উপর আশা করা। **৫.** রাতের বেলায় (তাহাজ্জুদের সময়) মহান আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে দু'আ করা। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন: "বান্দা যতদিন তার কাছে দু'আ করবে এবং ক্ষমা চাইবে ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। যদিও সেই গুনাহ আকাশচুম্বি বা সমুদ্রের ফেনা সমতুল্যও হয়।"

পরিশেষে বলতে চাই– উপরোল্লিখিত সকল ধরনের পাপাচারই অধিকহারে বর্তমানে হচ্ছে। তাই আমাদের উচিত আল্লাহকে ভয় করে গুনাহ বর্জন করা অন্যথায় যে কোনো আযাব-গযব এসে সবকিছু ধ্বংস করে দিবে। উপরে এর নজির দুনিয়ায় অহরহ শুনা ও দেখা যাচ্ছে। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা ও হিফাযাত করুন –আমীন। ☒

[৭৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৩৮৬, ৭০৪৭।*
[৭৪] *মুসনাদ আহমাদ/যুহ্দ- পৃ. ১০৮।*
[৭৫] *সূরা আত্ তূর: ৭।*

রিয্ক সংকীর্ণ হওয়ার কারণসমূহ

মূল: আল-খানসা হামিদ সালিহ

ভাষান্তর: শুয়াইব বিন আহমাদ[৭৬]

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মাঝে রিয্ক বণ্টন করেছেন এবং তাদের অংশ নির্ধারণ করেছেন। তিনি বান্দাদেরকে রিয্ক অন্বেষণ এবং তা পাওয়ার কারণগুলো নিজের মাঝে বাস্তবায়নের নির্দেশ প্রদান করেছেন। যা বান্দার পাবার কথা নয়, সে কখনোই তা পাবে না এবং যে রিয্ক তার জন্য নির্ধারিত তা অন্য কেউ গ্রহণ করতে পারবে না। এ ব্যাপারে বান্দাকে সন্তুষ্ট থাকা এবং ঈমান রাখার প্রতি আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন[৭৭]। সুতরাং বান্দা জমিনে চেষ্টা অব্যাহত রাখবে এবং ঐ সমস্ত কাজ করবে যা রিয্ক বৃদ্ধির কারণ। ফলে রিয্ক বৃদ্ধি পাবে। আর যদি বান্দা এর বিপরীত কাজ করে তাহলে তার রিয্ক সংকীর্ণ হয়ে যাবে এবং বারাকাহ কমে যাবে[৭৮]।

প্রথম কারণ: আল্লাহর প্রতি যথাযথ ভরসা না করা

আল্লাহ তা'আলার প্রতি যথাযথ ভরসা করা রিয্ক পাবার অন্যতম কারণ। আর আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণ ভরসা না করা এবং রিয্ক নিয়ে বিচলিত হওয়ার কারণে রিয্ক সংকীর্ণ হয়ে যায়। রিয্ক পরিচালনার দায়িত্ব বান্দার কাঁধে অর্পিত-এই ধারণার কারণে বান্দা সবচেয়ে বেশি রিয্ক থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

«لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا».

অর্থাৎ- 'যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলার প্রতি যথাযথ ভরসা করো তবে তোমরা অবশ্যই রিয্ক প্রাপ্ত হতে, যেভাবে পাখিদেরকে রিয্ক দেওয়া হয়ে থাকে। পাখিরা সকালবেলা খালি পেটে বাসা থেকে বের হয় এবং সন্ধ্যা বেলায় ভরা পেটে বাসায় ফেরে।'[৭৯]

উক্ত হাদীসের অর্থ হলো– বান্দা যখন আল্লাহর উপর ভরসার ক্ষেত্রে উঁচু স্তরে পৌঁছতে পারবে তখন সে কম চেষ্টা করেও রিয্ক প্রাপ্ত হবে।[৮০] অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা ঐ বান্দার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, যে কেবল মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে। আর এজন্যই রিয্কের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়া বা কমে যাওয়া ব্যক্তির উপর অবশ্যক হলো মহান আল্লাহর প্রতি ভরসাকে অন্তরে নবায়ন করা এবং সকল কাজের পূর্বে কেবল মহান আল্লাহর প্রতি ভরসাকেই অগ্রগামী করা।[৮১]

দ্বিতীয় কারণ: পাপাচার ও আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা

শারীআহর বিপুল পরিমাণ নস প্রমাণ করে যে, পাপাচার ও রবের অবাধ্যতা হলো রিয্ক সংকীর্ণ হওয়া এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ হতে বঞ্চিত হওয়ার অন্যতম কারণ। এসব নস আরও প্রমাণ করে, মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, মহান আল্লাহর ভয়, তাওবাহ্, ইস্তেগফার করা অফুরন্ত রিয্ক পাওয়া এবং তা চলমান রাখার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।[৮২] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

অর্থ: "আর যদি সে সব জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করত তবে অবশ্যই আমরা তাদের জন্য আসমান ও যমীনের বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম, কিন্তু তারা মিথ্যারোপ করেছিল; কাজেই আমরা তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করেছি।[৮৩]

সুতরাং রিয্ক বৃদ্ধির মাধ্যম হলো, তাক্বওয়া অবলম্বন করা, সকল অপরাধ থেকে দূরে থাকা, নতুনভাবে তাওবাহ্ করা, বেশি বেশি ইস্তেগফার করা এবং পাপকর্ম সম্পাদন না করার এমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা যে, পাপের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে যেন রিয্ক বাঁধাপ্রাপ্ত না হয়।

---

[৭৬] *শিক্ষার্থী, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ মাদিনা, সৌদি আরব।*

[৭৭] *কিতাব: নূর ওয়া হিদায়াহ- পৃ. ১২৭-১২৮।*

[৭৮] *প্রাগুক্ত।*

[৭৯] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৩৪৪, সহীহ।*

[৮০] *আদ্-দূরারুল মুনতাকৃত মিনাল কালিমা'তিল মুলক্বাত- পৃ. ৩৩৮।*

[৮১] *দূরুসুস-শাইখ মুহাম্মাদ হাস্সান- পৃ. ১০।*

[৮২] *কিতাবু আর-রিয্ক আবওয়াবুহু ওয়া মাফাতিহুহু- পৃ. ১১।*

[৮৩] *সূরা আল-আ'রাফ: ৯৬।*

৬৬ বর্ষ ॥ ০৭-০৮ সংখ্যা ❖ ১৮ নভেম্বর- ২০২৪ ঈ. ❖ ১৫ জামাদিউল আউয়াল- ১৪৪৬ হি.

তৃতীয় কারণ: অবৈধ উপার্জন

নিশ্চয় বান্দার রিয্ক নির্ধারিত। অবৈধ বা হারাম পথে যা তার নিকট পৌঁছে, হালালভাবেই তা তার নিকট পৌঁছাত, যদি সে শরীয়তসিদ্ধ পন্থা অবলম্বন করত। রিয্কের উৎসের ক্ষেত্রে হারাম পথ (যেমন- চুরি করা, লুণ্ঠন করা, ইয়াতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা এবং সুদী লেনদেন করা) অবলম্বন করায় ব্যক্তি তার উপার্জিত হালাল সম্পদও ধ্বংস করে এবং তা হারাম সম্পদের অকল্যাণে ডুবিয়ে দেয়।[৮৪] আর এজন্যই বান্দার উপর আবশ্যকীয় কর্তব্য হলো উপার্জনের ক্ষেত্রে অবৈধ পন্থা পরিহার করা এবং বৈধভাবে উপার্জনের উত্তম পথ অনুসন্ধান করা। কারণ দিনশেষে তার রিয্কের ফলাফল একই হয়ে থাকে, সে হারাম বা হালাল যে পথই অবলম্বন করুক না কেন। যদি মানুষ হারাম সম্পদের মাধ্যমে সম্পদশালী হয়ে ওঠে তবে এটা কেবল তার দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য ধ্বংস এবং বিনাশেরই কারণ।[৮৫]

চতুর্থ কারণ: সম্পদের হক্ব আদায় না করা

নিশ্চয় সম্পদের আবশ্যকীয় হক্ব (যেমন- যাকাত, সাদাক্বাহ্ ইত্যাদি) আদায় করাটা সম্পদে বারাকাহ, তা বৃদ্ধি হওয়া এবং সম্পদ স্থায়ী হওয়ার অন্যতম কারণ। বৈধ পথে খরচ করার মাধ্যমে সম্পদ আরও বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾

"আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দিবেন। তিনি শ্রেষ্ঠ রিয্কদাতা।"[৮৬]

আর যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত থাকা, সাদাক্বাহ্ আটকে রাখার ফলে রিয্ক সংকীর্ণ হয়, কমে যায় এবং বরকত নষ্ট হয়ে যায়।[৮৭]

পঞ্চম কারণ: আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করণ

নিশ্চয় আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা রিয্ক সংকীর্ণ হওয়ার অন্যতম কারণ। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঘোষণা করেছেন যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ় করার মাধ্যমে রিয্কে প্রশস্ততা আসে, তিনি বলেন,

«مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، أَوْ يُنْسَأَ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ».

যে পছন্দ করে, তার রিয্ক প্রশস্ত হোক এবং হায়াত দীর্ঘ হোক, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।[৮৮]

আত্মীয়-স্বজনের প্রয়োজন অনুপাতে কিছু খরচ করা, উপঢৌকন প্রদান করা, দেখতে যাওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে আত্মীয়তার সম্পর্ক দৃঢ় হয়, নরম ও উত্তম কথাবার্তার মাধ্যমেও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় থাকে। এছাড়াও আত্মীয়-স্বজনদের সুখে বা দুঃখে অংশ নেওয়া, ছোট বড়ো কাজে সাহায্য করা, উপার্জনের পথ সংকীর্ণ হয়ে গেলে ব্যক্তির উপর আবশ্যক হলো উপার্জনের পথ খুঁজে দিতে উদাসীন না হওয়া। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা আল্লাহ তা'আলার অন্যতম 'ইবাদত এবং দুনিয়া ও আখিরাতে অশেষ নেকি অর্জনের মাধ্যম।[৮৯]

ষষ্ঠ কারণ: রিয্ক অন্বেষণে উদাসীন হওয়া

ইসলাম কাজের প্রতি উৎসাহিত করেছে এবং রিয্ক অন্বেষণ করার আহ্বান জানিয়েছে, যে ব্যক্তি কাজ করে না, অচিরেই সে নিঃস্ব হয়ে যাবে এবং জীবন যাপনের প্রয়োজন মিটাতে অন্যের কাছে হাত পাতবে।[৯০] ব্যক্তির ইখলাসপূর্ণ নিয়তের সাথে নিজেকে কাজে আত্মনিয়োগ করা আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ﴾

অর্থ: "তিনিই তো তোমাদের জন্য যমীনকে সুগম করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা এর দিক-দিগন্তে বিচরণ করো এবং তাঁর দেওয়া রিয্ক থেকে আহার করো।"[৯১]

বাস্তবতা প্রমাণ করে, কাজ ছেড়ে বসে থাকা বা রিয্ক অন্বেষণে চেষ্টা না করাটা রিয্ক কমে যাওয়া বা বন্ধ হয়ে যাওয়ার মূল কারণ। এজন্যই আল্লাহ কাজ এবং কর্মচারীর মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন।[৯২] ☒

---

[৮৪] *কিতাবু ইত্তিক্ব'য়িল হারাম ওয়া আশ-শুবহা'ত ফি ত্বলাবি আর-রিয্ক- পৃ. ৭৬।*

[৮৫] *প্রাগুক্ত।*

[৮৬] *সূরা সাবা-: ৩৯।*

[৮৭] *দালিলুল ওয়ায়েজ ইলা আদিল্লাতিল মাওয়ায়িজ- পৃ. ৩২৩।*

[৮৮] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৫৭।*

[৮৯] *কিতাবু মাজাল্লাতিল বুহুস আল-ইসলামিয়্যাহ- পৃ. ২৬৭।*

[৯০] *কিতাবুল ইসলাম ওয়া আত-তাওয়াযুন আল-ইক্বতিছদি বাইনাল আফরাদ ওয়া আদ-দুয়াল- পৃ. ৬৩।*

[৯১] *সূরা আল মূলক: ১৫।*

[৯২] *কিতাবু মাক্বাসিদু আশ-শারীআহ আল-ইসলামিয়্যাহ- পৃ. ২৮।*

রিবঈ ইবনু আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু)

–আব্দুল্লাহ বিন শাহেদ আল মাদানী*

রিবঈ ইবনু আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন মুসলিম বিজয়ীদের অন্যতম। তিনি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। পারস্য ও রোম উভয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত ইসলামী বিজয়াভিযানে তার অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। 'উমার ইবনুল খাত্তাবের আমলে যখন মুসলিম বীর সেনানীরা আবূ উবাইদার নের্তৃত্বে সিরিয়া ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বিজয়ে ব্যস্ত ছিলেন, তখন সম্মুখভাগে ছিলেন রিবঈ ইবনু আমের।

কাদেসীয়ার যুদ্ধের সেনাপতি সা'দ ইবনু ওয়াক্কাসের সাথে পারস্য সেনাপতি রুস্তমের যখন পত্র আদান-প্রদান চলছিল, তখন রুস্তম মুসলিম সেনাপতি সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাসের কাছে একজন দূত পাঠানের আবেদন করলো। সা'দ বিষয়টি নিয়ে সেনাবাহিনীর সাথে পরামর্শে বসলেন। প্রথমতঃ একাধিক লোক পাঠানোর প্রস্তাব আসে। কিন্তু রিবঈ ইবনু আমের প্রস্তাব করলেন, আপনারা ইচ্ছা করলে আমাকে একাই পাঠাতে পারেন। পারস্য সেনাপতি রুস্তমের সাথে আলোচনা করার জন্য আমি একাধিক লোকের বদলে একাই যথেষ্ট হবো এবং আপনারা যে উদ্দেশ্যে পাঠাবেন সেটাও আল্লাহ তা'আলা চাইলে আমার একার দ্বারাই বাস্তবায়িত হবে। সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস রিবঈর প্রস্তাবটিই গ্রহণ করলেন এবং রুস্তমের সাথে আলোচনার জন্য তাকে একাই পাঠিয়ে দিলেন।

মুসলিমদের দূতের আগমণ বার্তা শুনে পারস্য সেনারা রুস্তমের সিংহাসনটি সোনা দিয়ে এবং তার খাস কামরাটিকে রেশমী কার্পেট দিয়ে সজ্জিত করলো। মুসলিমদেরকে পারস্যদের শান-শাওকত দেখানোর জন্য রুস্তম সেদিন তার মুকুটটিকেও বিভিন্ন মূল্যবান ধাতু দিয়ে সুসজ্জিত করেছিল এবং অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র উপস্থিত করেছিল। সেদিন তার পুরো মজলিসটাকেই স্বর্ণখচিত কার্পেট ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিষ দ্বারা সাজিয়েছিল।

ঐদিকে মুসলিমদের প্রেরিত দূত রিবঈর পরনে ছিল একদম নিম্ন মানের জীর্ণ-শীর্ণ কাপড়, হাতে ছিল একটি ভাঙা তরবারি, একটি ঢাল এবং একটি ছোট লেজকাটা ঘোড়া। এই অবস্থাতেই তিনি রুস্তমের মজলিসের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। রক্ষীরা প্রথমে তাকে এই অবস্থায় রুস্তমের কাছে প্রবেশ করতে বাধা দিলো। রিবঈ তখন বললেন, আমি এখানে এসেছি তোমরা আমাকে ডেকেছো বলেই। তোমরা যদি আমাকে এভাবে প্রবেশ করতে দাও, তাহলে প্রবেশ করবো। অন্যথায় ফিরে যাবো। রুস্তম তখন বললো, তাকে আসতে দাও। রিবঈ তার ছোট আকারের ঘোড়ায় আরোহণর করে স্বর্ণখচিত কার্পেটের উপর দিয়ে আগাতে লাগলেন। ঐদিকে হাতের বর্শা দিয়ে স্বর্ণের কার্পেটে খোচা মেরে কয়েক স্থানে ছিদ্রও করে ফেলেছিলেন। পরিশেষে তার দরবারের কাছে গিয়ে ঘোড়া থেকে নামলেন এবং ঘোড়াটিকে সেখানকার কিছু মূল্যবান জিনিষের সাথে বাঁধলেন এবং রুস্তমের কাছে গেলেন। তার হাতে ছিল অস্ত্র, ঢাল এবং তার মাথায় ছিল হেলমেট। তারা তাকে বলল: তোমার অস্ত্র নামাও, তিনি বললেন: আমি তোমার কাছে আসিনি, তোমরা যখন আমাকে দাওয়াত দিয়েছো, তখনই এসেছি। আমাকে এভাবেই রেখে যাও, অন্যথায় আমি ফিরে যাবো। রুস্তম বললো: তাকে এভাবেই রেখে দাও। অতঃপর রিবঈ তার বর্শাতে হেলান দিয়ে বসলেন। তারা তাকে জিজ্ঞাসা করলো, তোমরা আমাদের এখানে কী নিয়ে এসেছে? তিনি বললেন: আল্লাহ তা'আলা আমাদের পাঠিয়েছেন। তাঁর বান্দাদেরকে মানুষের 'ইবাদত থেকে মহান আল্লাহর 'ইবাদতের দিকে নিয়ে আসার জন্য, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে তার বিশালতার দিকে এবং যমীনের ধর্মের অন্যায় থেকে ইসলামের ন্যায়ের দিকে নিয়ে আসতে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের পাঠিয়েছেন তাঁর দ্বীনের প্রতি তার সৃষ্টিকে আহ্বান করার জন্য। যে কেউ তা গ্রহণ করবে, আমরা তার থেকে গ্রহণ করবো এবং যে কেউ তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে এবং যে কেউ তা অস্বীকার করবে, আমরা তার সাথে আমরণ যুদ্ধ

* *ফাতাওয়া ও গবেষণা বিষয়ক সেক্রেটারি- বাং জ. আ. হা.।*

করবো, যতক্ষণ না আমরা মহান আল্লাহর ওয়াদা বাস্তবায়ন করি। তারা বললো: মহান আল্লাহর ওয়াদা কি? তিনি বললেন: জান্নাত। এর জন্য যে মারা যাবে সে জান্নাত পাবে এবং যে বেঁচে থাকবে সে বিজয়ী হবে। রুস্তম তখন বললো: আমি আপনার বক্তব্য শুনেছি। আপনি আমাদেরকে সময় দিন। যাতে আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখতে পারি? রিবঈ বললেন: হ্যাঁ, আমি তাই চাচ্ছি। তবে কতদিন? একদিন, দুই দিন? রুস্তম বললো না, যতক্ষণ না আমরা আমাদের মতের লোকদের এবং আমাদের জনগণের নেতাদের সাথে পরামর্শ করতে পারি। তিনি বললেন: আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাদেরকে শত্রুদের সাথে মোকাবিলা করতে তিন দিনের বেশি বিলম্ব করার নির্দেশ দেননি। তাই আপনি বিবেচনা করুন এবং তিনটির মধ্যে একটি বেছে নিন। রুস্তম বললো, তুমি কি তাদের নেতা? তিনি বললেন: না, কিন্তু মুসলিমরা একটি দেহের মতো, তাদের মধ্যে সর্বনিম্ন ব্যক্তি কাউকে নিরাপত্তা দিলে তাদের সর্বোচ্চ ব্যক্তি তা রক্ষা করে। অতঃপর রুস্তম তার সম্প্রদায়ের নেতাদেরকে বললো, তোমরা কি কখনও এই লোকের কথার চেয়ে শক্তিশালী এবং কার্যকর কোনো কথা শুনেছো? তারা বলল: তুমি কি এই লোকটির দ্বীনের দিকে ঝুঁকে পরছো? তোমার দ্বীনটাকে এই কুকুরের কাছে পরাজিত করতে চাচ্ছো? তুমি কি তার পোশাক-পরিচ্ছদ ও বেশ-ভূষা দেখতে পাচ্ছ না? রুস্তম বললো: হায়! আফসোস তোমাদের জন্য। পোশাকের দিকে তাকিও না; বরং তার প্রজ্ঞা, কথা, সাহসিকতা ও আচার-আচরণের দিকে তাকাও। দেখো! আরবরা পোশাক-পরিচ্ছদ, শান-শাওকত, ও খাবার-দাবারকে খুব হালকা মনে করে এবং তারা তাদের সম্ভ্রম ও মর্যাদাকে রক্ষা করে। হে আল্লাহ! তোমার সাহায্য চাই।

শিক্ষা: আমাদের মাঝে এমন লোক আছেন, যারা আলেম ও দাঈ'দের পোষাক-পরিচ্ছদ ও বেশ-ভূশার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। যেসব আলেম খুব পরিপাটি, ফিট-ফাট থাকে, উন্নত পোষাক পরিধান করে ও যারা সুদর্শন তাদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। অন্যদিকে যারা এগুলোর প্রতি বেশি একটা গুরুত্ব দেয় না, তাদেরকে সাধারণ লোকেরা মূল্যায়ন করে না। যদিও তাদের যথেষ্ট ইলম রয়েছে। ☒

বসরার শাসকের কাছে 'উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) 'র চিঠি

[৩২ পৃষ্ঠার পরের অংশ]

৩৩ হিজরি সনে খারিজিরা কুফায় বিদ্রোহ ঘোষণা করলে মুগীরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তা শক্ত হাতে দমন করেন। মুগীরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৩৩টি। রাজনৈতিক জটিল পরিস্থিতির মোকাবেলা করতেই তার দীর্ঘ জীবন কেটেছে।[৯৩]

ঐতিহাসিক ইবনু সা'দ বলেন, আরবের চারজন চালাক বুদ্ধিমান রাজনৈতিক ব্যক্তির মধ্যে মুগীরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একজন। অপর তিনজনের মধ্যে একজন মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একজন 'আম্র ইবনুল 'আস, অপরজন যিয়াদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। মুগীরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে পারতেন বুদ্ধিমত্তা দিয়ে।

বসরার এক সরদার ষড়যন্ত্রমূলক ফন্দী বের করেন মুগীরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র বিরুদ্ধে। খলিফা 'উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে মিথ্যা অভিযোগ করে যে, মুগীরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বাইতুলমাল থেকে একলাখ দেরহাম আত্মসাৎ করে আমার কাছে জমা রেখেছিল সে মাল জমা নিন। খলিফা 'উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বুঝতে পারলেন বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। একদিকে মুগীরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মহানবী (ﷺ)-এর সাহাবী, অন্যদিকে জনতার অসন্তোষ এবং সাক্ষী। খলিফা 'উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক জিজ্ঞাসা শুরু করেন। মুগীরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তখন বলেন, হে মহান খলিফা! আমার দোষ প্রমাণের জন্য অতিরিক্ত কোনো সাক্ষীর প্রয়োজন হবে না। বসরার সরদার অভিযোগ করে, যে অর্থ জমা দিয়েছে তার পরিমাণ এক লাখ দেরহাম নয়, তার পরিমাণ হলো ২ লাখ দিরহাম। এ কথা শুনে দাহকান ভয়ে বিমর্ষ হয়ে যান। তিনি বলেন, হে মহান খলিফা 'উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)! আমার এই অভিযোগ মিথ্যা, আমাকে ক্ষমা করে দিন। মুগীরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমার কাছে কোনো অর্থই জমা করেনি। এভাবে সত্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। মুগীরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বুদ্ধিমত্তার সাথে উত্তর বের করে নেন।[৯৪]

মহানবী মুহাম্মদ এর সম্মানিত সাহাবী মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণাঢ্য জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে ৫০ হিজরি সনে, মতান্তরে ৪৯/৫১ হিজরি সনে। মৃত্যুকালে এই মহান বুদ্ধিমান সাহাবীর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। ☒

---

[৯৩] *আল ইসাবা।*
[৯৪] *আল ইসাবা।*

দুই বাগান মালিকের ঘটনা

–আবূ তাহসীন মুহাম্মদ

সূরা আল কাহ্ফ-এ আল্লাহ তা'আলা অতীতের চারটি উল্লেখযোগ্য সত্য ঘটনা উল্লেখ করেছেন আমাদের শিক্ষাগ্রহণের জন্য। তন্মধ্যে দুই বাগান মালিকের ঘটনা অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা এ সূরার ৩২-৪৪ নং আয়াতে দুই বাগান মালিকের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِاَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ وَّحَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ؕ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْـًٔا ۙ وَّفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا﴾

"তুমি তাদের নিকট পেশ করো দুই ব্যক্তির উপমা: তাদের একজনকে আমি দিয়েছিলাম দু'টি দ্রাক্ষা-উদ্যান এবং এ দু'টিকে আমি খর্জুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছিলাম এবং এ দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানকে করেছিলাম শস্যক্ষেত্র। উভয় উদ্যানই ফলদান করত এবং এতে কোনো ত্রুটি করত না। আর উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহিত করেছিলাম নহর।"[৯৫]

আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তিকে প্রচুর ধন-সম্পদ দান করেছিলেন। একদিন সে তার বাগানে ঢোকার সময় অপর ব্যক্তিকে বলল, আমার অর্থ-বিত্তও তোমার চেয়ে বেশি এবং আমার জনবলও তোমার চেয়ে শক্তিশালী। সে আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত হয়ে এ কথাও বলল যে, এ বাগান কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে বলে আমি মনে করি না। আমার ধারণা কিয়ামতও কখনো হবে না। আর আমাকে যদি আমার প্রতিপালকের কাছে ফিরে যেতেও হয়, তাহলেও নিশ্চিত আমি সেখানে এর চেয়েও উত্তম কিছু পাব।

এই ব্যক্তি নিজের বিত্ত-বৈভব ও দলবল নিয়ে গর্ব করত ও অন্যদেরকে তুচ্ছ মনে করত। আখিরাত ভুলে পার্থিব ধন-সম্পদে বিভোর হয়ে পড়েছিল। আল্লাহ তা'আলা তার এই স্বভাব-চরিত্রকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, সে নিজের ওপর যুল্‌ম করছিল।

﴿وَّكَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗۤ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّاَعَزُّ نَفَرًا ﴿۳۴﴾ وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ قَالَ مَاۤ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖۤ اَبَدًا ﴿۳۵﴾ وَّمَاۤ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّيْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿۳۶﴾﴾

এবং তার প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল। অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সে তার বন্ধুকে বলল, 'ধন-সম্পদে আমি তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং জনবলেও তোমার থেকে শক্তিশালী।' এভাবে নিজের প্রতি যুল্‌ম করে সে তার উদ্যানে প্রবেশ করল। সে বলল, 'আমি মনে করি না যে এটা কখনো ধ্বংস হয়ে যাবে। 'আমি মনে করি না যে কিয়ামত হবে, আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হই-ই তবে আমি তো নিশ্চয়ই এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাব।'[৯৬]

তখন অপর ব্যক্তি বলল–

﴿اَكَفَرْتَ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا ؕ لٰكِنَّا۠ هُوَ اللّٰهُ رَبِّيْ وَلَاۤ اُشْرِكُ بِرَبِّيْۤ اَحَدًا﴾

"তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি ও পরে শুক্র হতে এবং তার পর পূর্ণাঙ্গ করেছেন মনুষ্য আকৃতিতে? কিন্তু তিনিই আল্লাহ, আমার প্রতিপালক এবং আমি কাউকেও আমার প্রতিপালকের শরিক করি না।"[৯৭]

সে আরো বলল– আচ্ছা, তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করছিলে, তখন কেনো বললে না–

﴿مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا﴾

[৯৫] *সূরা আল কাহ্ফ: ৩২-৩৩।*

[৯৬] *সূরা আল কাহ্ফ: ৩৪-৩৬।*

[৯৭] *সূরা আল কাহ্ফ: ৩৭-৩৮।*

"আল্লাহ যা চান তাই হয়, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোনো শক্তি নেই? তুমি যদি ধনে ও সন্তানে আমাকে তোমা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর মনে করো।"[৯৮]

এরপরে সে বলল, তুমি যদি মনে করো আমার সম্পদ ও সন্তান তোমার চেয়ে কম, তাহলে মনে রেখ, আমার প্রতিপালকের পক্ষে অসম্ভব নয়, তিনি আমাকে তোমার বাগানের চেয়েও উৎকৃষ্ট জিনিস দান করবেন। আর কোনো আসমানী দুর্যোগ পাঠিয়ে তোমার বাগানকে মরু বিয়াবান বানিয়ে দেবেন। এতে যে নদী বয়ে যাচ্ছে, তার পানি ভূগর্ভে নেমে যাবে, তুমি তা খুঁজেও পাবে না।

﴿فَعَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ۙ اَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا﴾

"তবে হয়তো আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার উদ্যান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দেবেন এবং তোমার উদ্যানে আকাশ হতে নির্ধারিত বিপর্যয় প্রেরণ করবেন, যার ফলে তা উদ্ভিদশূন্য ময়দানে পরিণত হবে। অথবা তার পানি ভূগর্ভে অন্তর্হিত হবে এবং তুমি কখনো তার সন্ধান লাভে সক্ষম হবে না।"[৯৯]

তারপর তার পরিণতি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে–

﴿وَاُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى مَآ اَنْفَقَ فِيْهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّيْٓ اَحَدًا ۝ وَلَمْ تَكُنْ لَّهٗ فِئَةٌ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ۝ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ ۭ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ عُقْبًا﴾

"তার ফল-সম্পদ বিপর্যয়ে বেষ্টিত হয়ে গেল এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিল তার জন্য আক্ষেপ করতে লাগল– যখন তা মাচানসহ ভূমিসাৎ হয়ে গেল। সে বলতে লাগল– 'হায়, আমি যদি কাউকেও আমার প্রতিপালকের শরিক না করতাম!' আর আল্লাহ ব্যতীত তাকে সাহায্য করার কোনো লোকজন ছিল না এবং সে নিজেও প্রতিকারে সমর্থ হলো না। এক্ষেত্রে কর্তৃত্ব আল্লাহরই, যিনি সত্য। পুরস্কার দানে ও পরিণাম নির্ধারণে তিনিই শ্রেষ্ঠ।"[১০০]

শিক্ষণীয় বিষয়

এই দুই ব্যক্তির ঘটনা সকলের জন্যই অনেক শিক্ষণীয়। ধন-সম্পদ অনেক সময় মানুষকে এভাবেই বিপথগামী করে ফেলে। অহংকারী করে তোলে। সম্পদের মোহে পড়ে কেউ কেউ মহান আল্লাহকে ভুলে যায়, যিনি সম্পদ দান করেছেন। যেখানে তার বেশি বেশি শোকর আদায় করার কথা, এ নিয়ামতের যথাযথ হক্ব আদায় করার কথা, যেন আল্লাহ তা'আলা এ নিয়ামত বহাল রাখেন। অথচ সে শোকরগোযারী ভুলে আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা করে। সে নিজের প্রতিও যুল্‌ম করে, অন্যদের প্রতিও যুল্‌ম করে। তার মনে থাকে না যে, আল্লাহ তা'আলা চাইলে মুহূর্তেই এ সম্পদ ধ্বংস করে দিতে পারেন। যেমন এ ঘটনায় এক ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঘটেছে। ☒

কবিতা

কথার নিষ্ঠুরতা

আবু আব্দুর রহমান মো. রমজান মিয়া*

ওহে মানুষ বলো না এমন কথা,
যে কথা শুধু মনে দেয় ব্যথা।
তরবারির আঘাতে যেমন রক্ত ঝরে যায়,
কথার আঘাতে তেমন অন্তর জ্বলে যায়।
টার্গেট করে মারো পাখি, নাহি লাগে তীরে,
এমন কথা বলোনা তুমি, যা লাগে অন্তরে।
যদি কষ্ট পেয়ে থাকো কারো কথার কারণে,
তাহলে প্রতিশোধ নিয়ো তুমি ক্ষমার প্রতিদানে।

সমাপ্ত

[৯৮] *সূরা আল কাহ্‌ফ: ৩৯।*
[৯৯] *সূরা আল কাহ্‌ফ: ৪০-৪১।*
[১০০] *সূরা আল কাহ্‌ফ: ৪২-৪৪।*

* *সাধারণ সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বান ও সদস্য মাজলিসে আম কেন্দ্রীয় শুব্বান।*

প্রাসঙ্গিক ভাবনা

বসরার শাসকের কাছে ‘উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ’র চিঠি

–মো. আ. সাত্তার ইবনে ইমাম*

মহানবী (ﷺ)-এর বিশিষ্ট সঙ্গী সাথীদের মধ্যে মুগীরাহ্ ইবনু শু’বাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অন্যতম ব্যক্তিত্ব। তার পিতা ছিলেন শু’বাহ্ ইবনু আবা আমের। তিনি ছিলেন বনী সাকিব গোত্রের সন্তান। তার মা উসামাহ্ ছিলেন আফফান বনী নাসর ইবনু মু‘আবিয়াহ্ গোত্রের কন্যা। হিজরি পঞ্চম সনে ইসলামের শান্তির পতাকা তলে আশ্রয় নিয়ে নিজের জীবনকে ধন্য করেন।[১০১] মুগীরাহ্ ইবনু শু’বাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় মহানবী (ﷺ)-এর সফরসঙ্গী হয়ে ছিলেন। তিনি ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে বাইয়াতে রেদওয়ানে শরিক হন। যাকে বলা হয় বাইআতুশ সাজার বা হুদাইবিয়ার সন্ধি। মহানবী (ﷺ)-এর নির্দেশে তিনি বহু অভিযানে স্বক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। বিশেষ কোনো এক মুহূর্তে মুগীরাহ্ ইবনু শু’বাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে পাঠানো হয় মুসলিম সেনাবাহিনীর সাথে তায়িফে।

সেখানে তিনি বীরত্বের সাথে লড়াই করে শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করে সত্যের মশাল প্রজ্জ্বলিত করেন।[১০২] মুহাম্মদ (ﷺ) যখন ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন, মুগীরাহ্ ইবনু শু’বাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবীজিকে দাফন কাফনের জন্য মদিনায় এসে উপস্থিত হন। মহানবী (ﷺ)-এর লাশ যখন কবরে নামিয়ে ‘আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উপরে উঠে আসেন ঠিক সে সময় তাঁর হাতে থাকা আংটিটি মহানবী (ﷺ)-এর কবরের উপরে ইচ্ছাকৃতভাবে ফেলে দেন। তারপর যখন ‘আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার আংটিটি তুলে আনতে বললেন, তিনি মহানবী (ﷺ)-এর কবরে নেমে তাঁর দেহ মোবারক শেষবারের মতো তাঁর পবিত্র হাত ও পা স্পর্শ করেন। তারপর যখন ধীরে ধীরে কবরের মাটি চাপা দেওয়া হচ্ছিল, ঠিক সে সময় তিনি উপরে উঠে আসেন। মহানবী (ﷺ) থেকে সর্বশেষ বিদায়ী ব্যক্তির সম্মান ও গৌরবের অধিকারী হওয়ার জন্য তিনি এ কাজ করেছিলেন। যতদিন মুগীরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বেঁচে ছিলেন ততদিন তিনি গর্বের সাথে এ গল্প করতেন যে, আমি রাসূল (ﷺ)-এর দেহ মোবারকের সর্বশেষ স্পর্শকারী এবং তোমাদের সকলের শেষে আমি রাসূল (ﷺ) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি।[১০৩]

মুগীরাহ্ ইবনু শু’বাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে মুসলমানদের পক্ষ থেকে পারস্যের মহাবীর রুস্তমের দরবারে রাষ্ট্রদূত পাঠানো হয়েছিল। মুসলিম এই দূতকে ভয় দেখানোর জন্য দরবার সুসজ্জিত করা হয়েছিল। পারস্যবাহীনির সকল অফিসার রেশমের পোশাক পরিধান করে ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করে। সে সময় পারস্যের মহাবীরের মাথায় ছিল স্বর্ণ খচিত মুকুট। মুকুট পরে অহংকার আর গর্ব নিয়ে উপস্থিত হয় মঞ্চের উপর। দরবার দামি কার্পেটে আচ্ছাদিত করা হয়। এমন সময় মুসলিমদের পক্ষ থেকে সাধারণ বেশে মুগীরাহ্ ইবনু শু’বাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সোজা একেবারে মঞ্চে এসে রুস্তমের পাশে বসে পড়েন। এমন সাহস দেখে পারস্য সেনাপরিষদ নিজেদেরকে অপমানিত মনে করলো এবং ভীষণ রেগে গিয়ে হাত ধরে টেনে মুগীরাহ্ ইবনু শু’বাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে মঞ্চ থেকে নিয়ে নিচে বসিয়ে দেয়। মুগীরাহ্ ইবনু শু’বাহ্ পারস্য সেনাপরিষদকে বলেছিলেন, আমরা তোমাদের আমন্ত্রণে এখানে এসেছি উপযাজক হয়ে আসেনি। তোমাদের এমন আচরণ গ্রহণযোগ্য নয়। তোমাদের এমন আচরণ পরিবর্তন না হলে তোমরা একদিন বিলীন হয়ে যাবে এবং তোমাদের পরাজয় অনিবার্য। এমনভাবে কোনো রাষ্ট্র বেশিদিন পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারে না। মুগীরাহ্ ইবনু শু’বাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র সাথে মহাবীর রুস্তমের যে আলোচনা হয়েছিল সে আলোচনা এখানে আর না করে অন্য পর্বে করব ইন্‌শা-আল্লাহ। হিজরি ১৯ শতকে কাউমাস ও ইস্পাহানবাসীরা শাহানশাহ ইয়াজ দিগার্দের সমন্বয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষাট হাজার সৈন্য মোতায়ন করে। আম্মার বিন ইয়াসির খলিফা ‘উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে এ বিষয়টি অবহিত করেন। ‘উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অবহিত হয়ে নিজেই রাওয়ানা হওয়ার ইচ্ছাপোষণ করেন কিন্তু শান্তি শৃঙ্খলার কথা চিন্তা করে, সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন। ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা ‘উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কুফা এবং বসরার আমীরদের প্রতি নির্দেশ দেন নিজ নিজ বাহিনীকে নিয়ে নিহাওয়ানদের দিকে অগ্রসর হতে। খলিফা ‘উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নুমান

* *সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, মাদ্‌রাসা দারুল ইসলাম মুহাম্মাদীয়া, বল্লা, ফাজিল মাদ্‌রাসা, কালিহাতী, টাঙ্গাইল।*

[১০১] *আল ইসাবা।*

[১০২] *হায়াতুস সাহাবা।*

[১০৩] *ইবনু সা’দ।*

ইবনু মুকাররিনকে সেনাপতি নিয়োগ করেন এবং সেই সাথে পরামর্শ প্রদান করেন যে, তুমি যদি যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়ে যাও, তাহলে তোমার স্থলে স্থলাভিষিক্ত হবে হুযাইফাহ্ ইবনুল ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু আনহু), আর হুযাইফাহ্ শহীদ হলে নেতৃত্ব দিবে জারির 'আব্দুল্লাহ আল বাজালি (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। তিনিও যদি শহীদ হয়ে যান মুসলিম পতাকা নিয়ে সামনে অগ্রসর হবেন মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দে নিহাওয়ানদের যুদ্ধে নুমান ইবনু মুকাররিন মারাত্মকভাবে আহত হয়ে মৃত্যুর প্রহর গুণতে ছিলেন। আহত নুমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে দেখতে গিয়েছিলেন মাকাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। তার কয়েকদিন পরেই নুমান ইবনু মুকাররিন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) শহীদ হলেন। নিহাওয়ানদের যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হলে পরবর্তী অভিযানের দায়িত্ব অর্পিত হয় মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র উপর।[১০৪]

এরপর 'উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র রাজত্বকালে মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে সিরিয়া প্রদেশের প্রাদেশিক শাসক নিয়োগ করেছিলেন। যথাযথভাবে তিনি তার দায়িত্বও পালন করছিলেন। তবে ষড়যন্ত্রকারীরা চরিত্রের উপর কলঙ্কের ছাপ ফেলার জন্য অভিযুক্ত করে পত্র লিখেছিলেন 'উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র নিকট। উত্তাল জনতাকে শান্ত করার লক্ষ্যে মুগীরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে পদ থেকে বহিষ্কার করে তাকে মদিনায় ডেকে পাঠান।[১০৫]

মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন বসরার শাসনকর্তা ছিলেন, সম্ভবত তখন ১৭ থেকে ১৮ হিজরি হবে। উম্মু জামিলা নামক একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের রূপবতী মহিলা তার বাড়িতে আসা-যাওয়া করত। এক যুদ্ধে তার বংশ বা পরিবারের সকলেই নিহত হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর তার আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। তাই বসরার ধনাঢ্য পরিবারের সে আর্থিক সহায়তা লাভের আশায় যাতায়াত করতো। মুগীরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ঘরের পর্দা আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আজাদকৃত গোলাম আবূ বাকরাহ'র পর্দা ছিল সামনাসামনি। এদিকে আবূ বাক্বারাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র সাথে মুগীরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র ব্যক্তিগত কিছু মনোমালিন্য ছিল বলে জানা যায়। আবূ বাকরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র ধারণা ছিল যে, একজন মুসলিম শাসকের ভিতরে যে, গুণাবলী থাকা উচিত মুগীরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র চরিত্রের ভিতরে তা অনুপস্থিত ছিল। একদিন মুগীরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে তার শয়ন কক্ষে অবস্থান করছিলেন। তার স্ত্রীর চেহারা দেখতে অনেকটাই উম্মু জামিলার মতো মনে হতো। হঠাৎ বাতাসের ঝাপটায় উভয়ের কামরার জানালা খুলে যায়। আবূ বাকরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জানালা বন্ধ করতে উঠলে তাদের দৃশ্য নজরে পড়ে। মুগীরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে এ অবস্থায় দেখে ধারণা করেছিলেন ভুলক্রমে মহিলাটি হবে উম্মু জামিলা। অন্যান্য সাথীদেরকে ডেকে আবূ বাকরাহ বিষয়টি অবগত করলেন। মুগীরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন নামায পড়ার জন্য বের হলেন তখন আবূ বাকরাহ তাঁকে গতিরোধ করে দাঁড়ালেন। জনগণ এ দৃশ্য দেখে আবূ বাকরাহকে পরামর্শ দিলেন 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র কাছে চিঠির মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের করতে। আবূ বাকরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার তিন সাক্ষীসহ মদিনায় গিয়ে 'উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে শুনালে তিনি হতবম্ব হয়ে যান। অভিযোগ দায়েরের পরপরই 'উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আবূ মূসা আশ'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে ডেকে বসরার গভর্নর নিয়োগ করেন, আর বলেন বসরায় শয়তানে ডিম পেড়েছে। 'উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, হে আবূ মূসা আশ'আরী! আমার এ পত্র মুগীরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে দিও, আর অতি সত্ত্বর তাকে মদিনায় এসে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে বলবে।

(পত্রটির বিষয়বস্তু যেমন ছিল) আমি জানতে পেরেছি তুমি এক মারাত্মক ও লজ্জাকর কাজ করেছো যে, এর পূর্বে তোমার মরে যাওয়ায় তোমার জন্য অনেক শ্রেয় ছিল।

মুগীরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নির্দোষ প্রমাণিত হলো– তদন্তের পর তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণিত হলেন।[১০৬] মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একজন সাহাবী তার প্রতি আরোপিত জঘন্য অভিযোগ থেকে নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে মহান আল্লাহর কাছে প্রশংসা করেন। পরবর্তীতে মুগীরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে কুফার ওয়ালী নিযুক্ত করেন। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র শাসনের শেষ দিন পর্যন্ত মুগীরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ওয়ালীর দায়িত্ব পালন করেন। 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন ষড়যন্ত্রকারীদের দ্বারা অবরুদ্ধ ছিলেন, সেই সময় তার সাথে দেখা করে সংঘাত নিরসনের জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং আমীরে মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র মধ্যে বিরোধ শুরু হলে তা নিরসনের জন্য যথাযথ ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেন। মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র খিলাফত শক্তিশালী করতে শিয়াদের মতো কট্টরপন্থী ব্যক্তিকে তিনি পরামর্শ দিয়ে বশীভূত করেন। ৪১ হিজরিতে খলিফা মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুগীরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে কুফার ওয়ালী নিযুক্ত করেন। *[পরবর্তী অংশ ২৮ পৃষ্ঠায় দেখুন]*

[১০৪] *আল ইসাবা; উসুদুলগাবা।*

[১০৫] *উসুদুল গাবা।*

[১০৬] *উসুদুল গাবা।*

সেলফি ও ভাইরালের আচার সমাচার (একটি রসবোধ অভিব্যক্তি)

–সাইফুল্লাহ ত্রিশালী

একবার মই বেয়ে আম গাছে উঠেছিলাম। এক্কেবারে মগডালে। তখন সাধারণ ক্যামেরা ফাংশন জনপ্রিয় ছিল। ২০০১ সালে। প্রবাসী এক ভাই ক্যামেরার মালিক। সেকি ভাব...! অনেক অনুরোধের পর রাজি হলো। তাকে বলেছিলাম দোস্ত, "আমি গাছ থেকে লাফ দিবো। তুই ঝাক্কাস একখান ছবি তুলবি। গাছের নিচে খড় এর পালা ছিল। লাফ তো দিলাম। কিন্তু কিছু সময়ের জন্য আমার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। পৃথিবী থেকে। খড়ের পালার মাঝখানে যে বাঁশ থাকে। খেয়াল করিনি। লুঙ্গিটা সেখানে আটকে কিছুক্ষণ বাঁদুরের মতো উল্টো ঝুলেছিলাম। হুঁশ হবার পর জানলাম আমি কোথায় ছিলাম আর কোথায় আছি। বন্ধুরা বেশ হাসাহাসি করছিল। তারা নাকি দৃশ্যটা ভালোই উপভোগ করেছে। আবার বিচিত্র কিছু নাকি দেখেছে। তবে আমি সেসবে কান না দিয়ে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম। ভাগ্গিস, বাঁশটা জায়গামতো লাগে নাই। নইলো তো...। লোকে বলতো, "আকাইম্যা পোলা। শেষ পর্যন্ত বাঁশ খেয়ে মারা গেল! বাঁশের কার্যকর ব্যবহার প্রয়োগের চেয়ে মানুষের মুখেই বেশি থাকে। আইক্কা ওয়ালা বাঁশ, চাছাছোলা বাঁশ আরও কত রকম বাঁশ। সেই থেকে ছবি তোলার সাধ জন্মের মতো মিটে গেছে। প্রয়োজন ছাড়া আর কখনো ছবি তুলিনি। এখন তো লোকে অদ্ভুত সব কাজ করে। ভাইরাল হবার নেশা পেয়ে বসেছে। কিছু মানুষকে এটি পাগল করে দিয়েছে। বিশাল টাওয়ারের মাথায় উঠে ছবি তুলছে কেউ। আবার বদনা হাতে প্রাকৃতিক কাম সারতে গিয়েও ছবি তুলছে। আধুনিক বেকার শিল্প এর নাম দিয়েছে সেলফি। সেলফিস হলে মন্দ হতো না। তো সেলফি কাকে বলে? একজন ভবঘোরে লোক উত্তর দিচ্ছিলেন এভাবে– মুখ খানা মুরগীর ঠোঁটের মতো চুক্কা কইরা মানসিক রোগীর মতো ডাইনে বামে কাইত হইয়া চই দুইডারে বাইরে আইন্না স্ব-হস্তে ছবি তোলাকে সেলফি বলে। যদিও এর সঠিক সংজ্ঞাটি সবারই জানা। ডিজিটাল ক্যামেরা বা ক্যামেরা ফোনের মাধ্যমে নিজের হাতে ছবি তোলাকেই সেলফি বলে। এটি ঘরের বউকে ঘোমটা ছাড়া করছে। বাথরুমের ভিতরে গিয়েও নাচতে বাধ্য করেছে। এখন তো হুচট খেয়ে পড়ে গিয়েও অনেকে সেলফি তুলছে। লাইভ করছে। হ্যাল্লো গাইছ, আমি এখন রাস্তার নিচে। আবুলের ইয়েতে পড়ে গেছি। কি নোংরা পানিরে বাবা! ওহ শীট! রাবিশ!

আমার পাশের বাসায় একজন বয়স্ক লোক আছেন। প্রতিদিন বিকেলে বারান্দায় বসে চা পান করেন। কাউকে পেলে খোশগল্পে মেতে উঠেন। মাঝে মাঝে আমিও সময় দিই। ছুটির দিনে আড্ডাটা ভালো জমে। সেদিন কথার মাঝখানে রেগে গেলেন। বললেন, কিছু পুলাপাইনরে নাকি তার থাপরাইতে ইচ্ছে করে। চাচাজানের কেন এমন উদ্ভ্রান্ত ইচ্ছে? জিজ্ঞেস করতেই বলতে লাগলেন, ছ্যাঁড়া প্যান্ট পড়া কোন রুচি হইল? বেডি মাইনষের মতো চুল লম্বা করা, মোটরসাইকেলে আওয়াজ কইরা ছোটাছোটি করা কোন ফ্যাশন হইল? কইষ্যা দুইডা চড় দেওন দরকার। সালাম কালাম নাই। আদব লেহাস নাই। সারাদিন মোবাইলে কি সব চ্যাটিং ফ্যাটিং করে। বলো তো বাবা, এসব কোন সুস্থ্য মানুষের কাজ? আমি বললাম, না চাচা একদমই না। আপনি ঠিক বলেছেন। তিনি আবার শুরু করলেন। নাতিটা কথা শুনে না। মাঝে মাঝে ডাকলে আসে। এসেই মোবাইলে সেলফি তুলে ফেইসবুকে ছেড়ে দেয়। সেদিন খালি গায়ে দাঁত ব্রাশ করছিলাম। সেটাও ফেইসবুকে ছেড়ে দিয়েছে। কি যে করি।

দেশে সেলফি তুলতে গিয়ে এ পর্যন্ত দেড় শতাধিক মানুষের মৃত্যুর খবর সংবাদ মাধ্যমে এসেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয়ভাবে সময় নষ্ট করে দেশের প্রায় ৬ কোটি মানুষ। ফেসবুকের অপব্যবহারের কারণে দেশে বিবাহ বিচ্ছেদ বেড়েছে আগের চেয়ে দ্বিগুণ। মধ্যরাত পর্যন্ত ইলেক্ট্রনিক

ডিভাইসে মত্ত থাকা যুবক-যুবতীদের এক তৃতীয়াংশ হরমোন জনিত সমস্যায় ভুগছে। সন্তান ধারণের ক্ষমতা হারাচ্ছে। SSC, HSC, অনার্স ও ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্যের ৬৭% মোবাইল ডিভাইসে আক্রান্ত।[১০৭]

সিডকি চোরের কথা মনে আছে তো। নামের অর্থ মহা সত্যবাদী হলেও সে মহা মিথ্যাবাদী। যার পেশা চুরি করা। সে জানতো ধরা খেলে কি হবে? সোজা জেলে। কিন্তু বিধিবাম। জেলে যাওয়ার পরিবর্তে সারা দেশে ভাইরাল হলো। তাও জনপ্রিয় চোর হিসেবে। "আমাক ইমা করে দেন, ভুল হয়া গেছে।" একটি অশুদ্ধ বাক্য। কিন্তু পছন্দনীয় ডায়লগ! রুচিহীন কিছু মটো পাতলুর কাছে পছন্দনীয়। শয়তান তালগাছ তলায় বসে হাততালি দিলো। একটা চোরকে সেমিনারের প্রধান অতিথি বানিয়ে দিলো। চোর মহাশয় আসবেন। এ খুশিতে কিছু ভাবি চোর ফুলের মালা নিয়ে অপেক্ষায় রইল। কি বিচিত্র আর অদ্ভুত আমাদের সমাজ। অপাত্রে মাল্যদান সম্পর্কে বিশিষ্ট সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, আমি রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই মানুষ এমন শত উটের মতো, যাদের মধ্যে থেকে তুমি একটিকেও বাহনের উপযুক্ত পাবে না।'[১০৮]

অবশ্য সিঁকি চোরের দোষ নেই। যেখানে বড়ো বড়ো চোরদের মহোৎসব সেখানে সেতো ছিচকে চোর। ৫ আগষ্ট এক মহাচোরকে তাড়িয়ে নিজেরাও চোর বনে গেছি। গণভবনের লেপকাঁথা পর্যন্ত চুরি করেছি। শাক-সবজি, পুকুরের মাছ, চেয়ার-টেবিল কোনোটাই বাদ দেইনি। মনে হচ্ছে দেশটা চোরের কারখানা। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত জনগন দেখেছে, একটা দেশের সংসদের ৩০০ সদস্যই চোর। কেউ পালিয়েছে। কেউ পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছে।

কেউবা আবার পাবলিকের হাতে গণধোলাই, রামধোলাই ও ধবলধোলাই খেয়েছে। বিষেশায়িত এ শব্দগুলোর মুখোমুখি হয়েছে আমাদের জাতীয় চুরেরা। অতঃপর নতুন শশুর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। যাদের কথায় পুলিশ নিরপরাধ লোকদের ডাণ্ডা মেরেছিল। আজ সেই পুলিশের হাতেই কর্তা মহাশয়গণ ডাণ্ডা খাচ্ছেন আরামে, আয়েশে, বিষাদে, যাতনায়। কথায় কথায় খেলা হবে বলা মহাশয় মাঠ ছেড়ে পালিয়েছেন বহু আগেই। মদের আড্ডা আর নাচ গানে যার ব্যাস্ত সময় কাটতো সে এখন হাজী'র পোশাক পড়ে সেলফি তোলে। নামায পড়ার ভিডিও বানায়। জাত অভিনেতার মতো ট্রাজেডি বানিয়ে ফেসবুকে লাইভ করে। রানাঘাটের রানুদিদি, কাঁচা বাদাম ওয়ালা আর আমাদের হিরো আলম। কিছু মনে পড়ল। একরাশ কাঁচা যন্ত্রণা আর বিষাদ নিয়ে এদের নাম লিখলাম। এরা কিন্তু গৃহপালিত দু'পায়ী জন্তু। কিছু লোক এমনটাই মনে করে। মানুষ্য জাতীর সাথে এদের মিল থাকলেও কিছু বৈচিত্র আছে। যেমন- ভাষাগত, পোশাক পরিচ্ছদ ও সভ্যতা। এদের গলা থেকে কখনো মালবাহী ট্রাকের আওয়াজ আসে। কখনো দূষিত বায়ু ছাড়ার আওয়াজ। কখনো বা অপুষ্টি জনিত শিশুর কান্নার আওয়াজ। এদের দেখে গানের শিল্পিরা নিয়মিত লজ্জা পায়। এক ধরনের শ্রেণি পেশার মানুষ আবার এদের ভক্ত। সত্যিই কি রুচির দূর্ভিক্ষ চলছে। কেমনে বুঝি? যে দেশের মানুষ কাঁচা কচু কিম্বা ঘাস খেয়ে বলে– "সেই স্বাদ"। সেলফি তোলে নেটে ছেড়ে দেয়। সে দেশের মানুষের রুচির দূর্ভিক্ষ চলছে –কথাটি কি মানা যায়? নাট্যকার মামুনুর রশীদ যদি রুচি চিপস খাওয়ার পরামর্শ দিতেন, তবে কিছু মানুষের রুচিবোধ হয়তো ফিরে আসতো। সাথে চিপস কোম্পানীও লাভবান হতো। আফসোস, দেশের সংস্কৃতির বারোটা বাজলেও আমরা তেরোটা বাজার অপেক্ষায় আছি। তবু যেন কিছু করার নেই। সুস্থ্য ও রুচিশীল সংস্কৃতি রক্ষায় দেশে যদি সুনির্দিষ্ট আইন থাকতো তাহলে হয়তো এতো পাগলের উদ্ভব হতো না। যেভাবে গানের বিকৃতি হচ্ছে সেভাবে ভাষা ও সংস্কৃতির বিকৃতি হচ্ছে সমানতালে। এফ এম রেডিওগুলোর উপস্থাপকরা রিতিমতো বাংলা ভাষার তলা খুলে ফেলেছে। যেন দেখার কেউ নেই। বাংলার সঙ্গে হিন্দি বা ইংরেজি মিশিয়ে কথা বলা ভাষার দূষণ

[১০৭] *জাতীয় দৈনিকসমূহ ও একাধিক টিভি চ্যানেলের রিপোর্ট অনুসারে।*

[১০৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৪৯৮।*

বলে মনে করেন শিক্ষাবিদেরা। সুন্দরকে বলা হচ্ছে সুন্দরী। আসসালামু আলাইকুমকে বলা হচ্ছে স্লামালাইকুম। ইংরেজির তো আরও দূরাবস্থা। ওয়াও (Wow), লোল (Lol), ইয়ো ইয়ো, কুু, ইকিটিপি আরও কত কি। বৃটিশরা যদি এখানে থাকতো তবে ভাষা বিকৃতির দায়ে এদের বৃটিশিয়ান থেরাপি দিতো। তারপর ভাষা শিখাতো। অনেকের হাটা চলাও কেমন জানি অদ্ভুতুরে। পশ্চাৎ দেশে ফোঁড়া হলে কিছু মানুষ যেভাবে হাটে অনেকটা সেরকম। র‍্যাম্পে হাটার জন্য কিছু ফ্যাশনাবল ডিজাইনার হাটা শেখান। এই প্রশিক্ষণে ছেলেদের মেয়ের মতো আর মেয়েদের ছেলের মতো হাটতে শেখানো হয়। এটা নাকি মডার্ণ স্টাইল। বিভিন্ন কাভার পেইজে ফটো দেওয়ার জন্য চলে ফটোশপ। সেখানে দেখানো হয় দাঁতের ঝিলিক, শরীর মুচড়িয়ে নানা রকম অঙ্গভঙ্গির ঝিলিক। যারটা ভাইরাল হবে তারটা পুরস্কার পাবে। অথচ ইসলাম এদেরকে অভিশাপ করেছে। ইবনু আবয়াস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (ﷺ) নারীর সাদৃশ্য গ্রহণকারী পুরুষ এবং পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণকারিণী নারীদের ওপর অভিশাপ দিয়েছেন এবং বলেছেন, 'তাদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দাও।'[১০৯] পরচুলা ব্যবহার কারীদের উপরও অভিশাপ করা হয়েছে। 'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন, যে নারী নকল চুল লাগায়, তার প্রতি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) লানত করেছেন।[১১০]

ওয়াজের মঞ্চে আলেম ওলামাগণও বাদ যাননি। কেউ দ্বীনের যোগ্য আলেম হিসেবে ভাইরাল হন। কেউ ভাইরাল হওয়ার জন্য আলেম সাজেন। আবার কারও কথাকে পাবলিক ডায়লগ হিসেবে গ্রহণ করেন। মজা নেন। মোস্তাক ফয়েজী। একজন আলোচিত বক্তা। ওয়াজের মাঠে শ্রোতার মনযোগের জন্য বলেছিলেন, "মুরুব্বী মুরব্বী ওহু হু হু"। ব্যাস হয়ে গেল। চায়ের দোকান থেকে শুরু করে রিক্সার পিছনে, বাসের ভিতরে বাইরে, অফিস আদালতে। এমনকি বিদেশীদের মুখেও ভাইরাল। এক সাক্ষাতকারে মোস্তাক ফয়েজী সাহেব বলেছিলেন, মাহফিলে বয়স্ক লোকদের মনযোগের জন্য কথাটি আমি বলেছি। যাতে আলোচনার মাঝপথে কেউ উঠে না যায়। তিনি ভাবতেও পারেননি যে, কিছু মানুষ এটাকে টুল বানাবে। মানুষকে অপমান প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّإِثْمًا مُّبِيْنًا﴾

"অপরাধ না করা সত্ত্বেও যারা মু'মিন পুরুষ ও নারীদের কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।"[১১১]

আবার ওয়াজের মঞ্চে অনেক বক্তা শ্রোতাদের আকর্ষণের জন্য ইসলামী গান পরিবেশন করেন। কিছু অসুস্থ মস্তিষ্কের লোক এটারও বিকৃতি ঘটান। ডিজে গান বানিয়ে কোমলমতি শিশু-কিশোরদের মাঝে ভাইরাল করেন। ভাইরাস ছড়ান। যেটা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। ভাইরালে আসক্ত ব্যক্তিরা ভালো-মন্দের তফাৎ বুঝেন না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন মনোবিজ্ঞানী সেলফি ও ভাইরাল সম্পর্কে হাস্যকর কিছু তিক্ত কথা বলেছেন। তিনি বলছিলেন, পাবনা মেন্টাল হাসপাতালে তো এতো জায়গা নেই। সরকারি হাসপাতালেও ভাইরাল রোগীদের সংকুলান হবে না। তাহলে উপায়? তাৎক্ষনিক শাস্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিভাবে? একটা একটা ধরে পাবলিক টয়লেটে বন্দী করা। দু'তিন ঘন্টা আটকা থাকলেই বুঝবে, তাদের কাজগুলো টয়লেটের মতো **দুর্গন্ধশাস্তির ধরণঃ** খেলার মাঠে স্টাম্পের সাথে বাধতে হবে। আর ভালো ফাস্ট বোলারকে দিয়ে দু'তিন ওভারবল করাতে হবে। ব্যাস, ভাইরালের মজা টের পাবে শিরা উপশিরায়। যদিও এসব শাস্তির বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তবুও যদি ভাইরাল জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তিরা বুঝতে পারে। ভালো মানুষের চাপা ক্ষোব আদৌ কি তারা বুঝবে? সুস্থ্য ও রুচীশীল সংস্কৃতির চর্চা আমরা সবাই আশা করি। মন্দের ভাইরাল আর নয়। সৎ কাজ ও ভালো কাজের ভাইরাল হোক। কারণ ভালোর সাথে আলো। আর আলোর সাথে সুন্দর আগামীর প্রজন্ম। ☒

[১০৯] *বুখারী; আদ্ দারেমী; আবূ দাউদ; সুনান ইবনু মাজাহ্।*
[১১০] *সহীহুল বুখারী।*
[১১১] *সূরা আল আহ্যা-ব: ৫৮।*

সমাজচিন্তা

রাষ্ট্র সংস্কার: এখন সময়ের দাবি

-মো. কায়সার আলী*

সরকার পরিবর্তনশীল কিন্তু রাষ্ট্র অপরিবর্তনশীল। সরকার একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকে। তবে সরকারের এমন কোনো কাজ বা কর্ম করা উচিত নয় যার কারণে রাষ্ট্র হুমকির মধ্যে পড়ে। আমাদের দেশের ভৌগলিক অবস্থান বিবেচনা করে আমাদের রাষ্ট্রীয় পলিসি গ্রহণ করতে হবে। প্রতিবেশীসহ সকল দেশকে আমাদের আস্থায় রাখতে হবে। দলীয় রাজনীতি আর দেশের স্বার্থে রাজনীতি এক নয়। আমাদের কোনো কোনো রাজনৈতিক দল প্রতিবেশী দেশকে আস্থায় রাখতে চান না। ফলে দেখা যায় ঐ প্রতিবেশি দেশটি অন্য দলের সাথে তখন শতভাগ সখ্য গড়ে তোলেন। কেন আমরা কিছু দলকে প্রতিবেশী দেশকে সখ্য গড়ে তোলার সুযোগ করে দিব। এটা গভীরভাবে ভাবতে হবে। প্রতিবেশী দেশের সাথে সম্পর্ক হতে হবে ন্যায্যতা এবং সমতার ভিত্তিতে। পলিটিসিয়ান আর স্টেটসম্যান এক নয়। পলিটিসিয়ানরা ভাবেন এক নির্বাচন থেকে আরেক নির্বাচন পর্যন্ত, অন্যদিকে স্টেটসম্যানরা ভাবেন শত বছর পর কি হবে বা কি হতে পারে? দেশ চালাবেন রাজনীতিবিদরা সন্দেহ নেই। তবে বুদ্ধিদীপ্ত, রাষ্ট্রচিন্তক বা দার্শনিকদের কিছু কিছু পরামর্শ বা আইডিয়াকে প্রাধান্য দিতে হবে। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে আলোচিত ইস্যু হলো রাষ্ট্র সংস্কার বা মেরামত। ২০০৭ সালে সংস্কার শব্দটি নিয়ে বড়ো বড়ো কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা কিঞ্চিৎ ভূমিকা রাখতে চাইলে তারা তখন দলীয় প্রধানের চক্ষুশূল হয়ে উঠেন এবং একপর্যায়ে সংস্কারবাদীরা মাইনাস হয়ে পড়েন। ৩৬ দিনের একটানা ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে রক্তস্নাত বিপ্লবে গঠিত হয়েছে বিপ্লবী বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এই সরকার দেশে বিদেশে সমানভাবে সমাদৃত। রাষ্ট্র সংস্কারের ক্ষেত্রে তারা দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইতিমধ্যে দেশ সংস্কারের জন্য ৬ জন বিশিষ্টজনকে প্রধান করে ৬টি সংস্কার কমিশন গঠন করেছে সরকার। ধাপে ধাপে হয়তো আরও সংস্কার কমিশন গঠিত হতে পারে। বিশ্বের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এক এক দেশে এক এক রকম। কোথাও দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট, কোথাও প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে আসন বন্টন, কোথাও কিছু আসন সামরিক বাহিনীর জন্য নির্ধারিত, কোথাও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। আমাদের দেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা চলমান। সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে এবং রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যনীতি বজায় রাখা উচিত। স্বাধীন বিচার বিভাগের বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগের পূর্বে তাদেরকে সম্ভব হলে সংসদ বা মিডিয়ার মাধ্যমে উন্মুক্ত বিতর্ক প্রতিযোগীতা বা সার্চ কমিটির মাধ্যমে অতীতের কোনো অনৈতিক বা অসদাচরণ কর্মকাণ্ড হয়েছে কি না? তা যাচাই বাছাই করে তাদের শপথ পাঠ করাতে হবে। বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ লাভের পরে বিচারপতিগণ কোনো দল বা নেতার পক্ষে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, প্রশংসা বা নিন্দাসূচক কোনো লিখা লিখতে পারবেন না। সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে আরও ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। আইন বিভাগের সদস্যগণ আইনজ্ঞ বা আইন পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন। তারা শুধুমাত্র আইন প্রণয়নে নিয়োজিত থাকবেন। কোনো প্রকার আর্থিক উন্নয়নে নিজেদের জড়াতে পারবেন না। স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন, স্থানীয় সরকারের বাজেটে পরিচালিত হবে। কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় সরকারের চাহিদা যাচাই-বাছাই করে শাসন বিভাগের মাধ্যমে তা বরাদ্দ করবেন। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কোনো দলীয় মার্কা বা প্রতীক স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ব্যবহার করা যাবে না। সকলেই

*শিক্ষক, হোসেনপুর দারুল হুদা সালাফিয়্যাহ মাদ্‌রাসা, খানসামা, দিনাজপুর।

একটি মাত্র আসনে নির্বাচন করবেন। যদি কোনো প্রার্থী নিজ আসনে জয়ী হতে না পারেন তাহলে তিনি সরকার প্রধান হতে পারবেন না। কেননা তিনি ব্যক্তিগতভাবে জনপ্রিয় নন। তাহলে কেন তিনি সরকার প্রধান হবেন? দলের স্বার্থে অন্যকেই তাকে সরকার প্রধানের সুযোগ দিতে হবে। সরকার প্রধান হওয়ার পর তাকে নিজ দলের দলীয় প্রধানের পদ থেকে পদত্যাগ করতে হবে। দল, সরকার এবং সংসদ নেতা একই ব্যক্তি হতে পারবেন না। দুইবারের বেশি কেউ প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি (যে কোনো একটি পদে) হতে পারবেন না। কোনো সংসদ সদস্য মারা গেলে বা আসন শূন্য হলে ঐ আসনে দলীয়ভাবে সংসদ সদস্য পূরণ করবেন। যদি নির্দলীয় বা স্বতন্ত্র প্রার্থীর আসন শূন্য হয় তবে রাষ্ট্রপতি যে কাউকে মনোনয়ন দিতে পারবেন। তবে উপজাতি বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হলে সেটা রাষ্ট্রপতির বিবেচনার বিষয়। আমাদের দেশে দলীয় সরকারের অধীনে উপনির্বাচনের ইতিহাস খুব একটা ভালো নয়, আবার অর্থেরও ব্যয় আছে। টেকনোক্রেট কোটায় কেবিনেটে ৫ : ১ করা যায় কি? সরকারীভাবে কোনো নেতার জন্মদিন বা মৃত্যুদিবস পালন না করে দলীয়ভাবে পালনের জন্য অনুরোধ করছি। সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে আইন শৃঙ্খলার কাজে ব্যবহার করা যাবে না। কেননা পুলিশের মতো যদি বিজিবির হাতে ছাত্র জনতা খুন হতেন এবং তারা পুলিশের মতো কর্মবিরতি পালন করতেন তাহলে সীমান্তে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হত। ৭০ নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করে দলের বিপক্ষে ভোট বা কথা বলার সুযোগ এমপিদের দিতে হবে। রাজনৈতিক সমঝোতার প্রতিফলন কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থার স্থায়ী রূপ দিতে হবে। স্পীকারকে দলীয় প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে। কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেওয়া যাবে না। দেশের প্রতিটি নাগরিককে প্রতিবছর আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী জমা দিতে হবে। কোনো নাগরিক যদি আয়-ব্যয়ের অসত্য তথ্য প্রদান করে তবে তার সম্পদ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে, রাষ্ট্রীয় মালিকানায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অর্থ পাচার রোধে টাস্কফোর্স গঠন, স্বাধীন দূদক, জনবান্ধব পুলিশ কমিশন, ইসিসহ সকল সাংবিধানিক পদসমূহে নির্দলীয় নিরপেক্ষ যোগ্য ও সৎ মেধাবীদের মূল্যায়ন করতে হবে। স্বাধীন সার্বভৌম দেশে লেজুড়বৃত্তিক ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি অপ্রয়োজনীয়। তারা নিজস্ব ব্যানারে থাকতে পারবে, কোনো দলীয় ব্যানারে নয়। রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রতিটি আসনে দলীয় মনোনয়নের পূর্বে তাদের ত্যাগী নেতাদের মূল্যায়ন করা কর্তব্য, এমন রাজনৈতিক সংস্কৃতি চর্চা অবশ্য তাদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। বিগত ১৫/১৬ বছরের ইতিহাস এমন দুর্ভাগ্যজনকভাবে চলে গিয়েছিল যে, 'সাবেক তিনজন প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধেও অবমাননার অভিযোগ রয়েছে। অবমাননা বলতে আইনগত কর্তৃত্ব বহির্ভূতভাবে রায় দেওয়ার অভিযোগ। যা অত্যন্ত দুঃখজনক। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা নোবেল বিজয়ী ৮৪ বছরের চিরতরুণ প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস স্যারের ভাষণের সবটুকুই চমৎকার। তিনি বলেন, "আমরা সংস্কার চাই। আমাদের একান্ত অনুরোধ, আমাদের ওপর যে সংস্কারের গুরুদায়িত্ব দিয়েছেন, সেই দায়িত্ব দিয়ে আপনারা দর্শকের গ্যালারিতে চলে যাবেন না। আপনারা আমাদের সংগে থাকুন। আমরা একসংগে সংস্কার করব। এটা আমাদের সবার দায়িত্ব। আপনারা নিজ নিজ জগতে সংস্কার আনুন।" আমি অতি সাধারণ এক নাগরিক আমার মনের ভাবনাগুলো আমি লিখে শেয়ার করতেই পারি, তাই লিখেছি। আমাদের সবাইকে দেশ ও জাতির স্বার্থে এখনই কাজ করতে হবে। পরিবার, প্রিয়জন বা সন্তান হারানোর ঐ আহত নিহতদের নিজেদের আপনজন ভেবে ছোটখাট মতভেদ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। দেশপ্রেম চিরতরে অম্লান আর অটুট থাকুক, যেন আজীবন দ্বিতীয় স্বাধীনতা বা বিপ্লবের চেতনা হারিয়ে না যায়। বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ হোক, সবার জীবন ও মরণের বাংলাদেশ। কার্যকর সংস্কারের সাথে সাথেই এগিয়ে আসুক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। ☒

সরল দীন: যা জানা আবশ্যক

–আবু ফাইয়ায মুহাম্মদ গোলাম রহমান

❖ 'ইবাদত কী এবং কত প্রকার?

✍ আল্লাহ প্রদত্ত এবং নবী মুহাম্মদ (ﷺ) প্রদর্শিত বিধি-বিধান কার্যে পরিণত করা এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে মহান আল্লাহর দাসত্ব বরণ করে নেওয়াকে 'ইবাদত বলে। 'ইবাদত সাধারণত দুই প্রকার। যথা-

০১. **ফর্‌য 'ইবাদত:** যা সম্পাদন করা প্রত্যেক মু'মিনের জন্য আবশ্যক এবং ত্যাগ করলে কবীরা গুনাহ হবে। যেমন- প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা, রমাযান মাসে সওম পালন করা, সামর্থ্যবানদের পক্ষ হতে যাকাত দেওয়া ও হজ্জ সম্পাদন করা প্রভৃতি।

০২. **নফল 'ইবাদত:** যা ঐচ্ছিক। সম্পাদন করলে প্রভূত কল্যাণ ও সাওয়াব অর্জিত হবে, কিন্তু পরিত্যাগ করলে গুনাহ হবে না। তবে এমন কিছু নফল 'ইবাদত আছে, যা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ পর্যায়ের, অতএব তা পরিত্যাগ করা উচিত নয়। যেমন- দুই ঈদের সালাত, বিতর সালাত।

উল্লেখ্য যে, কোনো নফল 'ইবাদতের মান্নত করা হলে, তখন তা মান্নতকারীর জন্য অবশ্য পালনীয় বা ফর্‌য-এ পরিণত হবে।

❖ 'ইবাদত কবুল হওয়ার শর্তগুলো কী কী?

✍ 'ইবাদত সম্পাদন করলেই তা আল্লাহ তা'আলার কাছে গৃহীত হবে, এমনটি নয়। বরং 'ইবাদত কবুল হওয়ার কিছু শর্ত রয়েছে; সে শর্তগুলো পূরণ করা অতি আবশ্যক; অন্যথায় সে 'ইবাদত আল্লাহ তা'আলার কাছে কবুলযোগ্য হবে না। শর্তসমূহ নিম্নরূপ:

০১. 'ইবাদত একমাত্র মহান আল্লাহ'র জন্যই নির্ধারিত। সেখানে বিন্দুমাত্র শির্কের সংমিশ্রণ ঘটলে সে 'ইবাদত বাতিল বলে গণ্য হবে। *[সূরা আল কাহ্‌ফ: ১১০]*

০২. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে পদ্ধতিতে 'ইবাদত করেছেন বা করতে বলেছেন, হুবহু সেই পদ্ধতি অবলম্বন করা। পদ্ধতিতে ভিন্নতা আসলে তা বিদআত বলে গণ্য হবে এবং কবুলযোগ্য হবে না। *[সহীহ মুসলিম- হা. ১৭১৮]*

০৩. পূর্ণ খুলুসিয়াত নিয়ে 'ইবাদত সম্পাদন করতে করা– *[সূরা আয্ যুমার: ১১]*। কোনোপ্রকার সংশয়-সন্দেহ নিয়ে 'ইবাদত করলে, তা কবুলযোগ্য হবে না।

০৪. 'ইবাদতকারীর উপার্জন হালাল হওয়া। হারাম উপার্জন ও ভক্ষণকারীর 'ইবাদত কবুলযোগ্য নয়। *[সহীহ মুসলিম; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ২৭৬০]*

❖ 'ইবাদতের ক্ষেত্রে ইহসানের সর্বোচ্চ স্তর কী?

✍ 'ইবাদতের ক্ষেত্রে ইহসানের সর্বোচ্চ স্তর হলো– বান্দা এমনভাবে মহান আল্লাহর 'ইবাদত করবে, যেন আল্লাহ তা'আলাকে দেখছেন অথবা মনের মধ্যে এমন অনুভূতি জাগ্রত রাখবে যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে দেখছেন। *[সহীহুল বুখারী- হা. ৫০; সহীহ মুসলিম- হা. ৮]*

উপর্যুক্ত অনুভূতি 'ইবাদতকারীর মনে খুশু (আল্লাহভীতি), খুযু (বিনয়-নম্রতা-স্থীরতা) ও ইতমিনান (প্রশান্তি) নিয়ে আসবে।

❖ হক্ব-এর পরিচয় এবং প্রকারভেদ কী কী?

✍ হক্ব-এর শাব্দিক অর্থ সত্য, যা মিথ্যার বিপরীত। অন্য অর্থে প্রাপ্য অংশ বা অধিকার। অর্থাৎ- যার যতটুকু প্রাপ্য তাকে যথাযথভাবে তা ফিরিয়ে দেওয়া। প্রধানত হক্ব দুই প্রকার। যথা-

০১. হাক্বুল্লাহ বা আল্লাহ তা'আলার হক্ব এবং

০২. হাক্বুল ইবাদ বা বান্দার হক্ব। *[সহীহুল বুখারী- হা. ২৮৫৬; সহীহ মুসলিম- হা. ৩০]*

❖ হাক্বুল ইবাদ বা বান্দার হক্ব কী কী?

বান্দার হক্ব প্রধানত দু'টি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। যথা-

০১. সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার সাথে। অর্থাৎ- বান্দার কাছে আল্লাহ তা'আলার প্রাপ্য অধিকার এবং

০২. বান্দার পারস্পরিক হক্ব। অর্থাৎ- এক ব্যক্তির কাছে অন্য ব্যক্তির প্রাপ্য অধিকার বা মানুষের কাছে অন্যান্য সৃষ্টিজীবের হক্ব বা অধিকারসমূহ। *[সহীহুল বুখারী- হা. ২৮৫৬; সহীহ মুসলিম- হা. ৩০]*

❖ বান্দার কাছে আল্লাহ তা'আলার প্রাপ্য হক্ব বা অধিকার (হাক্বুল্লাহ) কী কী?

বান্দার নিকট আল্লাহ তা'আলার মৌলিক হক্ব বা প্রাপ্য অধিকার হলো–

০১. বান্দা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদত করবে;

০২. বান্দা কোনো অবস্থাতেই মহান আল্লাহর সাথে অন্য কিছু শরীক করবে না;

০৩. মহান আল্লাহর আদেশসমূহ যথাযথ প্রতিপালন করবে এবং

০৪. তাঁর নিষেধসমূহ সর্বৈব বর্জন করবে। *[সহীহুল বুখারী- হা. ২৮৫৬; সহীহ মুসলিম- হা. ৩০]*

❖ মহান আল্লাহর কাছে বান্দার প্রাপ্য হক্ব বা অধিকার (হাক্কুল ইবাদ) কী কী?

আল্লাহ তা'আলার কাছে বান্দার প্রাপ্য হক্ব হলো–

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করবে না, আল্লাহ তা'আলা তাকে শাস্তি দিবেন না। *[সহীহুল বুখারী- হা. ২৮৫৬; সহীহ মুসলিম- হা. ৩০]*

এছাড়াও আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টিসমূহকে খাদ্য-পানীয়, আলো-বাতাস প্রভৃতি নিয়ামতরাজি দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন, যা স্বীয় সৃষ্টির প্রতি মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ।

❖ একজন মুসলিমের কাছে পবিত্র কুরআন-এর কী কী হক্ব রয়েছে?

মুসলিম জীবনে পবিত্র কুরআনের গুরুত্ব অপরিসীম। এ জন্য প্রতিটি মুসলিমের উপর আবশ্যক পবিত্র কুরআনের নিম্নবর্ণিত হক্বসমূহ আদায় করা। মুসলিমের কাছে পবিত্র কুরআনের হক্বসমূহ হলো–

০১. এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, পবিত্র কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম এবং মহান আল্লাহর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত। এটি কোনো সৃষ্টবস্তু নয়।

০২. এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, পবিত্র কুরআন সকলপ্রকার সংশয়-সন্দেহের ঊর্ধ্বে, নির্ভুল ঐশী কিতাব।

০৩. নিয়মিত পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা ও সহীহ-শুদ্ধ তিলাওয়াতের ব্যাপারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

০৪. যখন পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, তখন মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা।

০৫. পবিত্র কুরআনের অনুশীলন, হিফযকরণ ও সংরক্ষণে সর্বদা সচেষ্ট থাকা।

০৬. পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করা এবং সে অনুযায়ী 'আমল করা।

০৭. পবিত্র কুরআনের যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা এবং

০৮. পবিত্র কুরআনের বাণী প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করা। *[সূরা আত্ তাওবাহ: ৬; সূরা আশ্ শূরা-: ৫১; সূরা আল বাক্বারাহ: ১৮৫; সূরা আল মায়িদাহ: ১৫-১৬, ৪৮; সূরা আল ফুরক্বা-ন: ১; সূরা আল জিন্: ১-২, সূরা আল আন'আম: ১৯; সূরা আন্ নিসা: ১০৫; সূরা আ-লি 'ইমরান: ৮৫; মুসনাদে আহমাদ- হা. ১৫১৫৬; শু'আবুল ঈমান- বায়হাক্বী, হা. ১৭৪; সূরা আল আ'রাফ: ১৫৭; সূরা আল হিজর: ৯, ৮৭; সূরা ফুস্সিলাত: ৪২; সূরা আল ক্বিয়া-মাহ: ১৭-১৯; সূরা আল ইসরা: ৮৮; সূরা আত্ ত্বূর: ৩৩-৩৪; সহীহুল বুখারী- হা. ৪৯৮১, ৭২৭৪; সহীহ মুসলিম- হা. ১৫২; সূরা আন্ নাহ্ল: ৮৯; সূরা আল আন'আম: ৩৮; সূরা আল ক্বামার: ১৭; সূরা সোয়াদ: ২৯; সূরা আশ্ শূরা-: ১৩; সূরা হূদ: ১০০, ১২০; সূরা ত্ব-হা-: ৯৯]*

❖ স্বীয় উম্মতের উপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কী কী হক্ব রয়েছে?

সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মদ (ﷺ) আমাদের নবী ও রাসূল। আমরা তাঁর উম্মাহ। উম্মাহ হিসেবে আমাদের উপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রাপ্য কতিপয় হক্ব বা অধিকার রয়েছে। নিম্নে তা প্রদত্ত হলো–

০১. মুহাম্মদ (ﷺ) মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী ও রাসূল। সেই নবুওয়াত ও রিসালাতের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনা। *[সূরা আল আ'রাফ: ১৫৭]*

০২. নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-কে প্রেরণের মধ্য দিয়ে রিসালাত ও নবুওয়াত-এর সমাপ্তি ঘটেছে এবং তাঁর মাধ্যমে নবুওয়াত ও রিসালাত পূর্ণতা লাভ করেছে– এ বিশ্বাস পোষণ করা। *[সূরা আন্ নিসা: ৬৫]*

০৩. মুহাম্মদ (ﷺ) আমাদের জন্য যে বিধান নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করা এবং যে সকল বিষয়ে নিষেধ করেছেন, তা পরিপূর্ণ বর্জন করা। *[সূরা আল হাশ্র: ৭]*

০৪. পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এমনকি নিজের জীবনের থেকেও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে অধিক ভালোবাসা। *[সূরা আল আহ্যা-ব: ৬ ও ৫৬; সূরা আল ফাত্হ: ৮-৯]*

০৫. নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে প্রাণপণ সচেষ্ট থাকা। *[সূরা আল আহ্যা-ব: ৩৩]*

০৬. নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর সুন্নাহ, তাঁর আদত ও স্বভাব-চরিত্র অনুকরণ ও অনুসরণ করা। *[সূরা আল আহ্যা-ব: ২১]*

০৭. নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর মহান রিসালাতকে সর্বসাধারণের মাঝে পৌঁছে দেওয়া– *[সূরা আল আ'রাফ: ১৫৮]* এবং

০৮. মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করা। *[সহীহুল বুখারী- হা. ৩৩৭০; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৯১৯]*

❖ পিতা-মাতার নিকট সন্তানের প্রাপ্য হক্ব বা অধিকার কী কী?

মহান আল্লাহর অনুগ্রহে পিতা-মাতার মাধ্যমে সন্তান পৃথিবীতে আগমন করে। সেই সন্তানকে আদব-আখলাক ও দীনী ইল্ম শিক্ষা দান ও উপার্জনে সক্ষম করে গড়ে তোলার দায়িত্ব পিতা-মাতার। সন্তান জন্মের পর হতে তাকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার যে প্রক্রিয়া, এটিই পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের হক্ব বা অধিকার। উল্লেখযোগ্য হক্ব বা অধিকারসমূহ–

০১. জন্মের পর হতে দুই বছর পর্যন্ত মাতৃস্নেহে দুগ্ধ পান করানো। *[সূরা আল বাক্বারাহ: ২৩৩]*

০২. জন্মের পর সপ্তম দিনে 'আক্বীক্বাহ্ করা, উত্তম নাম রাখা, মাথা মুণ্ডন করা এবং চুলের ওজনে সাদাক্বাহ্ করা। *[জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১৫২২; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৪২২০; সুনান আবূ দাউদ- হা. ২৮৩৮, আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) সহীহ বলেছেন]*

০৩. পুত্র সন্তানকে খাৎনা করানো। *[সহীহুল বুখারী- হা. ৫৮৮৯; সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৭]*

০৪. পিতৃস্নেহে সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করা। *[সূরা আল বাক্বারাহ: ২৩৩]*

০৫. পবিত্র কুরআন শিক্ষা দেওয়া। *[সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২২৪, সহীহ]*

০৬. দীনের জ্ঞান, আদব-আখলাক ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া। *[ফাতাওয়া লাজনাতুদ দায়িমাহ্- ১২/৯০, ৯১ পৃ.]*

০৭. সাত বছর বয়স থেকে সালাত আদায়ের প্রতি উৎসাহিতকরণ এবং পর্যায়ক্রমে ফরয 'ইবাদতের আদেশ দেওয়া। *[ফাতাওয়া লাজনাতুদ দায়িমাহ্- ১২/৯০, ৯১ পৃ.]*

০৮. উপার্জনক্ষম করে গড়ে তোলা।

০৯. সঠিক সময়ে বিবাহ দেওয়া– *[জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১০৮৪; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৯৬৭, হাসান]* এবং

১০. সন্তানের জন্য দু'আ করা– *[সূরা আস্ সা-ফ্ফা-ত: ১০০]* প্রভৃতি।

❖ সন্তানের নিকট পিতা-মাতার প্রাপ্য হক্ব কী কী?

পিতা-মাতার দায়িত্ব যথাসম্ভব সুষ্ঠু-সুন্দরভাবে সন্তান প্রতিপালন করা, অনুরূপ নির্দিষ্ট বয়সের পর সন্তানের উপরও কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য অর্পিত হয়। সেই দায়িত্ববোধ থেকে সন্তান স্বীয় পিতার খিদমতে নিয়োজিত হবে, আর এটাই সন্তানের নিকট পিতামাতার প্রাপ্য হক্ব। পিতা-মাতার প্রাপ্য মৌলিক হক্ব বা অধিকারসমূহ–

০১. পিতা-মাতার প্রতি ইহসান করা। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় 'ইবাদতের পরেই পিতা-মাতার প্রতি ইহসান করার নির্দেশ দিয়েছেন। *[সূরা আল বাক্বারাহ: ৮৩]*

০২. কখনোই পিতা-মাতার ব্যাপারে ধৈর্য্যহারা হওয়া যাবে না, এমনকি তাঁদের প্রতি বিরক্তিসূচক 'উহ্' শব্দটিও উচ্চারণ না করা। *[সূরা 'ইস্রা: ২৩]*

০৩. ইসলামী শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক এমন আদেশ ব্যতীত, তাঁদের সকল আদেশ যথাযথ প্রতিপালন করা। *[সূরা লুক্বমা-ন: ১৫]*

০৪. পিতা-মাতার চাহিদাকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং সামর্থ্য মোতাবেক তা পূরণে সচেষ্ট হওয়া। *[মুসনাদে আহমাদ- হা. ৬৬৭৮]*

০৫. পিতা-মাতার খোঁজ-খবর নেওয়া ও তাঁদের সেবা-শুশ্রূষা করা। *[সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৪৯]*

০৬. পিতা-মাতার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে সম্মান করা এবং তাদের সাথে সখ্যতা বজায় রাখা।

০৭. পিতা-মাতার কল্যাণ কামনা করে মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করা। *[সূরা বানী ইস্রা-ঈল: ২৩-২৪]*

০৮. পিতা-মাতার ঐ সকল ওসীয়ত ও মান্নত পূরণ করা; যা শরীয়ত পরিপন্থী নয়।

০৯. পিতা-মাতার পক্ষ থেকে দান-সাদাক্বাহ্ এবং হজ্জ-উমরাহ পালন করা। *[সহীহুল বুখারী- হা. ২৭৫৬]*

১০. মৃত্যুর পর তাঁদের মাগফিরাত কামনা করে দু'আ করা এবং তাদের কবর যিয়ারত করা প্রভৃতি। *[সূরা বানী ইস্রা-ঈল: ২৩-২৪]*

❖ মুসলিমদের পারস্পরিক হক্ব কয়টি ও কী কী?

একজন মুসলিমের অপর মুসলিমের ছয়টি হক্ব বা অধিকার রয়েছে। এই পারস্পরিক হক্বসমূহ আদায় করতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আদেশ করেছেন। সেগুলো হলো–

০১. মুসলিমদের পারস্পরিক সাক্ষাতে সালাম করা;

০২. কোনো মুসলিম দাওয়াত দিলে তা গ্রহণ করা;

০৩. কোনো মুসলিম পরামর্শ চাইলে তাকে সৎ পরামর্শ দেওয়া;

০৪. মুসলিম ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বললে তার জন্য রহমতের দু'আ করা অর্থাৎ- ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা;

০৫. কোনো মুসলিম অসুস্থ হলে তার সেবা-শুশ্রূষা করা এবং

০৬. মৃত্যুবরণ করলে জানাযা ও দাফনে শরীক হওয়া। *[সহীহ মুসলিম- হা. ২১৬২]*

❖ আত্মীয়-স্বজনের পারস্পরিক অধিকারসমূহ কী কী?

ইসলাম আত্মীয়-স্বজনের অধিকার সংরক্ষণে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। এমনকি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জন্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না বলে সতর্ক করা হয়েছে। আত্মীয়-স্বজনের মৌলিক হক্ব বা অধিকারগুলো নিম্নরূপ:

০১. যে কোনো মূল্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখা এবং ছিন্ন না করা; *[সহীহুল বুখারী- হা. ১৩৯৬]*

০২. তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা ও খোঁজ-খবর নেওয়া; *[সূরা আন্ নিসা: ৩৬]*

০৩. অভাবী আত্মীয়-স্বজনকে অর্থ ও খাদ্যসামগ্রী দিয়ে সহযোগিতা করা; *[সূরা বানী ইস্রা-ঈল: ২৬; সূরা আর্ রূম: ৩৮]*

০৪. সম্মানের সাথে আত্মীয়-স্বজনের মেহমানদারী করা; *[সহীহুল বুখারী- হা. ১৩৯৬]*

০৫. বিভিন্ন উপলক্ষ্যে আত্মীয়-স্বজনকে আমন্ত্রণ জানানো; *[আল আদাবুল মুফরাদ- হা. ৪৯]*

০৬. বিপদগ্রস্ত হলে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা;

০৭. অসুস্থ হলে বিশেষ খোঁজ-খবর নেওয়া এবং প্রয়োজনীয় সেবাশুশ্রূষা করা;

০৮. আত্মীয়-স্বজনকে দীন ও শরীয়তের ব্যাপারে উপদেশ দেওয়া ও সতর্ক করা।

০৯. আত্মীয় স্বজনের কল্যাণ কামনা করে দু'আ করা।

১০. মৃত্যুবরণ করলে জানাযা ও দাফনে শরীক হওয়া প্রভৃতি। *[সহীহ মুসলিম- হা. ২১৬২]*

❖ আত্মীয়-স্বজনের প্রকারভেদ ও শ্রেণিবিন্যাস কিরূপ?

প্রথমতঃ আত্মীয় দুই প্রকারের। যথা- **(১)** রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়, **(২)** বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়। তবে হক্ব বা অধিকারের শ্রেণিবিন্যাস অনুসারে আত্মীয় তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা-

০১. অধিকারের শ্রেণিবিন্যাসে প্রথম প্রকার আত্মীয় পিতার সাথে সম্পর্কিত। যথা- দাদা-দাদী, চাচা ফুফু ইত্যাদি।

০২. অধিকারের শ্রেণিবিন্যাসে দ্বিতীয় প্রকার আত্মীয় মাতার সাথে সম্পর্কিত। যথা- নানা-নানী, মামা, খালা ইত্যাদি।

০৩. অধিকারের শ্রেণিবিন্যাসে সর্বশেষ প্রকার আত্মীয় বিবাহের সাথে সম্পর্কিত। যথা- শ্বশুর-শাশুড়ি, শ্যালক-শালিকা। *[সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৪৩, মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১৯১৬]*

❖ প্রতিবেশীর পারস্পরিক অধিকারসমূহ কী কী?

আমাদের আশেপাশে যারা বসবাস করেন তারা আমাদের প্রতিবেশী। প্রতিবেশীর অধিকার সংরক্ষণ করা ঈমানী দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একাধিক হাদীসে প্রতিবেশীর হক্ব সম্পর্কে গুরুত্বারোপ করেছেন। প্রতিবেশীদের পারস্পরিক উল্লেখযোগ্য অধিকারসমূহ প্রদত্ত হলো–

০১. প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করা ও সুসম্পর্ক বজায় রাখা; *[সূরা আন্ নিসা: ৩৬; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৪৭৫; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৫১৭১]*

০২. প্রতিবেশী কষ্ট পায় এমন আচরণ ও কাজ থেকে বিরত থাকা; *[সহীহুল বুখারী- হা. ৫৬৭২; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৫১৫৬]*

০৩. অভুক্ত প্রতিবেশীর গৃহে সাধ্যমত খাদ্য পৌঁছানো; *[মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৪৯৯১; আদাবুল মুফরাদ- হা. ১১২; সিলসিলাহ সহীহাহ্- হা. ১৪৯]*

০৪. প্রতিবেশীর দাওয়াত বা নিমন্ত্রণ কবুল করা;

০৫. প্রতিবেশীর জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রুর হিফাযত করা;

০৬. প্রতিবেশীর দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা;

০৭. প্রতিবেশীর প্রয়োজন পূরণে সাধ্যমত সহযোগিতা ও কর্যে হাসানা প্রদান করা; *[সূরা আত্ তাগা-বুন: ১৭; সহীহ মুসলিম- হা. ২৬৯৯; সিলসিলাহ সহীহাহ্- হা. ৩৪০৭]*

০৮. প্রতিবেশীর শোক-দুঃখে পাশে থাকা ও সান্ত্বনা দেওয়া; *[সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৬০১; ইরওয়াউল গালীল- হা. ৭৬৪, সানাদ হাসান]*

০৯. দীনের ব্যাপারে উপদেশ দেওয়া ও সতর্ক করা;

১০. প্রতিবেশীর জানাযা ও দাফনে শরীক হওয়া; *[সহীহ মুসলিম; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১৫২৫]*

১১. প্রতিবেশীর মৃত্যুতে তাদের গৃহে খাদ্য পৌঁছানো প্রভৃতি। *[মুসনাদে আহমাদ- হা. ১৭৫১]*

❖ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিবেশীর শ্রেণিবিন্যাস কীরূপ?

কোন প্রকারের প্রতিবেশী সর্বাধিক হক্বদার তা তিনটি শ্রেণিতে বিন্যাস করা হয়েছে–

০১. অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সর্বাধিক হক্বদার প্রতিবেশীর তিনটি বৈশিষ্ট্য। যথা- **প্রথমতঃ** আত্মীয়, **দ্বিতীয়তঃ** মুসলিম এবং **তৃতীয়তঃ** প্রতিবেশী।

০২. অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দ্বিতীয় অগ্রাধিকার প্রাপ্ত পরিবার হলো– **প্রথমতঃ** মুসলিম এবং **দ্বিতীয়তঃ** প্রতিবেশী।

০৩. অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সর্বশেষ হক্বদার হলো অমুসলিম প্রতিবেশী। *[সূরা আন্ নিসা: ৩৬; আদাবুল মুফরাদ- হা. ১১৫, ১১৭; সহীহুল জামে'- হা. ৩২৭০; সিলসিলাহ সহীহাহ্- হা. ১৭০]*

❖ একজন ঈমানদারের কাছে রাস্তার কী কী হক্ব রয়েছে?

আমরা যেপথে চলাচল করি, আমাদের উপর সেই রাস্তারও কিছু হক্ব রয়েছে। যা আদায় করা প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্যের অংশ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বীয় উম্মতকে রাস্তার উপর বসতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, একান্ত যদি বসতেই হয় রাস্তার হক্বসমূহ আদায় করবে। রাস্তার হক্বসমূহ নিম্নরূপ:

০১. দৃষ্টি সংযত (নিম্নগামী) রাখা এবং কাউকে কষ্ট না দেওয়া।

০২. সালামের প্রতি-উত্তর বা জবাব প্রদান করা।

০৩. সৎকাজের আদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজে বাঁধা প্রদান করা।

০৪. পথহারা পথিককে পথ দেখাতে সাহায্য করা। *[সহীহুল বুখারী- হা. ২৪৬৫]*

০৫. পথিকের বোঝা বহনে তাকে সহযোগিতা করা;

০৬. অসহায় ও বিপদগ্রস্ত পথিককে পথ চলতে সাহায্য করা এবং

০৭. অহংকার ও দম্ভভরে চলাচল না করা। ☒

অভিমত

বায়তুল মুকাররম-এ খতীব নিয়োগ: একটি অভিব্যক্তি

–মুহাম্মদ মাশহুদুল বাসেত*

মুসলিম হিসাবে ইসলামের মৌলিক জ্ঞান অর্জনে সচেষ্ট, আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অতি নগণ্য এক বান্দা। সম্মানিত উলামা কিরামের বিষয়ে কিছু বলা ধৃষ্টতা জ্ঞান করি। তবে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ'র নেতৃত্ব দানকারী শ্রদ্ধেয় উলামায়ে কিরাম যখন মহান আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশকে পাশ কাটিয়ে ভিন্ন মত ও পথে নিজেদেরকে পরিচালিত করে, তখন বেদনাহত হই।

মোট জনসংখ্যার নব্বই ভাগ মুসলিমের বসবাস এই বাংলাদেশে। বাংলাদেশের জাতীয় মাসজিদ বায়তুল মোকাররম। সম্প্রতি জাতীয় মসজিদের খতীব হিসাবে নিয়োগ পেয়েছেন বিশিষ্ট আলেম শাইখ আব্দুল মালেক (হাফিযাহুল্লাহ)। সুপরিচিত আলেমগণের মধ্যে তাঁর নাম তেমন চোখে না পড়লেও, দেশব্যাপী আলেমদের প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাঁর ওয়াজের একটি ভিডিও ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেখানে তিনি শক্তিশালী দলিলেরভিত্তিতে সালাতে আস্তে আমীন বলাকে সমর্থন করেছেন।

দীনের বিদ্বানগণসহ ইতিহাস আশ্রয়ী সাধারণ মুসলিমগণও ইসলামে অবিস্মরণীয় ইমামগণের অসামান্য অবদান সম্পর্কে সাম্যক অবগত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাহর উপস্থিতিতে তাঁদের সিদ্ধান্ত ও মতকে দেয়ালে ছুঁড়ে ফেলার কথা বলে ইমামগণ তাদের লক্ষ্য ও ভিশন সুস্পষ্ট করেছেন। কিন্তু মুসলিম জাতির দুর্ভাগ্য হলো, স্বয়ং ইমামগণের নীতি-আদর্শের বিরুদ্ধে গিয়ে, তাঁদেরই নামে মাযহাব বানিয়ে নেওয়া। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوْ اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসকে কামনা করে, সে যেন অধিক হারে আল্লাহকে স্মরণ করে।"[১১২]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, "হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং আনুগত্য করো রাসূলের, আর তোমরা তোমাদের 'আমলসমূহ বিনষ্ট করো না।"[১১৩]

শ্রদ্ধেয় পিতা শাইখ যিল্লুল বাসেত (রাহিমাহুল্লাহ)-এর 'ইল্‌মহীন সন্তান হিসাবে তাঁর বিশেষ একটি স্মৃতিকথা প্রাসঙ্গিক হিসাবে উল্লেখ করা যৌক্তিক মনে করছি– তিনি ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসায় অধ্যয়নকালে মাদ্‌রাসার প্রিন্সিপাল ছিলেন সে সময়ের অন্যতম আলেমে দ্বীন ও তৎকালীন জাতীয় মসজিদের খতীব মাওলানা মুফতী আমিমুল এহসান (রাহিমাহুল্লাহ)। তিনি তাঁর ক্লাসে 'সালাতে বুকে হাত বাধা' ও 'রাফউল ইয়াদাইন' নিয়ে কতিপয় ছাত্রের সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হন। ধারাবাহিকভাবে কয়েক দিন ছাত্র-শিক্ষকের বিতর্ক অব্যহত থাকার পর, একপর্যায়ে উর্দুভাষী উস্তায উপমহাদেশের অন্যতম বিদগ্ধ আলেম মুফতি আমিমুল এহসান "ম্যায় হানাফী মাযহাব কা ঠিকাদার হো" বলে ছাত্র শিক্ষক বিতর্কের সমাপ্তি টানেন।

একটি মুসলিম রাষ্ট্রের জাতীয় মসজিদের ধর্মীয় গুরুত্ব যাই হোক না কেন, জাতীয় গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আর সে জন্য জাতীয় মসজিদের খতীবের বিজ্ঞতার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলতে চাই, তিনি নির্দিষ্ট কোনো মতের ঠিকাদার হবেন না; তিনি হবেন সকল পথ ও মতের উর্ধ্বে চূড়ান্তভাবে আল্লাহ তা'আলার কালাম ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সহীহ সুন্নাহর অতন্দ্রপ্রহরী। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিন ও সেই পথের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন –আমীন। ☒

** সহ-সভাপতি, উত্তরা এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

[১১২] *সূরা আল আহযা-ব: ২১।*

[১১৩] *সূরা মুহাম্মদ।*

জমঈয়ত সংবাদ

কিশোরগঞ্জ জেলা জমঈয়তের কাউন্সিল অধিবেশন

গত ০৮ নভেম্বর শুক্রবার, কিশোরগঞ্জ জেলার দৌলতপুর মারকাজ আবু বকর আস্ সিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রাঙ্গণে কিশোরগঞ্জ জেলা জমঈয়তের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা জমঈয়তের সভাপতি শাইখ ইদ্রিস আলী মাদানী। বিকাল সাড়ে তিনটায় পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে প্রোগ্রাম শুরু হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি শাইখ মুফায্যল হুসাইন মাদানী ও প্রফেসর ড. মো: ওসমান গনী, সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুল মাতীন, প্রবাস ও বিদেশ বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী, কেন্দ্রীয় শুব্বান সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল ফারুক, সাবেক সভাপতি শাইখ ইসহাক বিন ইরশাদ মাদানী প্রমুখ।

সার্বিক তত্ত্বাবধান ও অনুষ্ঠান সঞ্চলনায় ছিলেন কিশোরগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি শাইখ উবায়দুল্লাহ মাদানী। উপস্থিত ছিলেন জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সর্বস্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ। অতঃপর কিশোরগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর পূর্ববর্তী কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। **কমিটির বিবরণ নিম্নরূপঃ**

শাইখ উবায়দুল্লাহ মাদানী– সভাপতি, সহ-সভাপতিবৃন্দ- শাইখ ফজলুল হক, ডা. মোছলেহ উদ্দিন, হাফেজ জিয়াউর রহমান বিন আব্দুল কুদ্দুস ও শাইখ ফরিদ আহমাদ, সেক্রেটারি- শাইখ মো. শহীদুল ইসলাম বিন আব্দুল লতিফ, কোষাধ্যক্ষ- মোহাম্মদ আলী (অব. আর্মি), সহকারী সেক্রেটারি-১- রিয়াজুল ইসলাম বিন শফিকুল ইসলাম, সহকারী সেক্রেটারি-২- ডা. মিজানুর রহমান সোহেল, সাংগঠনিক সেক্রেটারি- শাইখ শামসুল হক সবুজ, দাওয়াহ ও তাবলীগ সম্পাদক- শাইখ সাইফুল্লাহ বিন আব্দুর রশীদ মাদানী, তা'লীম ও তারবিয়াত সম্পাদক- শাইখ আব্দুল মালেক মাদানী, প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক- দিদারুল ইসলাম, শুব্বান বিষয়ক সম্পাদক- হাফেয শাইখ জুবাইর বিন আইনুদ্দিন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক- আব্দুন নূর বিন হাজী মৃত খুরশিদ আলম, সমাজসেবা ও জনকল্যাণ সম্পাদক- শাইখ মুকাররম হুসাইন, পাঠাগার সম্পাদক- ইসলাম উদ্দিন বিন আব্দুল বারীক, দফতর সম্পাদক- আব্দুল মান্নান।

সদস্যবৃন্দ– মনজু মিয়া আব্দুল খালেক, বকুল, ওবায়দুল্লাহ রতন (সাবেক আর্মি), হাফেজ নুরুল ইসলাম, জহিরুল ইসলাম, মাহবুবুর রহমান, দ্বীন ইসলাম, মোশারফ হোসেন, সাইফুল ইসলাম, বদরুল আলম বাবু, নজরুল ইসলাম, আব্দুর রাজ্জাক চপল, শাইখ ওয়াহিদুজ্জামান, শাইখ মতিউর রহমান, মো. সলিম উদ্দিন, মো. জসিম উদ্দিন, হাফেজ শফিকুল ইসলাম, শাইখ মুছলেহ উদ্দিন, মো. ওসমান বিন মির হুসেন।

উপদেষ্টা পরিষদ– শাইখ রায়হানুদ্দীন মাদানী, শাইখ আফতাব আহমদ আরাবী, শাইখ ইদ্রিস আলী মাদানী, শাইখ মোবারক হুসাইন, শাইখ আব্দুল কুদ্দুস জাফর, শাইখ ফজলুল হক, শাইখ মহিউদ্দিন (আমেরিকান প্রবাসী), শাইখ শাহাদাত হুসাইন, মোহাম্মাদ আলী প্রধান, শাহ আলম (আর্মী), আলহাজ মিয়া, প্রফেসর জসীম উদ্দিন, আব্দুল আওয়াল মুন্সি, আব্দুল আলী।

নোয়াগাঁও-কালনী, পাঁচরুখী ও কাঞ্চন এলাকা জমঈয়তের তাবলীগী সভা

নারায়ণগঞ্জ জেলার নোয়াগাঁও কালনী এলাকা জমঈয়ত ও শুব্বানের যৌথ উদ্যোগে মাসিক তাবলীগী সভা গত ১৯ অক্টোবর শনিবার অনুষ্ঠিত হয়। দিঘলিয়াটেক জামে মাসজিদে মসজিদ শাখার সভাপতি কাদির-এর সভাপতিত্বে বাদ মাগরিব প্রোগ্রাম শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মাসজিদের ইমাম হাফিয মাহাদী হাসান। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জেলা

জমঈয়তের মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক শাইখ অধ্যাপক আরমানুদ্দিন, নোয়াগাঁও কালনী এলাকা জমঈয়তের সেক্রেটারি মো. আব্দুল হান্নান মিয়া, জেলা শুব্বান সেক্রেটারি ও মজলিসে আম সদস্য শাইখ মো: রমজান মিয়া, দাউদপুর শুব্বান শাখার কোষাধ্যক্ষ শাইখ মো. ইমরান হোসেন প্রমুখ।

নারায়ণগঞ্জ জেলার পাঁচরুখী এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের উদ্যোগে ২৯তম মাসিক তাবলীগী সভা গত ২৬ অক্টোবর শনিবার পাঁচরুখী পশ্চিম পাড়া (বাড়ীপাড়া) বড়ো জামে মাসজিদ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন এলাকা জমঈয়তের সভাপতি মাওলানা মনিরুল ইসলাম। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন মসজিদ কমিটি সভাতি আলহাজ্জ মিলাদ ভূঁইয়া। বাদ আসর অনুষ্ঠিত এ প্রোগ্রামে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক ও জেলা সভাপতি শাইখ অধ্যাপক ফজলুল বারী খান (মিয়া সাহেব)। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের দাওয়াহ ও মিডিয়া বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ মাসউদুল আলম আল উমরী, কার্যনির্বাহী সদস্য শাইখ ড. মুযাফ্ফর বিন মুহসিন, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি শাইখ মো. ইকবাল হাসান, নায়াগাঁও পুরিন্দা এলাকা জমঈয়তের সাংগঠনিক সম্পাদক শাইখ কারী আমিনুল ইসলাম, পাঁচরুখী এলাকা জমঈয়তের প্রচার সম্পাদক শাইখ আবু হানিফ, জেলা শুব্বানের প্রচার সম্পাদক শাইখ হাফেয মকবুল হোসাইন, পাঁচরুখী এলাকা জমঈয়তের সেক্রেটারি আলহাজ্জ নাসির ভূঁইয়া, মসজিদ কমিটির সেক্রেটারি আলহাজ্জ আলী আহমাদ ভূঁইয়া প্রমুখ।

গত ৯ নভেম্বর শনিবার নারায়ণগঞ্জের কাঞ্চন এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর দাওয়া ও তাবলীগী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কাঞ্চন এলাকার কাটাখালি জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কাঞ্চন এলাকা জমঈয়তের সহ-সভাপতি আলহাজ্জ মুমিন উদ্দিন (মাস্টার)। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কাঞ্চন এলাকা জমঈয়তের উপদেষ্টা আবু সাদেক মিয়া, প্রধান আলোচক ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের দাওয়াহ ও মিডিয়া বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ মাসউদুল আলম আল উমরী এবং বিশেষ আলোচক ছিলেন নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি শাইখ মো. ইকবাল হাসান। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কাঞ্চন এলাকা জমঈয়তের সেক্রেটারি শাইখ হাফেয জুলফিকার আলী, সহকারী কেক্রেটারি শাইখ আলিমুল্লাহ মিয়া, রূপগঞ্জ থানা শাখা শুব্বানের সভাপতি শাইখ কাজী খলিলুল্লাহ মোল্লা, কেন্দুয়াপাড়া জামে মাসজিদের খতীব শাইখ হাফেয শহিদুল ইসলাম শাহিন প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কাঞ্চন এলাকা জমঈয়তের সাংগঠনিক সম্পাদক আমানুল্লাহ আনু মিয়া।

মৃত্যু সংবাদ

ঐতিহ্যবাহী পুরাতন ঢাকার বংশাল-মালিবাগ পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদের মুতাওয়াল্লী, প্রবীণ সুশিক্ষিত ব্যক্তিত্ব আব্দুস সালাম বি.কম গত ২৩ অক্টোবর বুধবার সন্ধ্যায় বার্ধক্যজনিত অসুস্থাবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন– ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। নব্বই উর্ধ্ব বয়সী এই আলেমহিতৈষী ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত সজ্জন ও মুক্ত মনের মানুষ ছিলেন। সমাজ সংগঠক ও জনহিতৈষী মানুষ হিসেবে সকলের কাছে তিনি সমাদৃত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র, তিন কন্যা ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। রাত ১০টায় বিপুল সংখ্যক মুসল্লির উপস্থিতিতে পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদে তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন বিশিষ্ট আলেমে দীন হাফেয আব্দুস সামাদ মাদানী। অতঃপর তাঁকে বংশাল কবরস্থানে দাফন করা হয়।

উল্লেখ্য যে, তিনি দীর্ঘদিন ধরে পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদের সেক্রেটারি হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

মাইয়্যিতের মাগফিরাত ও জান্নাতুল ফেরদৌস কামনা করে সকলের নিকট দু'আ করার অনুরোধ জানিয়েছেন পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদের সেক্রেটারি আলহাজ্জ নূরুল ইসলাম। আল্লাহ তা'আলা মাইয়্যিতকে ক্ষমা ও জান্নাতুল ফেরদৌসের মেহমান হিসেবে কবূল করুন –আমীন।

অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশ: আমাদের সংস্কার ভাবন শীর্ষক আলোচনা

গত ৩ নভেম্বর রবিবার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর সি মজুমদার মিলনায়তনে 'ঢাবি প্রয়াস'-এর উদ্যোগে "অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশ: আমাদের সংস্কার ভাবনা" শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজের প্রফেসর ড. মো. মাসুদ আলমের সভাপতিত্বে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাস'ঊদ ও অধ্যাপক মুহাম্মাদ আসাদুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক মো. আরিফুল ইসলাম অপু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজের শিক্ষক মোস্তফা মানজুর, শুব্বানে সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ঢাবির লোক-প্রশাসন বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী মুহা. রেজাউল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শুব্বানের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক শাইখ তানযীল আহমাদ, বিশিষ্ট দাঈ' আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাজ্জাক প্রমুখ। সভায় স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপন করেন প্রয়াসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক।

বক্তাগণ আদর্শ সমাজ গঠনে ব্যক্তি সংস্কার, সমাজ সংস্কার, অর্থনৈতিক সংস্কার, রাষ্ট্রীয় সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার এবং রাজনৈতিক সংস্কার ভাবনা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। বক্তাগণ বলেন, আমরা এই ভূখণ্ডে এত স্বাধীনভাবে ইসলামের কথা বলতে পারছি যা অতীতে কখনো বলতে পারিনি। এই মুহূর্তে বিশেষত, ইসলামপন্থীদের মধ্যে বিভাজন কমিয়ে আনতে না পারলে রাষ্ট্র কাঠামোতে আমাদের কোনো অংশগ্রহণ থাকবে না, অন্যদিকে আমরা পিছিয়ে পড়ব। তারা আরো বলেন, রাষ্ট্রীয় সংস্কারের পাশাপাশি সামাজিক সংস্কারেও আমাদের আরো বেশি তৎপর হতে হবে। বক্তাগণ বলেন, আমরা এমন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা চাই যা এই ভূখণ্ডের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করবে এবং নাগরিকদের মাঝে সুবিচার কায়েম করবে।

আরবি বিভাগের শিক্ষার্থী মো. কামরুল ইসলামের কুরআন তিলাওয়াত এবং মো. দেলোয়ার হোসেন ও মো. কামরুল ইসলামের যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের শিক্ষার্থী ছাড়াও বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন।

বংলাদুয়ার শুব্বান শাখা পুনর্গঠন ও মাসিক আলোচনা সভা

গত ১২ নভেম্বর, মঙ্গলবার বাদ 'ইশা পুরাতন ঢাকার বাংলাদুয়ার জামে মসজিদে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদুয়ার শাখার উদ্যোগে, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শুব্বানের সভাপতি হাফেয ওয়াসিম উদ্দিন সজিব-এর সভাপতিত্বে "আদর্শ যুবকের বৈশিষ্ট্য ও আমাদের করণীয়" শীর্ষক মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

নির্ধারিত বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের ভারপ্রাপ্ত কোষাধ্যক্ষ আনোয়ারুল ইসলাম জাহাঙ্গীর, সহকারী সমাজসেবা ও জনকল্যাণ বিষয়ক সেক্রেটারি আলহাজ্জ আকমল হোসেন, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জমঈয়তের যুগ্ম-সেক্রেটারি শাইখ শামসুল হক শিবলি, বাংলাদেশ আহলে হাদীস তা'লিমী বোর্ডের প্রশাসনিক কর্মকর্তা শাইখ আনোয়ার মাদানী, মাদরাসাতুল হাদীস নাজির বাজারের ভাইস প্রিন্সিপাল শাইখ আল আমিন মাদানী, কেন্দ্রীয় শুব্বানের দফতর সম্পাদক হেদায়েতুল্লাহ, তথ্য-প্রযুক্তি সম্পাদক আবু বকর ইসহাক প্রমুখ।

আলোচনা শেষে বাংলাদুয়ার শুব্বান শাখার পূর্ণাঙ্গ নবনির্বাচিত কমিটির নাম ঘোষণা করেন জনাব আনোয়ারুল ইসলাম জাহাঙ্গীর। এতে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন হাফেয ওয়াসিম উদ্দিন সজিব এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন হাফেয ফেরদৌস ওয়াহিদ জিতু।

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদ্'আত, প্রত্যেকটি বিদ্'আতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১): ***রমাযান মাসের রোযা সেহরি না খেয়ে হবে কি?*** *সাইরুল সেলিম, সাতরওজা, ঢাকা।*

জবাব: রমাযানের সিয়াম ইসলামের চতুর্থ রূকন। এ গুরুত্বপূর্ণ ফর্য সিয়াম আদায় করার জন্য সুবহে সাদিক-এর পূর্বে অবশ্যই নিয়ত করতে হবে– ***(সহীহ আবূ দাঊদ- হা. ২৪৫৪; সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ৭৩০ ও সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ২৩৩৩)***। আর এ সময় সাহুর খাওয়া একটি বরকতপূর্ণ সুন্নাত– ***(সহীহুল বুখারী- হা. ১৯২৩ ও সহীহ মুসলিম- হা. ১০৯৫)***। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: "আমাদের সিয়াম ও ইয়াহুদীদের সিয়ামের মাঝে পার্থক্য হলো সহুর খাওয়া– ***(সহীহ মুসলিম- হা. ১০৯৬; সহীহ আন্ নাসায়ী- হা. ২১৬৫)***। কোনো ব্যক্তি সিয়াম পালনের নিয়তসহ ঘুমিয়ে পড়লে এবং সুবহে সাদিকের পূর্বে সাহুর খাওয়া সম্ভব না হলে সে এভাবেই সিয়াম পালন করবে। তার সিয়াম সঠিক হবে– ***(আল মুগনী- ৩/১০৯)***। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০২): ***নিয়মিত নেশা দ্রব্য পান করে এবং সালাত আদায় করে এমন ব্যক্তির সালাত হবে কি?*** *মো. মুকুল, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।*

জবাব: নিশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাত আদায় করলে ঐ ব্যক্তির সালাত বাতিল বলে গণ্য হবে– ***(সূরা আন্ নিসা: ৪৩)***। আর এমনিতে নেশাখোর ব্যক্তি হারামখোর। যদি সে নেশা ছেড়ে দিয়ে তাওবাহ্করত সালাত আদায় করে, তাহলে তা কবুল হবে; অন্যথায় নয়– ***(সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৩৭৭, ৪২৫০)***।

জিজ্ঞাসা (০৩): ***হানাফিদের মসজিদে নামায আদায় করার সময় হানাফিদের সাথে পা না মিলিয়ে নামায পড়লে নামায আদায় হবে কি?*** *আল আমিন বাংলাদুয়ার, ঢাকা।*

জবাব: জামা'আতে সালাত আদায় করার সময় মুসল্লিগণের পরস্পরে পায়ের সাথে পা ও কাঁধের সাথে কাঁধ মিলানো অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ সুন্নাত– ***(সহীহুল বুখারী- হা. ৬৮৬; সহীহ মুসলিম- হা. ৪২৫; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৬৬৬ ও সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৮১৯)***। আপনি পা মিলিয়ে দাঁড়াবেন, তখন কোনো হানাফী পা সরিয়ে ফেললে আপনার সালাত পরিপূর্ণ হবে। ঐ মুসল্লি একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত আদায় না করে সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। আপনার সালাতে কোনো অসুবিধা হবে না।

জিজ্ঞাসা (০৪): ***মানুষের বাড়িতে গিয়ে খতম পড়া কি জায়িয?*** *মো. বেলাল, সিক্কাটুলি, ঢাকা।*

জবাব: আমাদের সমাজে প্রচলিত যতপ্রকার খতম পড়ার রেওয়াজ চালু আছে, তা সবই বিদআত। কেননা, এরূপ খতম পড়ার কথা কুরআন ও হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত নয়। আর যা কুরআন-হাদীস বিরোধী, তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত। ***(সূরা আ-লি 'ইমরান: ৮৫; সহীহ মুসলিম- হা. ১৭১৮)***

জিজ্ঞাসা (০৫): ***জানাযার নামাযের দু'আ জোরে পড়া কি জায়িয?*** *নিজাম উদ্দিন, আব্দুল্লাহপুর, ঢাকা।*

জবাব: জানাযা বা মৃতব্যক্তির জন্য যে সালাত আদায় করা হয়, তা স্বশব্দে পড়া বিশুদ্ধ হাদীসসম্মত। সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) স্বশব্দে জানাযার সালাত আদায় করেছেন এবং বলেছেন: মানুষেরা জানুক –এটি সুন্নাত। ***(সহীহুল বুখারী- হা. ৪/১৩৯)***

জিজ্ঞাসা (০৬): ***উপযুক্ত বয়সে বিবাহ না করলে পাপ হবে কি?*** *রায়হান আহমেদ, নাজির বাজার, ঢাকা।*

জবাব: বিবাহ করার জন্য শারিরীক ও আর্থিক সক্ষমতা থাকতে হবে। এরূপ সক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি ব্যভিচারে

জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকলে তার জন্য বিয়ে করা ফর্‌য হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে নিজ জৈবিক চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে সে পাপী হবে না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আর্থিক সক্ষমতা নেই –এমন ব্যক্তিকে সিয়াম পালনের মাধ্যমে জৈবিক চাহিদা নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ দিয়েছেন। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৫০৬৬ ও সহীহ মুসলিম- হা. ১৪০০)*

জিজ্ঞাসা (০৭): ***সন্তান জন্মের ৭ দিনের মধ্যে 'আক্বিক্বাহ্ না দিলে পরবর্তীতে 'আক্বিক্বাহ্ দেওয়া জায়িয হবে কি?*** *ফায়সাল আহমেদ গেন্ডারিয়া, ঢাকা।*

জবাব: সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে 'আক্বীক্বাহ্ করা সুন্নাত– *(সহীহ আবূ দাঊদ- হা. ২৪৫৫)*। কোনো কারণে ৭ম দিনে 'আক্বীক্বাহ্ না করতে পারলে যথা সম্ভব নিকটতম সময়ের মধ্যে 'আক্বীক্বাহ্ করে ফেলবে– *(সহীহ আবূ দাঊদ- হা. ২৪৬৬)*।

জিজ্ঞাসা (০৮): ***মসজিদের ইমাম গুল, জর্দা, তামাক খায় এর পেছনে নামায হবে কি?*** *অমিত হাসান পঞ্চগড়।*

জবাব: গুল, জর্দা ও তামাকখোর ব্যক্তি ইমাম বানানো যাবে না। তবে কোথায়ও এরূপ ব্যক্তিকে ইমাম হয়ে গেলে তার পিছনে ইক্তেদা করে সালাত আদায় করলে তার সালাত হয়ে যাবে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৬৬২; ফাতওয়া শাইখ বিন বায- ১২/১২৩-১২৭)*

জিজ্ঞাসা (০৯): ***মা বাবা নামাযী কিন্তু ছেলেকে অনেক বুঝানোর পরেও নামায পড়ে না –এর জন্য করণীয় কি?*** *কেয়াম উদ্দিন, নোয়াখালী।*

জবাব: এরূপ সন্তানকে নসীহত করবেন এবং তার হিদায়াতের জন্য দু'আ করতে থাকবেন। তারপরও ঐ সন্তান সালাত আদায় না করলে তাকে পৃথক করে দেবেন।

জিজ্ঞাসা (১০): ***স্বামী সালাত আদায় করে, স্ত্রী সালাত আদায় করে না, এর জন্য কি স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে?*** *আশরাফ উদ্দিন, বরিশাল।*

জবাব: স্ত্রীকে কুরআন ও হাদীসের দলিল দ্বারা বুঝাবেন। সালাত আদায় না করলে তার সাথে সংসার করবেন না।

জিজ্ঞাসা (১১): ***মেয়েদের উপর বিবাহ কখন ফর্‌য হয় ও কত বছর বয়সে?*** *নোমান আহমেদ, ফেনী।*

জবাব: মেয়েরা প্রাপ্ত বয়স্ক হলেই বিয়ের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। আর প্রাপ্ত বয়স হওয়ার মাপকাঠি হচ্ছে প্রথম হায়িয বা ঋতু প্রকাশ পাওয়া। *(সূরা আন্ নূর: ৫৯; সহীহ আবূ দাঊদ- হা. ৬৪১; সুনান ইবনু মাযাহ্- হা. ৬৫৫ ও সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ৩৭৭)*

জিজ্ঞাসা (১২): ***কোনো মহিলা কি তার বোনের স্বামী (সাথে বোনও সফরসঙ্গী) বা তার ছেলের শশুরকে মাহরাম হিসাবে জেনে হজ্জে যেতে পারবে?*** *নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক*

জবাব: বোনের স্বামী বা ছেলের শশুর ইসলামী শরীয়তে মাহরাম নন– *(সূরা আন্ নিসা: ২৩)*। তাদের সাথে হজ্জ সফরে যাওয়া যাবে না। কেননা মহিলাদের উপর হজ্জ ফর্‌য হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো মাহরাম পুরুষ সাথে থাকা। যে মহিলা হজ্জ সফরের জন্য কোনো মাহরাম পাবে না, তার উপর হজ্জ ফর্‌য হবে না। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৭২৯ ও সহীহ মুসলিম- হা. ২৩৯১)*

জিজ্ঞাসা (১৩): ***চার রাকআত বিশিষ্ট সালাতে ভুলবশত দ্বিতীয় রাকআতে না বসে তৃতীয় রাকআতে দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর স্মরণ হলে করণীয় কী? অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন।*** *মো. মোমিন, কুমিল্লা।*

জবাব: এরূপ অবস্থায় ক্বিয়াম শুরু না করলে তাশাহ্হুদের জন্য বসে পড়া জায়িয, তবে আবশ্যক নয়। তাই এমতাবস্থায় ঐ মুসল্লি তার সালাত চালিয়ে যাবেন এবং অনিচ্ছাকৃত ছুটে যাওয়া বৈঠক ও তাশাহ্হুদ-এর জন্য ২টি সাহু সিজদা দিয়ে সালাম ফিরাবেন। তাতেই তার সালাত সহীহ হয়ে যাবে।

জিজ্ঞাসা (১৪): ***সুদের ব্যবসার সাথে জড়িত এমন লোকের বাসায় দাওয়াত খাওয়া যাবে কি?*** *মো. গিয়াসউদ্দিন, টাঙ্গাইল।*

জবাব: সুদ সর্বসম্মতভাবে হারাম ব্যবসা। এর জন্য দায়ী হলো সুদ ব্যবসায়ী। এটি জঘন্যতম অপরাধ। তবে খাদ্যবস্তু হালাল হলে এরূপ ব্যবসায়ীর বাড়িতে খাওয়া-দাওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইয়াহুদীর বাড়িতে দাওয়াত গ্রহণ করেছিলেন– *(লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ- ১৯/১৮১)*। কেননা, ঐ খাদ্য স্বয়ং হারাম নয়; ব্যবসা পদ্ধতি হারাম। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম। ☒

প্রচ্ছদ রচনা

ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

–আব্দুল মোহাইমেন সা'আদ*

ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হায়দ্রাবাদ শহরে অবস্থিত ভারতের একটি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। এটি ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে সপ্তম নিজাম মীর ওসমান আলী খান প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই আধুনিক শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় সমাজে আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং মানবিক মূল্যবোধ প্রসারের পাশাপাশি ইসলামিক শিক্ষার বিস্তার ঘটানো। এটি তৎকালীন হায়দ্রাবাদ রাজ্যের প্রথম আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিই ছিল ভারতীয় প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় যেটি শিক্ষার ভাষা হিসেবে উর্দু ব্যবহার করে। বর্তমানে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় একটি আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং দক্ষিণ ভারতের অন্যতম প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি এবং উর্দু ভাষার পাশাপাশি ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, প্রকৌশল, মেডিসিন, সামাজিক বিজ্ঞান, আইন এবং ব্যবসাসহ বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চমানের শিক্ষা প্রদান করা হয়। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কলেজ অফ সায়েন্স, কলেজ অফ আর্টস, কলেজ অফ মেডিসিন, কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কলেজ অফ সোশ্যাল সায়েন্স। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও গবেষণার বিভিন্ন প্রোগ্রাম চালু রয়েছে এবং এখানে শিক্ষার্থীরা বিশ্বমানের গবেষণা ও আধুনিক শিক্ষার সুবিধা পায়। বিশ্ববিদ্যালয়টি একাধিক আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করে এবং শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। গবেষণার ক্ষেত্রে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যেখানে এটি পদার্থবিজ্ঞান, কম্পিউটার বিজ্ঞান, রসায়ন এবং মেডিক্যাল সায়েন্স-এ অনুপ্রেরণামূলক গবেষণা পরিচালনা করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা প্রকল্পগুলো দেশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে আধুনিক সুবিধা সম্বলিত বিশাল গ্রন্থাগার, স্পোর্টস কমপ্লেক্স এবং কম্পিউটার ল্যাবসহ শিক্ষার্থীদের জন্য একটি সমৃদ্ধ শিক্ষা পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়াও, শিক্ষার্থীদের জন্য হেলথ কেয়ার সুবিধা, অবাসন ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে তাদের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমে সহায়তা করা হয়। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাঙ্কিং-এ ভারতের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে স্থান পেয়েছে।

এক নজরে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

* গ্লোবাল বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংক (২০২৪): ১২০১-১৫০০।
* এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংক (২০২৪): ৪০১-৫০০।
* ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংক (২০২৪): ৪৩।
* ধরণ: সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়।
* শিক্ষায়তনিক ব্যক্তিবর্গ: ৪৪৫।
* স্নাতক শিক্ষার্থী সংখ্যা: ১৯৮৯ +।
* স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী সংখ্যা: ৫০৯১ +।
* ডক্টরেট শিক্ষার্থী সংখ্যা: ৩২০০ +।
* প্রতিষ্ঠিত সাল: ১৯১৮।
* স্থান: হায়দারাবাদ, তেলেঙ্গানা, ভারত। ☒

* *শিক্ষার্থী, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা।*

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

হজ্জ বুকিং চলছে...

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

স্বত্বাধিকারী
মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস

MEMBER
ATAB
MEMBER

সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮

হেড অফিস: ১/২ পশ্চিম হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা। গুলজার কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ৭'ম তলা (লিফেটর ৬) (হাজীপাড়া পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে)

মোবাইল : ০১৭১১-৫৯১৫৭৫, ০১৬৭৪-৬৯৫৯৯৬

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ■ PRICE Tk. 25.00

الجامعة الإسلامية العالمية للعلوم والتقنية ببنغلاديش

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ

ভর্তি চলছে

সরকার এবং ইউজিসি অনুমোদিত

অনার্স প্রোগ্রাম

মেধাবৃত্তির সুবিধা

- B.A in Al Quran and Islamic Studies
- B.Sc in Computer Science & Engineering
- B.Sc in Electrical & Electronic Engineering
- Bachelor of Business Administration

মাস্টার্স প্রোগ্রাম

- M.A in Al Quran and Islamic Studies
- Master of Business Administration

বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ

- মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজস্ব ৯ একর জমির উপর স্থায়ী গ্রীন ক্যাম্পাস
- উচ্চতর গবেষণা এবং কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা
- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা
- দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা শিক্ষকমন্ডলী
- ডেডিকেটেড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার ল্যাব
- আধুনিক মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি সজ্জিত ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পাস
- 'সাইলেন্ট স্টাডি' এবং 'গ্রুপ স্টাডি' সুবিধাসহ বিশাল লাইব্রেরী
- ২৪x৭ সিসিটিভি ক্যামেরা এবং নিরাপত্তা প্রহরী
- শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে ইনটেনসিভ কেয়ার এবং কাউন্সেলিং
- ২৪x৭ বিদ্যুৎ (নিজস্ব ৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন এবং জেনারেটর)

নিজস্ব খেলার মাঠ

01329-728375-78 www.iiustb.ac.bd info@iiustb.ac.bd

স্থায়ী ক্যাম্পাস : বাইপাইল, আশুলিয়া, ঢাকা-১৩৪৯। (বাইপাইল বাস স্ট্যান্ড থেকে আধা কি.মি. উত্তরে, ঢাকা-ইপিজেড সংলগ্ন)

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত